আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের--

শ্বেত-পত্রের উত্তর

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)
ইমাম, বিশ্ব আহমদীয়া জামাত

পাকিস্তান সরকারের

শ্বেত-পত্রের উত্তর

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)
ইমাম, বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'ত

প্রকাশক :—
শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী, প্রনয়ণ ও প্রকাশনা,
বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া
৪ নং বক্সী বাজার রোড, ঢাকা—১২১১

অনুবাদক ঃ—
নাজির আহমদ ভুঁইয়া
সেক্রেটারী, জায়েদাদ, বাঃ আঃ আঃ

প্রথম সংস্ককরণ—১৯৮৮ ইং
২০০০ কপি

মুদ্রাকর : সলিমাবাদ প্রেস
২১/৩ কোর্ট হাউজ ষ্ট্রীট
ঢাকা—১১০০

পূর্বকথা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক তার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তানের ধর্মীয় ও রুহানী সম্প্রদায় আহ্‌মদীয়া জামা'তের শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেবার মৌলিক অধিকার হরণ করে ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৪ সনে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন। এ অধ্যাদেশটির নামকরন করা হয়, "কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ (নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ"। বলা বাহুল্য, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি নিরিখে আহমদীরা মুসলমান। যদিও আহ্‌মদী মুসলিমগণ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' পাঠ করে এবং এতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, কিন্তু এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন আহমদী যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে 'মুসলিম' বলে, তাহলে তার তিন বৎসরের জেল হবে এবং সাথে সাথে জরিমানাও হবে। এ অধ্যাদেশটি জারী হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ পাকিস্তানে বহু আহমদী মুসলমানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার অপরাধে (?) এবং 'আযান' দেওয়ার অপরাধে (?) শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের মসজিদে খচিত 'কলেমা' জবরদস্তিভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। বক্ষে কলেমার ব্যাজ ধারণ করার জন্য শত শত আহমদীকে জেল দেওয়া হয়েছে। আহ্‌মদীদের

উপর শত শত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আহমদী-বিরোধী এ সকল জঘন্য কার্যকলাপ প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে পবিত্র ইসলামের নামে এবং বর্তমান সরকারের প্রত্যেক ছত্র-ছায়ায়।

কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায় ও তাদের দোসরদের দ্বারা আহমদীদের উপর এত জুলুম-নির্যাতন হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও শিক্ষিত সমাজ জেনারেল জিয়ার আহমদী-বিরোধী এ অধ্যাদেশ ও আহমদীদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন চলছে তা সমর্থন করেন না। আহমদী-বিরোধী অধ্যদেশটি জারী হওয়ার পর পাকিস্তানের জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং তাদের হীন কাজকে ঢেকে রাখার জন্য এবং তাদের কাজের সমর্থনে পাকিস্তানের সামরিক সরকার "কাদিয়ানিয়াত ইসলামের জন্য একটি ভয়ানক বিপদ" শিরোনামে একটি 'শ্বেত-পত্র' (WHITE-PAPER) প্রকাশ করে। এতে আহমদীয়া জামাতের প্রতি অন্যায়ভাবে আঘাত হানা হয়েছে এবং আহমদীয়া জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহাম্মদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) উর্দু ভাষায় ১৭টি জুময়ার খোৎবার মাধ্যমে এবং ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং তারিখে ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত আহ-

মদীয়া জামা'তের বাৎসরিক সম্মেলন তাঁর দীর্ঘ সমাপ্তি ভাষণে পাকিস্তান সরকারের এ মিথ্যা শ্বেত-পত্রের উত্তর প্রদান করেন। আল্লাতায়ালার অশেষ করুণায় তাঁর প্রথম চারটি খোৎবার বঙ্গানুবাদের আলোকে "পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রের উত্তর (প্রথম খণ্ড)" শীর্ষক পুস্তকটি গত বৎসরের জুন মাসে প্রকাশ করা হয়। খোৎবাগুলোর বঙ্গানুবাদ করেছেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৎকালীন প্রণয়ণ ও প্রকাশনা সেক্রেটারী জনাব নাজির আহমেদ ভূঁইয়া। আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজল ও করমে পরবর্তী চারটি খোৎবার অনুবাদের আলোকে "পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রের উত্তর (দ্বিতীয় খণ্ড)" শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদও করেছেন জনাব নাজির আহমেদ ভূঁইয়া। পুস্তকটি সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজে সাহায্য করেছেন সর্বজনাব মতিয়ুর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, শেখ আহমদ গনী, সদর মোবাল্লেগ মাওলানা আহমেদ সাদেক মাহমুদ ও মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক। এ নেক কাজের জন্য আল্লাহতায়ালা তাদের সকলকে অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। শ্বেত-পত্রের জবাবে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের অবশিষ্ট খোৎবাগুলোর অনুবাদও ইনশাল্লাহ. যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

শ্বেত-পত্রের উত্তরের বর্তমান খণ্ডে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের অনন্য ভূমিকা

পাকিস্তান ও কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্র, কাশ্মীর ও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহমদীয়া জামা'তের মহান ভূমিকা, এবং প্যালেষ্টাইনী মুসলমানদের ট্রাজেডী ও আহমদীয়া জামাতের বিশেষ খেদমত'—এ চারটি বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, এ খণ্ডটি যারা পাঠ করবেন তিনি যেন তাদের সকলকে আহমদীয়া জামা'ত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে অকৃত্রিম সেবা করেছে তা অনুধাবন করার তওফিক দান করেন। আমীন।

খাকসার—
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১২১১

তারিখ—
২৪/৪/১৯৮৮ ইং

সূচীপত্র

ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'তের অনন্য ভূমিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কল্পিত শ্বেত-পত্রের অদ্ভুত মিথ্যা অপবাদ	১
২। প্রথম সারির মুজাহিদবৃন্দ	২
৩। জগদ্বাসীকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য আহ্বান	৩
৪। খেলাফৎ আন্দোলনের বিপদাবলী হইতে বাঁচার পরামর্শ	৬
৫। মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কের আবিষ্কার	৯
৬। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি	১০
৭। কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা	১৩
৮। মুসলমানদের সম্মেলনে গান্ধীজীর সাদর সম্বর্ধনা	১৪
৯। মুসলমানগণের আবেগ উচ্ছাসের অবস্থা	১৭
১০। শরীয়তের অবমাননার জন্য আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কঠোর প্রতিবাদ	১৮
১১। সঠিক পথ প্রদর্শনকারী শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিল	২১
১২। আন্দোলনের ব্যর্থতায় আক্ষেপ প্রকাশ	২২
১৩। আবেগপূর্ণ আন্দোলনের লজ্জাস্কর পরিণতি	২৪
১৪। শত্রু ও মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে মুসলমানগণ অসমর্থ	২৫
১৫। শুদ্ধি আন্দোলন ও উহার পটভূমি	২৭
১৬। হিন্দুদের উদ্দেশ্য ও মতলব	২৯

বিষয় পৃষ্ঠা

১৭। সঙ্কটময় মুহূর্তে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের ঘোষণা ৩১
১৮। ইমামের আহ্বানের স্বতঃস্ফূর্ত 'লাব্বায়েক' ৩৩
১৯। দৃষ্টান্তবিহীন কুরবানীর দৃশ্য ৩৫
২০। স্বভাব ও প্রকৃত রূপ কখনও বদলায় না ৩৬
২১। আহমদীরা শুদ্ধি আন্দোলনের মোড় ফিরাইয়া দিল ৩৭
২২। শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিরোধে আহমদীগণ ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই ৩৮
২৩। নির্লজ্জতার একশেষ ৩৯
২৪। সত্য যখন প্রকাশিত হইয়া গেল তখন উহা মানিয়া লও ৪১
২৫। আহমদীয়া জামা'তের ইসলামের জন্য অপূর্ব খেদমত ৪২
২৬। ঐতিহাসিক সত্য কখনও মুছিয়া যায় না ৪৪
২৭। আহমদীয়া জামা'তের সেবার প্রকাশ্য স্বীকৃতি ৪৫
২৮। আহমদীদিগকে বাদ দিয়ে সন্ধির কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই ৪৭
২৯। আহমদীয়া জামা'তের মহান ভূমিকা ৪৯

পাকিস্তান ও কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্র

১। একটি কুরআনী সতর্কবানী ৫১
২। প্রথম সারী আত্মত্যাগীগণ ৫৩
৩। সাধারণ মুসলমানদের উপর আহমদীয়া মুসলমানদের ইহসান সমূহ ৫৬

বিষয় পৃষ্ঠা

৪। কাশ্মীরে মুসলমানদের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ও সাহায্য ৬১

৫। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও জেহাদে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা ৭০

৬। কোন কোন তথাকথিত মুসলমানদের দুঃখজনক ভূমিকা ৮০

৭। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আরও একটি আন্দোলন ৯৬

৮। আরও একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ১০২

কাশ্মীর ও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা আন্দোলন আহমদীয়া জামা'তের মহান ভূমিকা

১। অভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার জন্য কুরআনী আহবান ১০৫

২। পাকিস্তানে কুরআনী আহ্বানে পরিপন্থী আন্দোলন ১০৮

৩। আহমদীয়া জামা'তের সুস্পষ্ট অবস্থান ১১১

৪। জামা'তে ইসলাম ভূমিকা ১১৯

৫। কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনে আহমদীয়া জামা'তের সেবা ও খেদমত ১২৪

৬। কাশ্মীর জিহাদে "ফুরকান বাহিনীর" কৃতিত্ব ১২৬

৭। আত্মোৎসর্গকারী আহমদী মিলিটারী অফিসারদের চরিত্র হনন ১৩৩

বিষয় পৃষ্ঠা

৮। প্যালেষ্টাইনের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'তের মহান খেদমত ও সেবা ১৩৯
৯। সত্যকে পর্দাচ্ছন্ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্ট ১৪৪
১০। অধিকৃত প্যালেষ্টাইনের মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ১৪৬
১১। বন্ধু ইব্রাহীম সাহেবের কৌশল ১৪৯
১২ ইসলামী জাহানের সহিত আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বস্ততা ১৫০

প্যালেষ্টাইনী মুসলমানদের ট্রাজেডি ও আহমদীয়া জামা'তের অনন্য খেদমত

১। উত্তম উম্মতের গুণাবলী ১৫৪
২। আঁ-হযরত (সঃ)-এর মহান চারিত্রিক গুণ ১৫৭
৩। একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন অপবাদ খণ্ডন ১৬০
৪। ইরাকের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের সত্য উদঘাটন ১৬২
৫। চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেবের অনন্য খেদমত ১৬৫
৬। আহমদীয়া জামা'তের একটি বিশেষ ও স্থায়ী বৈশিষ্ট ১৭০
৭। ইসলাম জাহান একটি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন ১৭১
৮। কলেমা পড়ার অপরাধে লজ্জাস্কর শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত ১৭৩
৯। মূর্খতার দর্পনে তথাকথিত যুক্তি প্রমাণ ১৭৬
১০। কিয়ামতের দিন তুমি কি জবাব দিবে ? ১৭৯
১১। ইসলাম জাহানের জন্য মুহূর্তের চিন্তা ১৮১

———

পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রের উত্তর

ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'তের অনন্য ভূমিকা

১। কল্পিত শ্বেত-পত্রের অদ্ভুত মিথ্যা অপবাদ

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশিত শ্বেত-পত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। ইহাতে একটি এই অপবাদও বার বার করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক আহমদীয়া জামা'ত ইসলামেরও দুশমন, দেশ ও জাতিরও দুশমন এবং তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য খুব মারাত্মক বিপদের কারণ। তাহারা কেবলমাত্র ইসলামের জন্যই

হুমকি ও বিপদের কারণ নহে, বরং সমগ্র মিল্লাতে ইসলামীয়া ও মুসলমান দেশগুলির জন্যও বিপদের কারণ। এই বক্তব্যের পক্ষে এই যুক্তি উপস্থাপন করা হইয়াছে যে, যেহেতু তাহারা (অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার) মনে করে আহমদীয়া জামাত ইসলামী দেশসমূহে বিস্তার লাভ করিতে পারে না, সেহেতু সকল মুসলমান দেশ যাহাতে ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া অনৈসলামিক শক্তিগুলির হাতে চলিয়া যায়, এই প্রচেষ্টাই অনিবার্যভাবে আহমদীরা করিয়া থাকে।

২। প্রথম সারির মুজাহিদবৃন্দ

এই মিথ্যা অপবাদের ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণের ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা একটি ব্যাপক বিষয়বস্তু। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। কেবল মাত্র এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে যে, ইসলামের উপর বা মুসলমানদের উপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হইয়াছে তখন প্রথম সারির জেহাদকারী আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা ছিল, না কি আহমদীয়া জামা'তের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীরা? এই বিষয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পাতা হইতে কিছু নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উপস্থাপন করিতেছি।

৩। জগদ্বাসীকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য আহ্বান

মুসলমান দেশগুলিতে আহমদীরা বিস্তার লাভ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এই দেশগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়—ইহা একটি অদ্ভুত যুক্তি। ইহা সরাসরিভাবে মিথ্যা অনুমানের উপর দাঁড় করানো হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মারাত্মক স্ব-বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলিম দেশগুলিতে জামা'ত উন্নতি করিতে পারে না। এই জন্য জামা'ত বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া এই সকল দেশকে ধ্বংস করিতে চায়—এই অনুমানটিকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেহেতু পাকিস্তানে জামা'ত উন্নতি করিয়াছে, সেহেতু জামা'তের তরফ হইতে পাকিস্তানের জন্য কোন বিপদ আসা উচিত নয়। তাহা হইলে তোমরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করিতেছ যে, তাহারা পাকিস্তানের উপর আঘাত হানিতেছে, ইহার বৈধতা কি? বস্তুতঃ তথাকথিত শরীয়তী আদালতেও বিভিন্ন উকিল এই যুক্তি উত্থাপন করিতে থাকে যে, এই জামা'ত তবলীগের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারে না। ১৯৭৪ সনের আন্দোলনেও এবং ইহার পূর্বের আন্দোলনগুলিতেও যে বিষয় লইয়া সবচাইতে অধিক হৈ চৈ করা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, বাধা দিয়াও আহমদীদিগকে আটকানো যাইতেছে না। তাহারা সম্প্রসারিত হইয়াই চলিয়াছে। সুতরাং

কোন দেশে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এই বিপদ কিভাবে সৃষ্টি হইয়া গেল যে তাঁহারা উক্ত দেশে বিস্তার লাভ করিতে এবং উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না? তাহা হইলে তোমরা এই ফয়সালা কর যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র নহে। এই জন্য আহমদীয়া জামা'ত এই দেশে সম্প্রসারিত হইতেছে। যদি ইহা ইসলামী রাষ্ট্র না হয়, তাহা হইলে তোমরা ইসলামের রক্ষাকর্তা ও দাবীদাররূপে কোথা হইতে পয়দা হইয়া গেলে? ইহার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা অমুসলিম দেশ। ইহাতে যাহা কিছু হইতেছে, হইতে থাকুক। ইহাতে তোমাদের কি বা আসে যায়? কিন্তু যদি ইহা ইসলামী রাষ্ট্র হয় এবং যেহেতু ইসলামের নামে এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দিক হইতে অনিবার্যরূপে ইহা ইসলামী রাষ্ট্র। তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যে দেশে সর্বস্তরে বিপুল সংখ্যায় সকল শ্রেণীতে আহমদীয়া জামা'ত বিস্তার লাভ করিতেছে, ঐ দেশ অর্থাৎ পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের জন্য কি আশংকা থাকিতে পারে যে, তাহারা তথায় উন্নতি করিতে পারিবে না? সুতরাং তোমাদের কি যৌক্তিকতা থাকিল যে, আহমদীয়া জামা'ত মুসলিম দেশসমূহে উন্নতি করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এই সকল দেশকে ধ্বংস করিয়া দিতে চায়?

এখন আমি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিতেছি। জগদ্বাসীর ঠাণ্ডা মাথায় এইগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। এই

সকল ঘটনা ইতিহাসের পাতায় একেবারে এইরূপ কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ঐগুলিকে আজ মুছিয়া ফেলা যায় না। যুগের কলম যখন ঘটনাবলী লিখিয়া ফেলে তখন পৃথিবীর কোন শক্তি পিছনে ফিরিয়া গিয়া ঐ কলমের লেখা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। এখন ইহারা সমগ্র বিশ্বে যত পারে হৈ চৈ করুক, নূতন ইতিহাস তৈরী করার যত প্রচেষ্টা করিতে চাহে করুক। কিন্তু যে সকল ঘটনা ভূপৃষ্ঠে একবার ঘটিয়া গিয়াছে, এখন কোন হাত ঐ সকল ঘটনাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। যেহেতু ইতিহাস খুবই দীর্ঘ এবং ইহাকে সংক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টা করা হইলেও আমি মনে করি যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে, সেহেতু এমন হইতে পারে যে আগামী খোৎবাতেও এই বিষয়টিকে জারি রাখিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় খোৎবাতেও ইহা জারি থাকিবে। অতএব, যদি কোন খোৎবা এই কারণে দীর্ঘ হইয়াও যায়, তথাপি আশা করিব যে বন্ধুগণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবেন। কেননা, এখন জামা'তের স্থিতি ও ইহার কল্যাণের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদিগকে খুবই বিস্তারিতভাবে আপত্তিকারীদিগকে ফলপ্রসূ উত্তর প্রদান করিতে হইবে এবং এইভাবে উত্তর প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের সাধারণ জনগণও ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, কে মিথ্যাবাদী এবং কে সত্যবাদী ?

৪। খেলাফত আন্দোলনের বিপদাবলী হইতে বাঁচার পরামর্শ

আমি খেলাফত আন্দোলনের (Khilafat Movement) প্রতি বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কেবল-মাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনই সংঘটিত হয় নাই, বরং কোন কোন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তুরস্কে সংঘটিত হইয়াছিল। তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হইল। মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিল এবং তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করা হইল। অতঃপর সেখানে একটি মারাত্মক বিপ্লব সংঘটিত হইল। ইহার ফলশ্রুতিতে কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় আসীন হইলেন। এইভাবে তুরস্কের রাজতন্ত্র, যাহা খেলাফতের নামে চলিতেছিল, উহার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। তখন ভারতের মুসলমানরা খেলাফতকে জীবিত করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। এই আন্দোলন মূলতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল। যেহেতু তাহারা এক মুসলিম খেলাফতের সমাপ্তি ঘটাইয়াছিল, সেহেতু মুসলমানদের, বিশেষভাবে ভারতের মুসল-মানদের, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা উচিত। কিন্তু এই জেহাদের আওয়াজ আরবের কোন দেশ হইতে উঠে নাই। ভারত-বর্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই দলটি মুসলমান আলেম ও কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের

সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল। প্রতিনিধি দলটি কামাল আতাতুর্কের সহিত সাক্ষাত করিল এবং তাঁহার নিকট খেলাফতের প্রস্তাব করিল এবং বলিল যে, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। কামাল আতাতুর্ক খুব অবাক হইয়া তাহাদের কথা শুনিলেন এবং এই প্রস্তাবকে এই বলিয়া নাকচ করিয়া দিলেন যে, তোমরা কি কথা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছ? আমি অতি কষ্টে তুরস্ককে এই সকল বাজে ও বাসি পচা ধ্যান-ধারণা হইতে মুক্ত করিয়াছি এবং ইহার অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত সীমান্তকে সংহত করিয়া, দেশকে ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি। তোমরা এখন কোন্ ধারণায় এবং কিরূপ চিন্তা-ভাবনা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছ? বস্তুতঃ কামাল আতাতুর্ক এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দিলেন।

ভারতবর্ষে তখন একটি আবেগ ও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু তাহারা বিগত দিনের খবরও জানিত না। তাহারা নিজেদের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সম্বন্ধেও কিছু জানিত না যে, কি হইতেছে। বিগত দিনের খবরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। তাহারা আজিকার খবর সম্বন্ধেও ওয়াকেবহাল নহে। তাহারা নিজ অতীত সম্বন্ধেও ওয়াকেবহাল নহে। তাহারা যুগের লিখিতপাঠ পড়িতে পারে না। এইরূপ আলেমরা খুব তোর জোড়ের সহিত মুসলমান-দের মধ্যে একটি প্রচণ্ড আন্দোলন চালাইতেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের লাগাম ছিল হিন্দুদের হাতে।

এই সময় এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি আওয়াজই উঠিয়াছিল এবং তাহা কাদিয়ান (ইহা ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম, যেখানে আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইহা তখন বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র ছিল—অনুবাদক) হইতে উঠিয়াছিল এই আওয়াজ অত্যন্ত জোরালোভাবে মুসলমানদিগকে বার বার পরামর্শ দিতেছিল যে, "এই আন্দোলনের দ্বারা তোমরা এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে যে, অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাদিগকে ইহার খেসারত দিতে হইবে। ইহা একটি অর্থহীন আন্দোলন। ইহা একটি কাণ্ড-জ্ঞানহীন আন্দোলন। অতএব তোমরা ইহা হইতে বিরত হও। এই সত্য কথার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আহমদীদের উপর কঠোর যুলুম-নির্যাতন করা হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিল এবং বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনাবলী সংঘটিত হইল, বিভিন্ন স্থানে আহমদীদিগকে বয়কট করা হইল। প্রচণ্ড গরমের দিনগুলিতে তাহাদের পানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। গ্রীষ্মের রাত্রিতে বাহিরে শায়িত আহমদীদের উপর পাথর মারা হইত। ঐ যুগে বৈদ্যুতিক পাখার তেমন প্রচলন ছিল না এবং লোকেরাও তুলনামুলকভাবে গরীব ছিল। বস্তুতঃ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আহমদীদিগকে বদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরে ছেলে মেয়ে লইয়া ঘুমাইতে

হইত, অথবা ঘুমানোর চেষ্টা করিতে হইত। কেননা এই সকল লোক আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে ছিল এবং বলিতেছিল যে, "তোমরা কেন খেলাফত আন্দোলন ও অসহ-যোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ? আমরা ইসলামের খেদমত করিতেছি। তোমরা ইহার বিপরীত কিছু করিতেছ। অতএব তোমাদের শাস্তি হইল এই যে, তোমাদের সহিতও ইংরেজদের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে এবং তোমাদিগকেও মারপিট করিতে হইবে।" কিন্তু ঐ সময় কাদিয়ান হইতে উত্থিত একক আওয়াজ বার বার মুসলমানদিগকে সতর্ক করিতেছিল যে, তোমরা মারাত্মক ভুল করিতেছ।

৫। মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কের আবিষ্কার

এই অসহযোগ আন্দোলন কি ছিল? ইহা এমন এক আন্দোলন ছিল যাহা ভারতের মুসলমানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনের জালে জড়াইয়া দিয়াছিল। এই আন্দোলনটি প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কের এক আবিষ্কার। কংগ্রেস যে সকল মোল্লাকে পুরস্কারে ভূষিত করিয়াছিল, তাহাদের মাধ্যমে এই আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। অতঃপর ইহা এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিল যে সকল বড় বড় আলেম এবং সকল মুসলমান রাজনৈতিক নেতা ইহার আওতাভুক্ত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসীর

মধ্যে আর কোনই পার্থক্য রহিল না। এই আন্দোলনের ব্যাপারে মিষ্টার গান্ধী নিজে যাইয়া মুসলমান আলেমদের নিকট হইতে ফত্‌ওয়া লইলেন যে, "দেখ, ইংরেজরা কত যুলুম করিয়াছে। তাহারা খেলাফত ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতএব হে মুসলমান আলেমরা! এই ব্যাপারে তোমদের ফত্‌ওয়া কি? যদি ইংরেজদের সহিত মোকাবেলা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে জেহাদ কিভাবে করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ একজন হিন্দু নেতা মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য ফত্‌ওয়া নিতেছেন। বস্তুতঃ গান্ধীজী যখন মুসলমানদের নিকট ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তখন শীর্ষস্থানীয় পাঁচশত আলেম গান্ধীকে এই ফত্‌ওয়া দিলেন যে, এখনতো মুসলমানদের জন্য একটি রাস্তাই খোলা রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই যে, ইংরেজদের সহিত উঠা বসা ও লেন-দেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে এবং নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করিতে হইবে, অতঃপর সেস্থান হইতে আক্রমণ করিয়া সগৌরবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং ইংরেজদিগকে মারিতে মারিতে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।

৬। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

মোদ্দা কথা, এই ফত্‌ওয়ার উপর ভিত্তি করিয়াই অসহযোগ আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই আন্দোলনকে সফল

করার জন্য উৎসাহ ও উত্তেজনা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিল যে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানরা মরিতে ও মারিতে প্রস্তুত হইয়া গেল। এই অবস্থার বর্ণনায় মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক তাঁহার "সের গুজাস্ত" নামক পুস্তকে নিম্নরূপ লিখেন।

ইহা ছিল তাহার নিজ চোখে দেখা দৃশ্য। তিনি বলেন :—

"ঐ রাত্রে কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে খেলাফত কনফারেন্সের, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না যে, এই সম্মেলনের সভাপতি কি গান্ধীজি ছিলেন, নাকি মৌলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন। যাহা হউক সকল নেতাই ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ষ্টেজে গান্ধীজি, শ্রীমতি তিলক, এ্যানী বেসান্ত, জয়কর, কৈলকর, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, জাফর আলী খান, সৈয়দ হোসেন, মৌলনা আবদুল বারী, মৌলানা ফাখরে আলা আবেদী, মাওলানা হসরত মোহানী এবং আরো অনেক গণ্য-মান্য নেতা উপবিষ্ট ছিলেন। মৌলানা মোহাম্মদ আলী প্রথমে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন আমি কিছুক্ষণ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিব। কেননা ইহাতে যে সকল দেশীয় নেতা উর্দু বুঝে না তাহারা খেলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করিতে পারিবেন। অতঃপর আমি উর্দুতে বক্তৃতা করিব। মৌলানার বক্তৃতা ছিল অতুলনীয়। কেবলমাত্র ভাষা ও বাচন-

ভঙ্গীর মানের দিক হইতেই নয়, বরং মর্মের দিক হইতেও সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর তাহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। তাঁহার আবেগ ও উচ্ছাসের মাত্রা একটি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, "এখন দেশ হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন ধর্মীয় রাস্তা খোলা নাই।"

মহাত্মা গান্ধীই এই শরীয়তী ফত্ওয়া মুসলমানদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন। মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব বলেন যে, মৌলানা মোহাম্মদ আলী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন ঃ—

"এখন দেশ হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন ধর্মীয় রাস্তা খোলা নাই। সুতরাং আমরা এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব এবং বাড়ী-ঘর, আমাদের মসজিদগুলি (মসজিদ শব্দটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য— গ্রন্থকার), এবং আমাদের বুযুর্গগণের মাজার ইত্যাদি সব কিছু আমানতরূপে আমাদের হিন্দু ভাইদের নিকট সঁপিয়া যাইব। অতঃপর আমরা বিজয়ীর বেশে এই দেশে প্রবেশ করিয়া ইংরেজ-দিগকে বিতাড়িত করিব এবং আমাদের আমানত আমাদের হিন্দু ভাইদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নিব। আমি বিশ্বাস রাখি যে, যে হিন্দু ভাইদের সহিত আমরা এক হাজার বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে বসবাস করিয়া আসিতেছি, তাহারা আমাদের এতটুকু খেদমত করা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে না।" (পৃষ্ঠা ১০৭)

৭। কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা

এই "হিন্দু ভাই" কথাটিও একটি খুবই মজাদার বচন। ইহা পূর্বেও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বর্তমানেও ইহা পাকিস্তানে ব্যবহার করা হইতেছে। আহমদীরা ভাই নহে। কিন্তু হিন্দু ও খৃষ্টানরা হইল ভাই। তাহা কেনই বা হইবে না? "এক হাজার বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে বসবাস করিয়া আসিতেছে!"

মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব লিখেন :—

"তাঁহার পরে বংশীধর পাঠক নামে বেরেলবীর এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ এবং খুবই মজাদার ছিল। তিনি মৌলানা মোহাম্মদ আলীর উপর টেক্কা মারিয়া বলিলেন যে, যদি মুসলমান ভাইরা তাহাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী এই দেশ হইতে হিজরত করিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুরাও এখানে থাকিয়া কি করিবে? (কত হৃদয় বিদারক কথা।) যদি মুসলমানেরা চলিয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিও হিজরতে মুসলমানদের সঙ্গী হইবে এবং আমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া এই দেশকে বিরান ভূমিতে পরিণত করিয়া দিব, যাহাতে ইংরেজরা এই বিরানভূমিতে ভীত হইয়া পালাইয়া যায়।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১০৮)

মৌলানা সালেক সাহেব লিখেন :—

"ইহা কিরূপ কাণ্ড-জ্ঞানহীন কথা! কিন্তু আবেগের দুনিয়াতো তুলনাবিহীন হইয়া থাকে। ঐ সময় সম্মেলনের এই অবস্থা ছিল

যে, কোন কোন লোক ডুকরিয়া কাঁদিতেছিল এবং 'খেলাফত কনফারেন্স' একটি শোকের আসরে পরিণত হইয়াছিল।"

(সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১১১)

৮। মুসলমানদের সম্মেলনে গান্ধীজীর সাদর সম্বর্ধনা

ঐ সময় গান্ধীজী কেবলমাত্র হিন্দুদের নিকটই নয়, মুসলমানদের নিকটও মহাত্মায় পরিণত হইয়াছিলেন এবং ইসলামের সহিত সম্পর্কিত বিষয়াবলী বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপন করা হইত। বস্তুতঃ মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে আরও লিখেন :—

"সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে গান্ধীজী 'জমিদার' পত্রিকা অফিসে আগমন করেন। তিনি কয়েকজন খেলাফতী নেতার সহিত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং আমিও হাবিব উল্লাহ খান মোহাজের শহীদদের বিষয় সম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি লইয়া গান্ধীজীর নাকের ডগায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোন প্রকারে যখন তিনি অবসর হইলেন, তখন আমি সকল বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১২৪)

অর্থাৎ মুসলমান শহীদগণের কাগজ পত্রাদি গান্ধীজীর দরবারে দাখিল করা হইতেছে। মৌলানা সালেক লিখেন :—

"ইতিমধ্যে সম্মেলনে যোগদানকারী হাজার হাজার লোক প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 'জমিদার' পত্রিকার সম্মুখস্থ রাস্তায় সমবেত হইল।" জমিদার পত্রিকা অফিস তখন আহরার-দের কেন্দ্র ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধাচরণের আড্ডাখানা ছিল। মৌলানা সালেক লিখেন যে, "লোকেরা 'জমিদার' পত্রিকার সম্মুখস্থ রাস্তায় আসিয়া জড় হইল এবং গগন-বিদারী ধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল, 'মহাত্মা গান্ধীর জয়', হিন্দু-স্থানের জয়', 'হিন্দু মুসলমানের জয়', 'বন্দে মাতরম', 'আল্লাহু আকবর', 'সতসরী আকাল'। (ইহা শিখদের প্রচলিত ধ্বনি—অনুবাদক)।

এই সকল লোকের স্বভাব ও আচরণ সদা-সর্বদাই এইরূপ। আজ আহমদীদের মসজিদ-বাড়ী ও ঘর-দুয়ারে 'কলেমা তৈয়াব' খচিত দেখিয়া বেদনায় ইহাদের ডুকরিয়া কান্না আসে এবং আত্মাভিমানে ইহাদের অন্তর ফাটিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের মর্জি মেজাজই অদ্ভুত। আহমদীরা যখন নিজেদের ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের জয়ের ধ্বনি দেয়, তখন এই সকল লোক আহমদীদিগকে হাজারও রকমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং আমাদের বক্ষে অংকিত 'কলেমা তৈয়াব' তাহাদিগকে পীড়া দেয় যাহাতে খোদার তওহীদ ঘোষিত হয়, হযরত আকদাস মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা ঘোষণা করা হয়। যাহা হউক, গান্ধীজী

মহারাজের মুসলমানদের সম্মেলনে আগমনে তাঁহাকে মুসলমানরা যে সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়াছিল, উহা বর্ণনা দিতে গিয়া মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক লিখেন :—

"অবশেষে গান্ধীজি উঠিলেন ও সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রওনা হইলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা ভীরের মধ্যে তাঁহার জন্য পথ করিয়া দিল গান্ধীজী যখন সম্মেলন ময়দানে পৌঁছিলেন তখন আবেগ ও উত্তেজনা সীমা রহিল না। প্রথমে অন্যান্য নেতাগণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর গান্ধীজী সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং মৌলানা জাফর আলী খানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া এমন কথা বলিলেন, যাহা বন্ধু বান্ধবদের মাহফিলে দীর্ঘ দিন যাবৎ একটি হাসির বস্তু হইয়া রহিয়াছিল (এই কথাটি আমি বাদ দিয়া যাইতেছি)। কয়েক সপ্তাহ পরে গান্ধীজী পুনরায় আগমন করেন। এইবার তাঁহার সঙ্গে নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ দলটিই ছিল··· ···। শিখেরা মৌলানা আবুল কালামের হস্ত চুম্বন করিতেছিল, হিন্দুরা মৌলানা মোহাম্মদ আলীর চরণ ধূলা নিজেদের চোখে মুখে মাখিতে ছিল। এবং মুসলমানেরা গান্ধীজীকে এইভাবে সাদর সম্বর্ধনা জানাইতেছিল, যেন কোন 'ওলি আল্লাহ' লাহোরকে তাঁহার পদধূলী দিয়া সম্মানিত করিল।" (সের গুজাস্ত পৃষ্ঠা-১২৪-১২৫)

৯। মুসলমানগণের আবেগ উচ্ছাসের অবস্থা

এই ব্যাপারটি মুসলমানদের হৃদয়ে যে আবেগ ও উচ্ছাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল উহার পরিণাম খুবই ভয়াবহ ছিল। এই অজ্ঞতা-পূর্ণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে আহমদীয়া জামা'তকে সমগ্র ভারতবর্ষে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। মুসলমানদের আবেগ উচ্ছাসের যে অবস্থা ছিল, উহার চিত্র মৌলানা সালেক সাহেব এইরূপ ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ—

"সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, এখন ভারতবর্ষ হইতে হিজরত করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। কাজেই স্বাধীন এলাকা এবং আফগানি-স্থানে চলিয়া যাও এবং সেখানে থাকিয়া ঐ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যাহা তোমাদিগকে ইংরেজদের উপর বিজয় দান করিবে এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবে। আমীর আমান উল্লাহ খানও ঐ সময় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় বলিতেছিলেন যে, তোমরা চলিয়া আস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিব।"

(সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা, ১১৫)

১০। শরীয়তের অবমাননার জন্য আহমদীয়াত জামা'তের ইমামের কঠোর প্রতিবাদ

উহা কোন্ আওয়াজ ছিল, যাহা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল এবং মুসলমানদের চোখ খুলিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং খুব স্পষ্টভাবে বার বার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিল যে, অসহযোগ আন্দোলন সব দিক হইতে ক্ষতিকর এবং অতঃপর মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছিল যে ইসলামী শরীয়তে নাম ইহাতে ব্যবহার করিও না। ইহাতে ইসলামেরও অবমাননা হয় এবং রাসূলে ইসলামেরও (সাঃ) ভয়ঙ্কর অবমাননা হয়। যদি রাজনৈতিক দিক হইতে ইহা ক্ষতিকর নাও হয়, তথাপি এই অবমাননার দরুন তোমরা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিবে। অতএব, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণে যে অস্ত্রই চাহ ব্যবহার কর, আমি তোমাদিগকে নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলিয়াই ছাড়িব। কেননা মুসলমানদের জন্য আমার সত্যিকার দরদ রহিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে বার বার শরীয়ত শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছিল এবং মুসলমানদিগকে এই কথা বলা হইতেছিল যে, ইহা শরীয়তী ফত্ওয়া। এই জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী রাঃ (ইনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা—অনুবাদক) এই উপলক্ষে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ—

"মিষ্টার গান্ধীর কথাকে কেন কুরআন করীম সাব্যস্ত করা হইতেছে? ইহার নাম কেন শরীয়ত রাখা হইতেছে? বরং লোকদিগের এই কথা বল যে, যেহেতু মিষ্টার গান্ধী এইভাবে বলেন সেহেতু তোমাদিগকে এইভাবেই কাজ করিতে হইবে। এই কথা কেন বল যে, ইহা ইসলামী শরীয়তের ফত্ওয়া।"

তিনি আরো বলেন :—

"যদি অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনকারীরা ইহাকে শরীয়তের কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে ঐভাবে কার্যকর করিতে হইবে যেভাবে শরীয়ত নির্দেশ দান করে। কিন্তু, যদি ইহা গান্ধীজীর নির্দেশ সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে কুরআন করীমের নামে ধোকা দিও না এবং ইসলামকে লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিও না।" (তরকে মাওয়ালাত আওর আহকামে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

তিনি আরো বলেন :—

"তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, তোমরা একটি সঠিক পথ ত্যাগ করিয়া কোথায় ঠোকর খাইয়া ফিরিতেছ? প্রথমতঃ সকল আলেম ফাযেলকে বাদ দিয়া একজন অমুসলমানকে তোমরা নেতা বানাইয়াছ। ইসলাম কি এখন এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, ইহার মান্যকারীদের মধ্যে এইরূপ একজন যোগ্য ব্যক্তিও আর নাই, যিনি এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে এই নৌকাকে

ঘূর্ণিপাক হইতে বাহির করিয়া ইহাকে সফলতার তীরে পৌঁছাইতে পারেন? আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যে কি স্বীয় ধর্মের জন্য এতখানি আত্মাভিমানও আর নাই যে, তিনি এমন বিপদের সময় এইরূপ কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যিনি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিষ্য এবং তাঁহার (সাঃ) দাসদের মধ্য হইতে হইবেন এবং যিনি এখন মুসলমানদিগকে ঐ রাস্তায় চালাইবেন, যাহা তাহাদিগকে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে? হায়! তোমাদের ধৃষ্টতা কোন্ পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্বেতো তোমরা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মসীহ নাসেরীর (অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ-এর—অনুবাদক) অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতে এখন তোমরা তাঁহাকে (সাঃ) মিষ্টার গান্ধীর অনুগ্রহের ঋণে আবদ্ধ করিতেছ।"

তিনি আরো বলেন :—

"হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ) তো, যাহা হউক, একজন নবী ছিলেন। এখন যে ব্যাক্তিকে তোমরা নিজেদের ধর্মীয় নেতা বানাইয়াছ তিনিতো একজন মুমিনও নন। অতএব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই অবমাননার ফল পূর্বের চাইতেও অধিক কঠোর রূপে তোমরা প্রকাশিত হইতে দেখিবে। যদি তোমরা বিরত না হও, তাহা হইলে এই অপরাধে তোমাদিগকে মিষ্টার গান্ধীজির জাতির

গোলামী ইহার চাইতে অধিক করিতে হইবে, যতখানি গোলামী তোমরা বল যে, তোমাদিগকে হযরত মসীহ আলাইহেস সালামের উম্মতের করিতে হইয়াছে।" (পূর্ব সূত্র, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬)

১১। সঠিক পথ প্রদর্শনকারী শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিল

নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, ইহা হইল ইসলাম ও মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতক আহমদীয়া জামা'তের নেতৃত্বের ভূমিকা। ইহা হইল আহমদীদের নেতার ভূমিকা। ইহার বিপরীত যে সকল লোক ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্য সহানুভূতিশীল সাজিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের ভূমিকা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অধিককাল পর্যন্ত মুসলমানদের এই স্বপ্ন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইল না। হিজরত সম্পন্ন হইল। হাজার হাজার সরলপ্রাণ মুসলমান নিজেদের সারা জীবনের পুঁজি খোয়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে হিজরত করিল। তাহারা নিজেদের সহায় সম্পত্তি নিজেদের হাতে তাহাদের হিন্দু ভাইদের নিকট সোপর্দ করিয়া গেল। তাহারা মসজিদগুলি বিরান করিয়া গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিল এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দিল। এইরূপ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি দেখা দিল যে, যাহারা বলিত 'তোমরা ছাড়া আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব', ঐ সময়

তাহাদের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া-কলাপ এইভাবে প্রকাশিত হইল যে, একজন মুসলমান চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শূন্য-পদ পুরণের আবেদনে, দশজন হিন্দুর দরখাস্ত আসিয়া পৌঁছিত। কোন একজন হিন্দুও মুসলমানের সহিত হিজরত করে নাই। ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখাইতেছিলেন এবং মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের দরদ প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে মুসলমানদের তরফ হইতে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছিল।

১২। আন্দোলনের ব্যর্থতায় আক্ষেপ প্রকাশ

ইহা ছিল ঐ সকল আলেমের আন্দোলন এবং তাহাদের নেতৃত্বের ফল, যাহারা একই অসদুদ্দেশ্য লইয়া আজ পাকিস্তানকে কব্জা করিয়া বসিয়াছে। যাহা হউক মুসলমানদের চৈতন্যতো আসিল, কিন্তু তাহা বড়ই বিলম্বে আসিল। বস্তুতঃ ঐ সময় মৌলানা আবুল কালাম আযাদ অসহযোগ আন্দোলনে একজন নিবেদিত-প্রাণ নেতা ছিলেন। কংগ্রেসী আলেমদের মধ্যে তাঁহার একটি অতি উচ্চ মর্যাদা ছিল এবং তাঁহার সহিত আহরারী' মৌলবীদের একটি গভীর যোগাযোগ ছিল। এই মৌলানা সাহেবই (অর্থাৎ মৌলানা আবুল কালাম আযাদ—অনুবাদক) লিখেন ঃ—

"তরিৎকর্মা ব্যক্তিদের জন্য সংকট মুহূর্ত রোজ আসে না। কিন্তু যখন আসে তখন ঐ সময়েই তাহাদের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। এইরূপ একটি মুহূর্তই আসিয়াছিল যখন কিনা প্রথম দিকে খেলাফত আন্দোলনের সংবাদ আমাদের মস্তিষ্ককে নাড়া দিয়াছিল। ইহাই এই ব্যাপারে পরীক্ষার সময় ছিল যে, আমাদের মেধার কর্মশক্তি কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে? কতটুকু আমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি এবং উপলব্ধি করিয়াছি এবং ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে শিখিয়াছি? কতটুকু আমাদের মধ্যে এই শক্তি সৃষ্টি হইয়াছে যে, বন্ধুদের ভুল এবং শত্রুদের হাসি বিদ্রূপে ফাঁসিয়া গিয়া সঠিক কর্মসূচী হইতে বিচ্যুত না হই। আমাদের মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল ও কর্মতৎপর ছিলেন, তাহাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল এবং হৃদয় ও জিহ্বায় লাগাম কষিয়া দেওয়া উচিত ছিল।" ('তবররাকাতে আযাদ' মুদ্রাকর গোলাম রসুল মেহের, পৃষ্ঠা ২৩৮)

অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে বলেন :—

"কিন্তু তাড়াহুড়া ও লাগামহীনতার দরুন বিপজ্জনক ও প্রতিকারবিহীন আঘাত আসিতে পারে। এই ব্যাপারে এক ফরাসী প্রবাদ বাক্য আছে। প্রবাদ বাক্যটি হইল এই যে, গুলী ছোঁড়া হইয়াছে তাহা অর্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিবে না, উহা ফিরানোর

জন্য শত ডাকাডাকিই কর না কেন।" আক্ষেপের সহিত বলিতে হয় যে, গুলী ছোঁড়া হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কোন মোবারকবাদ নাই।" (পূর্ব সূত্র)

১৩। ভাবাবেগ পূর্ণ আন্দোলনের লজ্জাস্কর পরিণতি

'মুসলমানানে হিন্দ কি হায়াতে সিয়াসি' (ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবন) নামে একটি পুস্তক আছে। উহাতে মোহাম্মদ মির্যা দেহলবী সাহেব এই আন্দোলনের ব্যর্থতায় আক্ষেপ করিয়া লিখেন :—

'ইহা হিন্দদের প্রোগ্রাম ছিল' ..... (বিগতকালে যখন আহমদীয়া জামা'ত তোমাদিগকে এই কথা বলিতেছিল যে ইহা হিন্দুদের প্রোগ্রাম, তখনতো তোমরা জামা'তের ইমামকে নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক বলিতেছিলে। ঐ সময়তো তোমরা এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলে না। ঐ সময়তো সত্য কথা বলার দরুন মযলুম আহমদীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ঐ তুফান যখন অতিক্রম করিয়া গেল তখন তোমরাই এই কথা লিখিতে আরম্ভ করিলে যে, ইহাতো হিন্দুদের প্রোগ্রাম ছিল—গ্রন্থকার)।

"হিন্দুরাই ইহার নেতৃত্ব দিয়াছিল। এই আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা হিন্দুদের ক্রীড়নক ও হাতিয়ার হওয়ার চাইতে

অধিক কিছু ছিল না। তাহারা ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদিগকে কাজে লাগাইয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের প্রয়োজন ছিল এবং ঐ সময় আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিল যখন তাহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল।"

মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক তাঁহার পুস্তক 'সের গুজাস্ত' —আন্দোলনের পরিণতি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"

"মানবীয় ভাবাবেগ এক অদ্ভুত বস্তু। এই নিষ্ঠাবান ও আবেগপ্রবণ মুসলমানরা কতই না আবেগ-উচ্ছাসের সহিত একটি ধর্মীয় নির্দেশ আমল করিতে গিয়া নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিতেছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন আমীর আমানুল্লাহ খানের সরকার এই বীর বাহিনীকে আফগানিস্তানে পুনর্বাসিত করিতে অপারগ হইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল তখন মুহাজিরের এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভগ্ন হৃদয়ে চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল। অতএব, একটি তাৎক্ষণিক আবেগের উপর ভিত্তি করিয়া যে আন্দোলনটি আরম্ভ হইয়াছিল, উহার পরিণতি হইল অত্যন্ত লজ্জাস্কর।"

(সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১১৬)

১৪। শত্রু ও মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে মুসলমানগণ অসমর্থ

অতএব মুসলমানদের এই অদ্ভুত অবস্থা যে, কংগ্রেসী মোল্লাদের দ্বারা বার বার পর্যুদস্ত হইয়াও তাহারা শত্রু ও

মিত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে এই সকল মোল্লাদের তরফ হইতে বার বার মিথ্যা কথা বলা হইতেছে এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আহমদীয়া জামা'তের খেদমত-জামা'তের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সময়োচিত নেতৃত্ব এবং জামা'তের বন্ধুত্বের হাত হইতে এই মোল্লারা মুসলিম জনসাধারণকে সদাসর্বদা বঞ্চিত করার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ খেলাফত আন্দোলনেরও ঐ পরিণতিই হইয়াছিল যে, ব্যাপারে আহমদীয়া জামা'ত তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। যেমন আমি বর্ণনা করিয়াছি এই সকল আলেমের মিথ্যা আশ্বাসবাণীপ্রাপ্ত কাফেলা ভারতবর্ষ হইতে এইরূপ অবস্থায় যাত্রা করিল যে, তাহারা সারা জীবনের উপার্জন বিসর্জন দিল বিষয়-সম্পত্তি নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিল, বা হিন্দুদের নিকট এইভাবে আমানতস্বরূপ রাখিল, যাহা তাহারা আর কখনো ফিরিয়া পায় নাই। তাহারা যে পাথেয় সঙ্গে লইয়া আফগানিস্তানে রওয়ানা হইয়াছিল, উহার সম্বন্ধে ইতিহাসবিদগণ লিখেন যে, আফগানিস্তান হইতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করার সময় আফগান গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের উপর অতর্কিত হামলা করিয়া তাহাদের নিকট যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুট-তরাজ করিয়া লইল। তাহাদের মধ্যে ভয়ানক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিল। কিছু লোক অনাহারে মারা গেল। কিছু লোক নিজেদের মালপত্র রক্ষা করিতে গিয়া মারা গেল। অবশেষে

অশেষ বেদনাদায়ক অবস্থায় মুসলমানদের কাফেলা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ লোকও ছিল, যাহারা স্বদেশে বড়ই সুখ-সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু তাহারা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রে এমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিল যে তাহাদের জীবিকা অর্জনের আর কোন পথও রহিল না।

ইহা ছিল মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল আলেম সমাজ (?) যাহাদের এই পরামর্শ ছিল এবং পরামর্শের পরিণাম এইরূপ। নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, অপর পক্ষে ইসলাম ও মাতৃভূমির "বিশ্বাস ঘাতক" (?) আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত লোকেরা তাহাদিগকে আন্তরিক সদুপথেশ ও সহানুভূতিপূর্ণ যে পরামর্শ দিয়াছিল উহাকে উপেক্ষা করিয়া মুসলমানেরা লজ্জাস্কর পরিণতি ভোগ করিল। আজও মিথ্যাচার ও ধোকা-বাজীর ঐ একই আওয়ায পাকিস্তানে উত্থিত হইতেছে, যাহা বিগত দিনে অসহযোগ আন্দোলনের আকারে ধ্বনিত হইয়াছিল এবং নিতান্ত লজ্জাস্কর পরিণতিতে পৌঁছিয়া যাহার অবসান হইয়াছিল।

১৫। শুদ্ধি আন্দোলন ও উহার পটভূমি

এখন আমি শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। যখন ভারতবর্ষে শুদ্ধি আন্দোলনের দরুন ইসলামের উপর মারাত্মক

বিপদ আপতিত হইয়াছিল তখন আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা কি ছিল এবং আহরারী মোল্লাদের ভূমিকা কি ছিল যাহাদিগকে দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ পাকিস্তানে বিজয়ীর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে, কাহারা ইসলামের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিশীল এবং কাহারা মিথ্যাবাদী ছিল, কাহারা ইসলামের প্রতি মায়ের মত দরদ রাখিত এবং কাহারা কুটনী বুড়ীর মত কথা বানাইয়া বলিতেছিল। শুদ্ধি আন্দোলন কি ছিল? ইহা ছিল এই যে—ভারবর্ষের এইরূপ একটি এলাকা যাহা আগ্রা অঞ্চলে মালকানা নামে কথিত। সেখানে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এবং ইহার কিছুকাল পূর্বে ও পরে হিন্দুরা এই আন্দোলন শুরু করিল যে, যেহেতু এখানকার সকল মুসলমান পূর্বে হিন্দু ছিল, কাজেই তাহাদিগকে স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আন্দোলনটি সঙ্গোপনে অনেক দিন যাবৎ চলিতেছিল এবং দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত মুসলমানেরা ইহার কোন খবরই জানিত না। যখন ইহার খবর পত্র-পত্রিকায় প্রথম বারের মত ছাপানো হইল এবং কোন কোন গরীব মুসলমানের পক্ষ হইতে দেওবন্দ ও দারুন নদ্‌ওয়াকে (লক্ষ্ণৌ) সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান হইল। তখন একটি হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গেল এবং সর্বত্র রব উঠিয়া গেল যে, হিন্দুদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে এবং মুসলমানদিগকে ইসলামে কায়েম রাখার জন্য একটি জিহাদ শুরু করিয়া দিতে হইবে। ফলে তখন কাদিয়ানে উহার

প্রতিক্রিয়ায় যে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল, উহা ছিল এক মহান কার্যক্রম। কাদিয়ানে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ হইতে এইরূপ একটি মযবুত ও শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করিয়া দেওয়া হইল যে, শুদ্ধি আন্দোলনের গতিই পালটাইয়া গেল এবং হিন্দুদের নতজানু হইতে বাধ্য করিল।

এই ব্যাপারে অন্যান্যদের দ্বারা যে সকল আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল, বিশেষভাবে শুদ্ধির নামে আহরাররা যে আন্দোলন চালাইয়াছিল, উহার কি পরিণতি হইয়াছিল এবং আহরাররা এই আন্দোলনে কি কীর্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, এই বিষয়ে অ-আহমদী মুসলমান এবং হিন্দুদের পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতির আলোকে উহার বিবরণ দিতে চাই।

১৬। হিন্দুদের উদ্দেশ্য ও মতলব

আহমদীয়া জামা'ত ও তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলার পূর্বে আমি হিন্দুদের উদ্দেশ্য ও মতলব তাহাদের নিজেদের ভাষায় বর্ণনা করা জরুরী মনে করি। কার্যতঃ দিল্লী হইতে প্রকাশিত হিন্দুদের একটি খ্যাতনামা পত্রিকা "তেজ" বড়ই দৃঢ়তার সহিত এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে :—

"হিন্দু-মুসলিম ঐক্য শুদ্ধি ব্যতীত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ তাহারা বলিতেছে, হিন্দু মুসলিম একতা কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব? ইহার জন্য একটি পথই খোলা আছে এবং তাহা হইল এই যে, সকল মুসলমানকে হিন্দু হইয়া যাইতে হইবে। একতার জন্য ইহার চাইতে উত্তম আর কোন পথ নাই—গ্রন্থকার।

"যখন সকল মুসলমান শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়া হিন্দু হইয়া যাইবে, তখন চতুর্দিকে কেবল হিন্দু আর হিন্দুই দৃষ্টিগোচর হইবে। (ইহা একটি সম্মেলনের রিপোর্ট এবং পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, এই সময় খুব তালি বাজান হইয়াছিল) তখন পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাদিগকে স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা দিতে পারিবে না। শুদ্ধির জন্য যদি আমাদিগকে কঠিন হইতে কঠিনতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তবুও এই আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে।" (দৈনিক তেজ, দিল্লী, ২০শে মার্চ, ১৯২৩ খৃঃ)

অতঃপর "প্রতাপ" নামক পত্রিকা নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিতেছে ঃ—

"আগ্রার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাজপুতদিগকে দ্রুতগতিতে শুদ্ধ করা হইতেছে। এ যাবৎ চল্লিশ হাজার তিনশত মুসলমান রাজপুত মালকানী, গুজরাটী এবং জাঠ হিন্দু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ লোক ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট লক্ষের কম নহে। হিন্দু সমাজ যদি ইহাদিগকে নিজেদের মধ্যে আত্মীকরণের কাজ চালু রাখে, তাহা হইলে

ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নাই যে ইহাদের সংখ্যা এক কোটিতে পেঁৗছিয়া যাইবে।

১৭। সঙ্কটময় মুহূর্তে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের ঘোষণা

ইসলামের উপর এই ভয়াবহ হামলাটিই করা হইয়াছিল। ঐ সময় কাহাদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহারা কে ছিল, যাহারা নিজেদের যথাসর্বস্ব মুহাম্মাদ মুস্তাফা সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথে কুরবান করিয়া দিয়া জিহাদের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল? তাহারা কি আহরার ও তাহাদের দোসররা ছিল, নাকি তাহারা আহমদীয়া জামা'তের সদস্য ছিল? আসুন, আমরা ইতিহাসের দর্পণে দেখি যে, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের ঐ সঙ্কটময় ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইসলামের প্রতিনিধিত্বের কর্তব্য কাহারা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ সময় যখন হিন্দুরা একটি এলাকায় মুসলমানদিগকে হিন্দু বানানোর বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছিল, তখন কাদিয়ান হইতেই উহার বিরুদ্ধে উচ্চকিত আওয়ায উত্থিত হইয়াছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) (ইনি বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের তদানীন্তন খলীফা ছিলেন—অনুবাদক) ৯ই মার্চ, ১৯২৩ সালে এই ঘোষণা করেন :—

"এই সময় জরুরী ভিত্তিতে আমাদের দেড় শত লোকের প্রয়োজন যাহারা এই এলাকায় কাজ করিবে। এই দেড় শত লোকের প্রত্যেককে আপাততঃ তিন মাসের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আমরা তাহাদিগকে খরচ করার জন্য এক পয়সাও দেব না। তাহাদের নিজেদের ও নিজ পরিবারবর্গের ব্যয় তাহাদের নিজদিগকেই বহন করিতে হইবে। যাহারা চাকুরীরত আছে, তাহারা নিজেদের ছুটির ব্যবস্থা নিজেরাই করিবে এবং যাহারা চাকুরীজীবি নয় বরং নিজেদের ব্যক্তিগত পেশায় নিয়োজিত আছে, তাহারা উহা হইতে ফুরসত বাহির করিবে এবং আমাদের নিকট আবেদন পত্রে উল্লেখ করিবে যে, তাহারা চারটি ত্রৈমাসের মধ্যে কোন্ তিন মাস কাজ করিতে প্রস্তুত আছে?

অর্থাৎ কমপক্ষে এক বৎসরের প্রোগ্রাম জরুরী ভিত্তিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম তিন মাসের জন্য দেড় শত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। অতঃপর পরবর্তী তিন মাসের জন্য আরো দেড় শত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ—

"এই পরিকল্পনার অধীনে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের প্রত্যেককে নিজের কাজ নিজেকেই করিতে হইবে। যদি তাহাদের নিজেদের রান্না করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাও

করিবে। যদি তাহাদেরকে জঙ্গলে ঘুমাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা জঙ্গলেই ঘুমাইবে। যাহারা এই পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে, তাহারা আসুক। তাহাদের নিজেদের ইজ্জত ও ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা বিসর্জন দিতে হইবে।

(আল্ ফযল, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩ খৃঃ)

১৮। ইমামের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত 'লাব্বায়েক' (আমি উপস্থিত)

আহ্‌মদীয়া জামা'ত নিজেদের ইমামের আহ্বানে যে স্বতঃস্ফূর্ত লাব্বায়েক বলিয়াছিল, উহা এইরূপ আশ্চর্যজনক যে, কুরবানকারী জামা'ত ও জাতিসমূহের মধ্যে চিরকালের জন্য ইহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইতিহাসে ইহা এইরূপ একটি ঘটনা, যাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কি বৃদ্ধ—কি যুবক, কি পুরুষ—কি নারী, কি শিশু—কি বালক, কি ধনী—কি গরীব, বস্তুতঃ সকলেই এই পথে এইরূপ মহান কুরবানী পেশ করিয়াছিল যে, এই সকল ঘটনাবলী সম্বন্ধে শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে। দীর্ঘ সময় লাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় আমি কেবলমাত্র দুই একটি ঘটনা নমুনা-স্বরূপ উপস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব :—

একজন আহ্‌মদী মহিলা লিখেন যে, "হুযূর আমি কেবলমাত্র কুরআন মজীদ পড়তে পারি ও সামান্য উর্দু জানি। আমি আমার পুত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, মুসলমানেরা ধর্মত্যাগী হইতেছে এবং হুযূর সেখানে যাওয়ার জন্য আদেশ দান করিয়াছেন। আমাকেও যদি আদেশ দান করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি প্রস্তুত হইয়া যাইব এবং মোটেই বিলম্ব করিব না। খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমি সর্বপ্রকারের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি।" ছোট ছোট মেয়েরা, যাহাদের অন্য কিছু ছিল না, তাহারা নিজেদের কানফুলও খুলিয়া পেশ করিল, দরিদ্র স্ত্রী-লোকেরা, যাহাদের জীবিকার উপায় ছিল একটি মাত্র ছাগল, তাহারা ছাগল আনিয়া হাযির করিল। ঐ সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যাহারা আহ্‌মদীয়া জামা'তের বৃত্তির উপর জীবিকা নির্বাহ করিত এবং উক্ত বৃত্তির অর্থ হইতে টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল (ঐ যুগে দুই টাকা মস্ত ব্যাপার ছিল) এবং দীর্ঘ সময়ে এই দুই টাকা জমাইয়াছিল তাহারা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর নিকট এই দুই টাকা পেশ করিতে আসিয়া বলিল যে, আমার মাথায় যে দোপাট্‌টা রহিয়াছে তাহাও জামা'তের দেওয়া, আমার এই কাপড়ও জামা'তের বৃত্তি হইতে ক্রয় করিয়াছি, আমার জুতাও জামা'ত দিয়াছে, আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই, আমি কি পেশ করিব? হুযূর আমার নিকট মাত্র দুই টাকা আছে। জামা'তের বৃত্তির অর্থ হইতে আমি নিজের কোন প্রয়োজনের জন্য

ইহা জমা করিয়াছিলাম। আমি ইহা পেশ করিতেছি, যাহাতে কোন না কোন ভাবে অত্যাচারী শুদ্ধি আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়।" (কারযারে শুদ্ধি, পৃষ্ঠা ৪৬)

১৯। দৃষ্টান্তবিহীন কুরবানীর দৃশ্য

ইহাই ছিল কুরবানীর আবেগ যাহার প্রকাশ আহ্‌মদীয়া জামা'ত ঘটাইয়াছে। শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে উত্থিত জনরবে জামা'ত যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণে সব কিছু কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। যেমন একজন বাঙ্গালী বন্ধু হুযূরের খেদমতে চিঠি লিখেন। তাঁহার নাম ছিল ক্বারী নঈম উদ্দিন সাহেব। তিনি একজন বৃদ্ধ পিতা হিসাবে হুযূরের নিকট আবেদন করেন ঃ—

"যদিও বি, এ, ক্লাশের ছাত্র আমার পুত্র মৌলবী যিল্লুর রহমান সাহেব এবং মতিয়ুর রহমান সাহেব আমাকে বলে নাই, তথাপি আমি অনুমান করিতেছি যে, রাজস্থানে যাইয়া তবলীগ করার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার জন্য হুযূর গতকাল যে ঘোষণা করিয়াছেন এবং যে অবস্থায় সেখানে থাকার শর্তাবলী আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে সম্ভবতঃ এই কথা উদয় হইয়া থাকিবে যে, যদি তাহারা নিজদিগকে স্বেচ্ছায় হুযূরের নিকট পেশ করে তাহা হইলে তাহাদের বৃদ্ধ পিতা হিসাবে আমি কষ্ট পাইব। কিন্তু আমি হুযূরের সম্মুখে খোদাতা'লাকে সাক্ষী

রাখিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের যাওয়া ও কষ্ট স্বীকার করার ব্যাপারে আমার মধ্যে সামান্য দুঃখ বা ব্যথার সঞ্চারও হইবে না। আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি যে, যদি তাহারা দুই ভাই খোদার রাস্তায় কাজ করিতে গিয়া মারাও যায়, তবুও ইহাতে আমি এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিব না। বরং আমি খোদাতা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আমার পুত্র কেবল মাত্র দুই জনই নয়। আমার তৃতীয় পুত্র মাহবুবুর রহমান রহিয়াছে। যদি ইসলামের সেবা করিতে গিয়া সেও মারা যায় এবং যদি আমার দশটি পুত্র থাকিত তাহারাও যদি মারা যাইত তবুও আমি দুঃখ করিতাম না। সম্ভবতঃ কাহারো কাহারো এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, পুত্রদের কষ্টে আনন্দিত হওয়া কোন তাজ্জব ব্যাপার নয়, কেননা কোন কোন লোকের এইরূপ মানসিক অস্থিরতা থাকে যে, তাহারা নিজেদের আপন-জনের মৃত্যুতেও হাসিতে থাকে। কিন্তু আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছি যে, যদি আমিও খোদার রাস্তায় মারা যাই, তাহা হইলে ইহা আমার জন্য প্রকৃত আনন্দের কারণ হইবে।"

(আল-ফযল, ১৫ই মার্চ, ১৯২৩ খৃঃ)

২০। স্বভাব ও প্রকৃতরূপ কখনো বদলায় না

ইহারা (অর্থাৎ আহমদীরা—অনুবাদক) ছিল ইসলাম ও মাতৃভূমির "বিশ্বাসঘাতক" যাহারা বিগত দিনেও এই ধরনের

"বিশ্বাসঘাতক" ছিল এবং আজও এই ধরনের "বিশ্বাসঘাতক"-ই রহিয়াছে। তাহাদের স্বভাব বদলায় নাই। তোমাদের তলোয়ার তাহাদের স্বভাব বদলাইতে পারে না, তোমাদের বর্শা তাহাদের স্বভাব বদলাইতে পারে না এবং তোমাদের তীক্ষ্ণ-ধার ভাষা যাহা দিনরাত আহমদীদের হৃদয়ে ছুরির মত বিঁধিতেছে, উহাও তাহাদের স্বভাব বদলাইতে পারে না। যে ধরনের "বিশ্বাস ঘাতকতা" আমরা বিগত দিনে করিতেছিলাম আজও আমরা ঐ একই ধরনের "বিশ্বাসঘাতকতা" করিব এবং তোমরা বিগত দিনে যে ধরনের "ইসলামের সেবা" করিতেছিলে, আজও তোমরা ঐরূপ "সেবাই" করিতেছ। এই দুইয়ের আচরণের কোন পার্থক্য ঘটে নাই।

২১। আহমদীরা শুদ্ধি আন্দোলনের মোড় ফিরাইয়া দিল

প্রশ্ন হইল এই যে, এই ধর্মীয় যুদ্ধ কি ছিল এবং এই যুদ্ধ কাহাদের পক্ষ হইতে হিন্দু জাতির জন্য বিপদ রূপে দেখা দিয়াছিল এবং কাহারা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত শুদ্ধি আন্দোলনের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিল এই ব্যাপারে তাহাদের মুখ হইতে শুনুন, যাহাদের উপর আঘাত হানা হইতেছিল। হিন্দুদের নামকরা পত্রিকা "তেজ", দিল্লী, যাহা গতকালও বড় বড় ঘোষণা

করিতেছিল যে, কিভাবে হিন্দুরা শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে পঞ্চাশ ষাট লক্ষের পরিবর্তে এক কোটি মুসলমানকে হিন্দু বানাইয়া ফেলিবে, উক্ত পত্রিকা এই কথা লিখিতে বাধ্য হইল :--

"বেদ হইল ঐশী বাণী এবং সর্ব প্রথম ঐশী ধর্মগ্রন্থ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান। কাদিয়ানীরা বলে যে, কুরআন শরীফ খোদার বাণী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হইলেন খাতামান্নাবীঈন। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের এই ফল দাঁড়াইল যে, কোন খৃষ্টান বা মুসলমান এখন ধর্মের খাতিরে আর্য সমাজে প্রবেশ করে না"।

(তেজ পত্রিকা, দিল্লী, ২৫শে জুলাই, ১৯২৭ খৃঃ)

২২। শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিরোধে আহমদীগণ ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই

দেখুন উপরোক্ত পত্রিকা জিহাদের ময়দানে ইসলামের পক্ষ হইতে কাদিয়ানীদিগকে ছাড়া অন্য কোন যোদ্ধাকে দেখে নাই। ঐ সময় এই আহারারী যোদ্ধারা কোথায় ছিল—যখন হিন্দুদের পক্ষ হইতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তোড়জোড়ের সহিত শুদ্ধি আন্দোলন চালানো হইতেছিল। ঐ সময় এই ময়দানে কেবল আহ্‌মদীরাই ছিল। তাহারা এই আন্দোলনের দিক পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। এই "তেজ" পত্রিকা আরও লিখে :—

আমার ধারণানুযায়ী সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে সব চাইতে অধিক বস্তুনিষ্ঠ ফলপ্রসূ এবং অবিরাম গতিতে কার্য সম্পাদনকারী জামা'ত হইল আহমদীয়া জামা'ত এবং আমি সত্য-সত্যই বলিতেছি যে, আমরা ইহাদের প্রতি সব চাইতে বেশী উদাসীন এবং আজ পর্যন্ত আমরা এই বিপজ্জনক জামা'তকে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই।

(তেজ পত্রিকা, দিল্লী; ২৫শে জুলাই, ১৯২৭ খৃঃ)

২৩। নির্লজ্জতার একশেষ

এখন দেখুন, ঐ যুগে হিন্দুরা তো থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল, যখন তাহারাই কোটি কোটি লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের লোক সংখ্যা আজিকার তুলনায় খুবই অল্প ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে আহরারী মৌলবী এবং পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের পক্ষ হইতে আহমদীয়া জামা'তকে কখনো হিন্দুদের এজেন্ট এবং কখনো খৃষ্টানদের এজেন্ট বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় এবং কখনো ইহুদীদের তল্পীবাহকরূপেও আখ্যায়িত করা হয়। কিছুতো খোদার ভয় কর! মিথ্যা কথা বলার তো কোন একটা সীমা থাকা উচিত!

"হিন্দু ধরম আওর ইসলাহী তাহরীক" (হিন্দু ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলন সমূহ) নামে একটি পুস্তক আছে। ইহার রচয়িতা লিখেন :—

"আর্য সমাজ শুদ্ধি অর্থাৎ অপবিত্রকে পবিত্র করার এক পদ্ধতি চালু করিয়াছে (মুসলমানদিগকে হিন্দু বানাইয়া নেওয়া —গ্রন্থকার)। এইরূপ করার দরুন আর্য সমাজের সহিত মুসলমানদের একটি তবলিগী দল অর্থাৎ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল।"

ঐ সময় কি করিতেছিল ইসলামের এই ধ্বজাধারীরা, বিশ্বস্ত লোকেরা এবং জীবন উৎসর্গকারীরা? আহমদীয়া জামা'তের উপর ইসলামের এই ধ্বজাধারীরা দিন রাত অপবাদ দিতেছে যে, তোমরা জিহাদের বিরুদ্ধে ফত্ওয়া দিয়া ইসলামের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছ। প্রশ্ন হইল এই যে, যখন ধর্মের জন্য জিহাদের কার্যকর ময়দান উন্মুক্ত হইল তখন উক্ত ময়দানে দৃঢ়তার সহিত বিচরণকারী কাহারা ছিল। আহমদী সিংহ ছিল, নাকি তোমরা ছিলে, যাহারা আহমদীদের উপর মিথ্যা অপবাদ লাগাইতেছ? এই অভিযানের ময়দানে দুশমনেরা তোমাদের কোন চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। এই অভিযানে যদি তাহারা কাহাকেও দেখিয়া থাকে, তবে তাহারা আহমদীদিগকে দেখিয়াছে। বস্তুতঃ উপরোক্ত পুস্তকের রচয়িতা লিখেন :—

"আর্য সমাজের সহিত মুসলমানদের একটি তবলিগী দল অর্থাৎ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ বাঁধিল। আর্য সমাজ বলিত যে, বেদ হইল ঐশী বাণী সর্বপ্রথম ঐশী ধর্মগ্রন্থ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান। কাদিয়ানীরা বলে যে, কুরআন শরীফ খোদার বাণী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হইলেন খাতামান্নাবীঈন।"

(পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪)

২৪। সত্য যখন প্রকাশিত হইয়া গেল তখন ইহা মানিয়া নাও

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটির শেষাংশ আমি পূর্বেও পড়িয়া শুনাইয়াছি। এই কথা বলার জন্য আমি ইহা পুনরায় পড়িয়াছি যে, কত সুস্পষ্ট বাস্তব সত্য, চোখে চোখ রাখিয়া আজিও এই সকল লোককে সতর্ক করিতেছে যে, তোমরা যাহা কিছু মর্জি বল না কেন, কিন্তু ইসলামের উপর যখনই কোন দুঃসময় নামিয়া আসিবে এবং বিপদের মেঘ ছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিবে তখন একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই রহিয়াছে, যাহারা ইতিপূর্বেও মোকাবেলা করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা ইসলামের প্রতিরক্ষায় সকলের চাইতে অধিক অগ্রসর হইয়া আত্ম-ত্যাগ করিবে।

শুদ্ধি আন্দোলনের ব্যাপারে "আরিয়া পত্রিকা" (আর্য পত্রিকা), বেরেলী, ১লা এপ্রিল, ১৯২৩ সালের সংখ্যায় লিখে :—

"এই সময় মালকানার রাজপুতদিগকে তাহাদের পুরাতন রাজপুত বংশে ফিরিয়া যাইতে বাধাদানকারী যতগুলি ইসলামী আঞ্জুমান এবং জামা'ত কাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাদীয়ানের আহমদীয়া জামা'তের তৎপরতা ও প্রচেষ্টা যথার্থই প্রশংসনীয়।"

গৌরখপুরের 'মাশরেক' পত্রিকাটি একটি মুসলমান পত্রিকা ছিল। সম্ভবতঃ ইহা এখনও আছে, আমার ঠিক স্মরণ নাই। এই পত্রিকা ১৫ই মার্চ, ১৯২৩ সালের সংখ্যায় লিখে :—

"আহমদীয়া জামা'ত উল্লেখযোগ্য রূপে আর্য ধ্যান-ধারণার উপর খুব বড় ধরণের আঘাত হানিয়াছে এবং আহমদীয়া জামা'ত পরোপকার ও দরদের যে উদ্যমে তবলীগ ও প্রচারকার্যে সচেষ্ট রহিয়াছে, তাহা এই যুগে অন্যান্য জামা'তে দৃষ্টিগোচর হয় না।"

২৫। মুসলিম আহমদীয়া জামা'তের ইসলামের জন্য অপূর্ব খেদমত

যাহা হউক, আহমদী জামা'ত শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযান চালাইয়াছিল এবং দেশের পত্র-পত্রিকাসমূহ এই ব্যাপারে বহুল আলোচনা করিয়াছিল। অবশ্য আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্যান্য জামা'ত ময়দানে বাহির হয় নাই। আলেমদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ফিরকা ও দল ময়দানে ছুটাছুটি করিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু শত্রুরা তাহাদের

আঘাত অনুভব করে নাই। তাহাদের পারস্পরিক মতবিরোধও এইরূপ ছিল যে, ময়দানে গিয়াও অধিকাংশ সময় তাহারা নিজেদের ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল। বস্তুতঃ "জমিদার" পত্রিকা ২৪শে জুন, ১৯২৩ সালের সংখ্যায় এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিতে গিয়া লিখে :—

"ধর্মত্যাগ সমস্যাটি সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে পরিস্থিতি অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের অপূর্ব খেদমত করিতেছে।"

এখন যেহেতু শুদ্ধি অভিযানের তৎপরতা খুব তীব্র, কাজেই আহমদীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে, তাহারা ইসলামের খাতিরে জিহাদ করিতেছে এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্যে দেখা যাইতেছে। ধোকা দেওয়ার কোন অবকাশই ছিল না। ইহাই ঐ পত্রিকা, যাহা বিভিন্ন সময় আহমদীদিগকে বার বার ইসলামের গণ্ডির বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু ঐ সময় ইহা আহমদী-দিগকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যদি ইহা এইরূপ না করিত, তাহা হইলে জগদ্বাসী তাহাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিত। বস্তুতঃ উল্লিখিত পত্রিকা লিখে :—

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের অপূর্ব খেদমত করিতেছে। তাহাদের দিক হইতে যে পরোপকারীতা, একাগ্র-

চিত্ততা, পুণ্য-উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যদি বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে দৃষ্টান্তবিহীন নাও হয়, তবু তাহা নিঃসন্দেহে অসাধারণ সম্মান ও প্রশংসার অবশ্যই যোগ্য।"

২৬। ঐতিহাসিক সত্য কখনো মুছিয়া যায় না

এই দেখুন "অমুসলমানদের" (অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা আহ্‌মদীরা যে নামে আখ্যায়িত—অনুবাদক) স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য! কত উত্তম গুণাবলী—পরোপকারীতা, একাগ্রচিত্ততা, পূণ্য-উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। যদি ইহাই অমুসলিম বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে তোমরাও ইহাকে আপন করিয়া নাও। কেননা ইহা জীবনের বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া জাতি জীবিত হয় না। কেন তোমরা হুঁসে আস না? বাস্তবতার দুনিয়ায় কেন তোমরা পদার্পণ কর না? জীবত থাকার রহস্য ও পদ্ধতি কি আমাদের নিকট হইতে শিখিয়া নাও। সুতরাং এই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের যাহারা অধিকারী, তাহাদিগকে দুশমনরাও দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মুসলমান, যাহারা আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণে জীবনপাত করিতেছিল, তাহাদিগকে কি দুশমনেরা দেখিতে পাইতেছিল? না, কখনো না। "জমিদার পত্রিকা" আরও লিখে :—

"যেখানে আমাদের খ্যাতনামা পীর এবং সাজ্জাদনশীন হযরত-গণ বেকার ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, সেখানে এই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আহমদীয়া জামা'ত মহান সেবা সম্পাদন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে।"

এখন এই গোটা ইতিহাসকে বদলাইয়া ফেল। ইহাতো লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘটনাবলীর কলম ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের কলমে লিখিত ভাষায় এই বাস্তব সত্য সত্যায়িত হইয়াছে। এখন হৈ চৈ ও হৈ-হল্লা করিতে থাক। কিন্তু এই ঐতিহাতিক সত্যকে কখনো ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

২৭। আহমদীয়া জামা'তের সেবার প্রকাশ্য স্বীকৃতি

ঝিলামের শেখ গোলাম হোসেন সাহেব একজন অ-আহমদী মুসলমান ছিলেন। সেখানে (অর্থাৎ মালাকানায়—অনুবাদক) বিভিন্ন জামা'তের পক্ষ হইতে যাহারা কাজ করিতেছিল, ইনিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তথা হইতেই 'জমিদার' পত্রিকাকে একটি চিঠি লিখেন। 'জমিদার' পত্রিকা এই চিঠি তাহাদের ২৯শে জুন, ১৯২৩ সালের সংখ্যায় প্রকাশ করে। শেখ গোলাম হোসেন সাহেব "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া লিখেন :—

"কাদিয়ানী আহমদীরা উচ্চ পর্যায়ের পরোপকারীতা প্রদর্শন করিতেছে। তাহাদের প্রায় একশত প্রচারক দলীয় আমীরের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে পরীখায় অবস্থান করিতেছে। এই সকল লোকেরা উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। এই সকল মোবাল্লিগ (প্রচারক) সফর খরচ না লইয়া বিনা বেতনে কাজ করিতেছ। আমরা যদিও আহমদী নই, তথাপি আহমদীদের মহান কাজের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আহমদীয়া জামা'ত মহা পরোপকারের যে প্রমাণ দিয়েছেন, ইহার দৃষ্টান্ত প্রাথমিক যুগের মসলমানগণ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে পাওয়া মুস্কিল।"

হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম যখন বলেন, "সাহাবা (রাঃ) ছে মিলা যব মুঝকো পায়া" (অর্থাৎ যখন আমাকে পাইয়াছে তখন সাহাবা (রাঃ) গণের সহিত মিলিত হইয়াছে—অনুবাদক) তখন মৌলবীরা বড় ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ে এবং বড়ই উত্তেজিত হইয়া বলে যে, এই ব্যক্তি কি কথা বলিয়া দিল? কিন্তু কার্যতঃ তখন ইসলামের প্রতি রক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং ইসলামকে সমর্থন করার সময় আসে তখন তোমরা উপরোক্ত কথাও তোমাদের উপরোক্ত বক্তব্যে রাখিতে বাধ্য হইয়া পড়। খোদার ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের কলম হইতে ঐ কথাগুলিই বাহির করেন যে, হাঁ আহমদীরা হইল ঐ সকল লোক যাহাদিগকে দেখিলে অর্থাৎ তাহাদের

নিঃস্বার্থ সেবা এবং আত্মত্যাগের আবেগ দেখিলে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের কথা স্মরণ হয়। যে সকল অতীতকালের বুযুর্গ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে "প্রাথমিক যুগের মুসলমান" বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শেখ গোলাম হোসেন সাহেব লিখেন ঃ—

"আহমদীয়া জামা'ত যে মহান পরোপকারের প্রমাণ দিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে পাওয়া মুস্কিল। তাহাদের প্রত্যেক প্রচারক কি গরীব, কি ধনী—পথ খরচ ও খাদ্য বাবদ কোন অর্থ না পাইয়া কর্মক্ষেত্রে তৎপর রহিয়াছে। ভয়ংকর গরম 'লু' হাওয়ার মধ্যে তাহারা নিজেদের আমীরের আজ্ঞানুবর্তীতায় কাজ করিতেছে।" (ঝিলাম হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শেখ গোলাম হোসেন সাহেবের বর্ণনা।)

এইরূপ আরো অনেক উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স রহিয়াছে। যেইগুলি বিভিন্ন মুসলিম পত্র-পত্রিকার পক্ষ হইতে বা মুসলমান স্বনামধন্য পুরুষদের তরফ হইতে এই বিষয়ে প্রকাশ্য স্বীকৃতিস্বরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, আহমদীয়া জামা'ত শুদ্ধি আন্দোলনে ইসলামের খেদমতে দায়িত্ব পালন করিয়াছে।

২৮। আহমদীদিগকে বাদ দিয়া সন্ধির কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই

কিন্তু আহমদীয়া জামাতের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে ঐ দাম্ভিক আর্য সমাজী নেতৃবৃন্দ, যাহারা সর্বদা মুসলমানদের সহিত

এই ব্যাপারে কথা বলিতেও ঘৃণাবোধ করিত এবং ইসলামের উপর একতরফা হামলা করিতেছিল, যখন তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল, তখন তাহারা বুঝিল যে এখন সন্ধি করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বস্তুতঃ সন্ধির জন্য তাহারা যে কনফারেন্স ডাকিয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন ফেরকার শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যখন একত্রিত হইলেন তখন এক অদ্ভুত মজার ব্যাপার ঘটিল যে, এই সম্মেলনে আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত অন্য সব ফিরকাকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। যদি ইহাতে কাহারো নাম না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে একমাত্র আহমদীয়া জামা'তেরই নাম ছিল না। বস্তুতঃ হিন্দু এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দ যখন সন্ধির শর্তাবলী প্রণয়ন করার জন্য একটি সভাকক্ষে সমবেত হইলেন তখন হিন্দুরা আহমদীদির কোন প্রতিনিধি দেখিতে না পাইয়া মুসলমান নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? যোদ্ধারা সভাকক্ষের বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে। তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমরা কি করিব? তোমরাতো হইলে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা মালকানার ময়দানে দেখিতে পাই নাই। যাহাদিগকে আমরা ভয় করি এবং যাহাদের তরফ হইতে আমাদের উপর আক্রমণ করার আশংকা রহিয়াছে, তাহারাতো স্বাধীন থাকিবে। বস্তুতঃ তৎক্ষণাৎ কনফারেন্স স্থগিত করিয়া দেওয়া হইল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর খেদমতে কাদিয়ানে টেলিগ্রাম যোগে ক্ষমা

প্রার্থনা করা হইল এবং আবেদন করা হইল যে, অতি সত্বর আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করুন। ইহা ব্যতীত এই কনফারেন্স সফল হইতে পারে না।

ইসলামের এই ইতিহাস চিরকালের জন্য রচিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতো এখন মুছিবে না এবং ইহাকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। কোন যুগ-একনায়ক এই শক্তি রাখে না যে, সে এই লিপিবদ্ধ ইতিহাস এবং খোদার বিধানকে বদলাইয়া দিতে পারে। ইহা খোদার শক্তির এইরূপ অমোঘ বিধান, যাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি সেনাবাহিনীতো দূরের কথা, সমগ্র বিশ্বের সকল সামরিক শক্তি একত্রিত হইলেও এই লিপিবদ্ধ ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কেননা ইহা ধরা পৃষ্ঠে চিরকালের জন্য অংকিত হইয়া গিয়াছে।

২৯। আহ্‌মদীয়া জামা'তের মহান ভূমিকা

ইহাই হইল আহ্‌মদীয়া জামা'তের ভূমিকা। এই ভূমিকা বিগত দিনেও এইরূপ ছিল। আজিও এইরূপই রহিয়াছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও এইরূপই থাকিবে। হে বিরুদ্ধবাদীরা! তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যত দুশমনী করিতে চাও, করিতে থাক এবং অকৃতজ্ঞতার যত প্রমাণ দিতে চাও, দিতে থাক।

কিন্তু যে খোদার শক্তিমান মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই খোদার কসম খাইয়া আমি বলিতেছি যে, আগামীতে তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হইবে, তাহাতেও আহ্‌মদীয়া জামা'ত প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান হইবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত সকল তীর নিজেদের বক্ষে ধারণ করিবে। আমাদের চাইতে অধিক বিশ্বস্ত ইসলামের আর কোন সেবক নাই, মুসলমান জাতির জন্য আমাদের চাইতে অধিক কোন দরদী নাই। আমাদের চাইতে অধিক মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রতি আত্মবিলীনকারী আর কোন প্রেমিক নাই। অতীতও তোমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দিয়াছে, কিন্তু তোমরা প্রতিবারই তাহা ভুলিয়া থাক এবং আগামীতে আসন্ন দুঃসময়ও তোমাদিগকে এইরূপই বলিবে। আফসোস! যদি তোমাদের চক্ষু খুলিত এবং তোমরা দেখিতে পাইতে যে, কে তোমাদের বন্ধু এবং কে তোমাদের দুশমন।

পাকিস্তান ও কলেমাকে নিচিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্র

১। একটি কুরআনী সতর্কবাণী

সূরা ইব্রাহীমে আল্লাহতা'লা বলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ! তুমি লোকদিগকে এই দিনের আযাব সম্বন্ধে সতর্ক কর বা এই দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যেদিন একটি আযাব আসিবে। যে সকল লোক যুলুম করিয়াছে তাহারা নিজেদের প্রভুর দরবারে এই নিবেদন করিবে যে, হে আমাদের আল্লাহ্ ! এই নির্ধারিত সময়কে বা এই নির্ধারিত আযাবকে কিছু সময়ের জন্য পিছাইয়া দাও। এর মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই তোমার আহ্বান গ্রহণ করিব এবং রসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি ঐ সকল লোক নও, যাহারা ইহার পূর্বে কসমের পর কসম করিত যে তোমাদের জন্য কোন পতন নাই ?

অতঃপর আল্লাহতা'লা বলেন, তোমরা ঐ সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছিল। তোমাদের নিকট ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা তোমাদের নিকট ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করিয়াছি। কিন্তু আফসোস !

এই সকল লোক নিজেদের তদবীর ও কৌশলকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের তদবীর ও কৌশলের সকল দিক সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন এবং তাহাদের সকল তদবীর ও কৌশলের জবাবও তাঁহার নিকট রহিয়াছে, এমনকি যদি তাহাদের নিকট তাহাদের তদবীর ও কৌশল এমনটিও হয় যে, উহা পর্বতকেও নিজ জায়গা হইতে হিলাইয়া দিতে পারে। তুমি কখনো এই ধারণা করিও না যে আল্লাহ নিজ রসূলগণের সহিত যে অঙ্গীকার করেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করেন এবং ওয়াদা বিরোধী কাজ করেন। নিশ্চয় আল্লাহতা'লা অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। যে দিন পৃথিবীকে অন্য একটি পৃথিবীতে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং আকাশকেও পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা এক ও অদ্বিতীয় এবং শাস্তিদাতা আল্লাহ্‌র দরবারে বাহির হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, ঐ দিন তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে যে তাহারা শিকলাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদের জামা কাপড় আলকাতরা দ্বারা বানানো হইবে এবং তুমি তাহাদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন দেখিবে, যাহাতে আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী। ইহা লোকদের জন্য পয়গাম, যাহাতে ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে সতর্ক করা হয় এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে আল্লাহ হইলেন "ইলাহু ওয়াহেদুন" (আল্লাহ্‌ই উপাস্য, তিনি এক ও

অদ্বিতীয়) এবং জ্ঞানীদের কথা হইতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

কিন্তু আমি যে কথাগুলি বলিব, তাহার একটি অংশ কার্যতঃ আল্লাহতা'য়ালার কথারই ব্যাখ্যা এবং ইহা অনুধাবণ করা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য কোন মুস্কিল ব্যাপার হইবে না।

২। প্রথম সারির আত্মত্যাগীগণ

পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রে আহমদীয়া জামা'তকে ইসলাম এবং মুসলিম দেশগুলির জন্য বিশ্বাসঘাতক জামা'তরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে দুইটি অংশ রহিয়াছে। একটি হইল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাস এবং অন্যটি হইল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের ইতিহাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আমি পূর্বে নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং কয়েকটি ঘটনা এখন উপস্থাপন করিতেছি। প্রকৃত সত্য এই যে, যখনই পাক-ভারত উপ-মহাদেশে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হইয়াছে বা কোনভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের মনঃকষ্ট হইয়াছে, তখন খোদাতা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত ঐ সকল অসুবিধা দূর করার জন্য এবং নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্যার্থে প্রথম সারির আত্মত্যাগীগণের মধ্যে ছিল। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় যে সকল জিহাদ ও

সংগ্রাম শুরু হইতে থাকে, ঐগুলির জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রাপ্য এবং তাহারাই এই সকল জিহাদের পতাকা-বাহী ছিল। অবশ্য অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও ঐগুলিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আহমদীয়া জামা'তের সহিত সহ-যোগিতা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মহান আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের কল্যাণের জন্য বিগত যুগগুলিতে পাক-ভারত উপ-মহাদেশে চালানো হইয়াছিল, ঐ গুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং অধিক হইতে অধিকতর সেবার সুযোগ আল্লাহ্‌তা'লার দয়া ও কৃপায় আহ্‌মদীয়া জামা'ত লাভ করিতে থাকে। ভারতবর্ষে যে বৎসরগুলিতে বিশেষভাবে মুসলমানদের মনঃকষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, ঐগুলির মধ্যে ১৯২৭ সাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত সালে বিশ্ব-নিন্দিত "রঙ্গীলা রসূল" পুস্তকটি লিখা হইয়াছিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বার উপর এতখানি ভয়ংকর ও ঘৃণ্য আক্রমণ করা হইয়াছিল যে, উহা মনে হইলে মুসলমানদের রক্ত টগবগ করিয়া উঠে। কিন্তু এই বেদনার উপশম হইতে না হইতেই এবং পুস্তকের লেখক রাজপালের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন অব-স্থাতেই "বর্তমান" নামক অন্য একটি আর্য পত্রিকায় একজন হিন্দু রমণী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে এইরূপ একটি অপবিত্র প্রবন্ধ লিখিল যে, কোন বিবেকবান মানুষও ইহা পড়িতে পারে না। মুসলমানতো মুসলমান, অন্য কেহও যদি ইহা

পড়ে, সেও হতবাক হইয়া যাইবে যে, এ কিরূপ অসৎ ও পাপিষ্ঠা রমণী, যাহার কলম হইতে এইরূপ নোংরা কথা একজন ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে বাহির হইতেছে। একটি সাধারণ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের উক্তি করিতে পারে না। কিন্তু আদম সন্তানদের সেরা ব্যক্তি, যিনি সকল পবিত্র ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতম ছিলেন, যিনি সকল সৈয়্যদের মধ্যে সব চাইতে বড় সৈয়্যদ ছিলেন, যিনি সকল নেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, যাঁহার খাতিরে নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যিনি কেবলমাত্র নিজেই পবিত্র ছিলেন না, বরং অন্যদেরকে পবিত্র করিয়াছিলেন, যিনি পবিত্রই ছিলেন না. বরং পবিত্রকারীও ছিলেন এবং যাঁহার বরকত ও আশিষে নবীগণকে পবিত্র করা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অপবিত্র আক্রমণ করা হইয়াছিল যে, আমার কলমেরও শক্তি নাই যে এই আক্রমণের বিবরণ দিতে পারি। এই সময় এই শত্রুতামূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই ব্যাপারে মুসলমানদিগকে যে মহান জিহাদ ও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, উহার কৃতিত্ব কি কংগ্রেসী আলেমদের বা মওদুদীপন্থী আলেমদের প্রাপ্য? না, তাহা কখনও নয়। আহ্‌মদীয়া জামা'তকে আল্লাহ্‌তা'লা এই সামর্থ দান করিয়াছিলেন যে, তাহারা কেবলমাত্র এই মহান সংগ্রাম ও জিহাদে অসাধারণভাবে অংশ গ্রহণ করে নাই. বরং ইহার পূর্ণ কৃতিত্বের সৌভাগ্য তাহাদেরই হইয়াছিল। বিষয়টি দীর্ঘায়িত হইয়া যাওয়ার ভয়ে

আমি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের একটি মুসলমান পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছি এবং অনুরূপভাবে আমি আপনাদের সম্মুখে দুইটি হিন্দু পত্রিকার উদ্ধৃতিও রাখিতেছি। ইহাতে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইসলাম জাহানের এই বেদনাদায়ক মুহূর্তে সব চাইতে বেশী বেদনা কোন্ জামা'ত অনুভব করিয়াছিল এবং কাহাদের নেতা অসাধারণ কঠোরতা সহিত পালটা আক্রমণ হানিয়াছিল।

৩। মুসলমানদের উপর আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইহসানসমূহ

গোরখপুরের "মাশরেক" পত্রিকা উহার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালের সংখ্যায় লিখে: "আহমদীয়া জামা'তের মাননীয় ইমামের উপকার ও দয়া সকল মুসলমানের উপর রহিয়াছে।"

(বর্তমান যুগে যাহারা ইহার মূল্য বুঝে না, তাহারা যদি এই সকল কথা ভুলিয়া যায় তাহা হইলে ইহা তাহাদের মর্জি। কিন্তু গোরখপুরের "মাশরেক" পত্রিকা লিখে যে, মুসলমানদের উপরতো নিশ্চয় ইহসান রহিয়াছে। যাহারা মুসলমানীত্বের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়, ইহা তাহাদের মর্জি যে, বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এই সকল ইহসান মুসলমানদের

উপর ইহসানরূপেই বলবৎ থাকিবে)—উল্লেখিত পত্রিকা লিখে ঃ—

"তাঁরই নির্দেশে 'বর্তমান' পত্রিকার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হইয়াছিল ! তাঁহারই জামা'ত 'রঙ্গীলা রসূল'-এর ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা জেলখানায় যাইতেও ভয় পায় নাই। তাঁহারই প্যাম্ফলেট মাননীয় গভর্ণর সাহেব বাহাদুরকে ন্যায় বিচারের দিকে ধাবিত করে। তাঁহার প্যাম্ফলেট বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এই পোষ্টার এই জন্য বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, যাহাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায়। অতঃপর ন্যায়-নিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইহার প্রতিকার করা হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষে মুসলমানদের যত ফিরকা রহিয়াছে তাহাদের সব কয়টি ফিরকা কোন না কোন কারণে ইংরেজ বা হিন্দু বা অন্যান্য জাতির সম্মুখে ভীত রহিয়াছে।"

(ইহা আপনাদের স্বাধীন সংবাদ পত্রের গতকালের কথা যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়-নীতির কিছুটা বালাই ছিল, যাহারা ইতিহাস মুছিয়া ফেলায় বিশ্বাসী ছিলেন না এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলার সাহস রাখিতেন—তাহারা এই কথা বলিতেছিলেন)। উল্লেখিত পত্রিকা আরও লিখে ঃ—

"মুসলমানদের সব কয়টি ফিরকা কোন না কোন কারণে ইংরেজ বা হিন্দু বা অন্যান্য জাতির সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত রহিয়াছে !

কেবলমাত্র আহ্‌মদীয়া জামা'তই রহিয়াছে, যাহারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় কোন ব্যক্তি বা জামা'তের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত নহে এবং তাহারা অকৃত্রিম ইসলামী কার্য সম্পাদন করিতেছে।"

ইহাতো মুসলিম পত্রিকা লিখিতেছিল। হিন্দু পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতেও ঐ যুগে সব চাইতে অধিক কঠোর পালটা আক্রমণকারী ছিল আহ্‌মদীরাই। অর্থাৎ যাহাদের সহিত মোকাবেলা ছিল, এখন তাহাদের কণ্ঠে শুনুন। হিন্দুরা ঐ কাজই করিতেছিল যাহা আজ আহরাররা করিতেছে। ঐ যুগে হিন্দুরা অ-আহমদী মুসলমানদিগকে আহ্‌মদী মুসলমানদের সহিত বিরোধ বাঁধাইয়া দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহাদিগকে বার বার এই কথা বলিতেছিল যে, আহ্‌মদীরা হইল অমুসলমান। অর্থাৎ আহরারদের কাজ ঐ সময় আর্য সমাজীরা সামলাইতেছিল এবং তাহারা মুসলমানদিগকে বলিতেছিল যে, নির্বোধরা! আহ্‌মদীরাতো অমুসলমান। তাহাদের পিছনে কেন চলিয়াছ? তাহাদের পশ্চাতে চলিয়া তোমরা নিজেদের রসূলের জন্য মর্যাদাবোধ কেন দেখাইতেছ? ইহারা জীবন উৎসর্গ করিতেছে তো করিতে দাও এবং ইহাদিগকে নিশ্চিহ্ন হইতে দাও। নাউযুবিল্লাহ, এই রসূলের সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার জন্য আহমদীরা জীবন বাজী রাখিয়াছে? অতএব এই পত্রিকার ভাষ্য শুনুন :—

"মির্যায়ী বা আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এতখানি মতবিরোধ রহিয়াছে যে মির্যায়ীরা মুসলমানদিগকে এবং মুসলমানেরা মির্যায়ীদিগকে কাফির সাব্যস্ত করিতেছে। এইতো গতকালের কথা। একজন মুসলমান দিল্লীর জমিয়তে ওলামার প্রেসিডেন্ট মৌলবী কেফায়েত উল্লার নিকট মির্যায়ীদের সম্বন্ধে ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করিরাছিল। তিনি যে ফত্ওয়া দিয়াছেন তাহা জমিয়তে ওলামার মুখপাত্র দিল্লীর 'আল-জমিয়াতু' এর কলামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মৌলানা কেফায়েত উল্লাহ মির্যায়ীদিগকে কাফির সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের সহিত বেশী মেলামেশা করা অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।"

(হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারী এই সকল লোক মুসলমানদিগকে আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে এবং এই বাণী শুনাইতেছে যে, আমরা ও তোমরা ভাই ভাই। অতএব আহমদীদের পিছনে লাগিয়া যাও। কেননা ইহারা হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য মর্যাদাবোধ রাখে। একটি আওয়াজ আজ ধ্বনিত হইতেছে যে, 'আমরা-তোমরা ভাই ভাই' এবং একটি আওয়াজ বিগত দিনেও ধ্বনিত হইয়াছিল যে, 'আমরা-তোমরা ভাই ভাই'। আজ কোন কোন নির্বোধ মুসলমানের পক্ষ হইতে এই আওয়াজ ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু পূর্বে বুদ্ধিমান আর্যদের তরফ হইতে এই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াছিল এবং বিভেদ

সম্প্রসারণের জন্য ইহা ব্যবহার করা হইয়াছিল। উল্লেখিত পত্রিকা লিখে যে, ইহা মাওলানা কেফায়েত উল্লাহর ফত্‌ওয়া। ইহা আমাদিগকে ও তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, আহমদীদের সহিত মেলামেশা নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে অজ্ঞ।)

"কিন্তু মির্যায়ীদের চালাকী, সতর্কতা ও সৌভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। যে মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফির সাব্যস্ত করিতেছে, তাহাদের নেতা মির্যায়ী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। এখন লাহোরের নিন্দিত পত্রিকা 'মুসলিম আউটলুক' এর সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক কয়েদ হওয়ার দরুন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একটি অসাধারণ, কিন্তু মনগড়া আবেগ প্রকাশ করিতেছে এবং 'মুসলিম আউটলুকের' অনুবর্তিতা করার জন্য অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। 'মুসলিম আউটলুক' পত্রিকা সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি যে, ইহার সম্পাদক মিষ্টার দেলোয়ার শাহ বুখারী আহ্‌মদী ছিলেন (যিনি 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধকে পাল্টা আক্রমন করিয়াছিলেন) এবং যখন তাঁহার নামে হাই কোর্টের নোটিশ আসিল, তখন তিনি মির্যা কাদিয়ানীর নিকট গেলেন, যাহাতে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন ও কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার রায় নিতে পারেন। মির্যা তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ক্ষমা চাওয়ার

চাইতে কয়েদ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার জন্য যদি তুমি কয়েদ হইয়া যাও, তাহা হইলে কোন পরওয়া নাই। কার্যতঃ ইহাই হইল। তাঁহাকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইল এবং তিনি খুবই সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ তাহারা বলে যে, তিনি মির্যা কাদিয়ানীর নিকট গেলেন এবং তিনি এই পরামর্শ দিলেন। মুদ্দা কথা, ইহা হইল একটি আহ্‌মদী আন্দোলন।" (গুরু ঘণ্টাল পত্রিকা, লাহোর, ১১ই জুলাই ১৯২৭ সাল)

কোথায় আজিকার পাকিস্তানের ইতিহাসবিদেরা, যাহারা গোটা ইসলামী ইতিহাসের চেহারা বিকৃত করার জন্য বদ্ধপরিকর ? তাহাদের হস্ত দ্বারা লিখিত পাকিস্তানের ইতিহাসকেতো চেনাই যাইতেছে না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রেম ও ভালবাসায় যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, উহাতে যাহাদের সহিত মোকাবেলা ছিল এবং যাহাদের উপর আঘাত হানা হইতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, "মুদ্দা কথা, ইহা হইল একটি আহ্‌মদী আন্দোলন"।

অনুরূপভাবে "প্রতাপ" এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও এই বিষয়ে কলম ধরিয়াছিল এবং প্রকাশ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, আসল পাল্‌টা আক্রমণ যাহাতে তাহাদের ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে এবং ক্ষতি হইতেছে, তাহা আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে আসিতেছে।

৪। কাশ্মীরে মুসলমানদের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ও সাহায্য

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যাহা ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি নেহায়েত পীড়া ও বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল এবং যাহার দরুন মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক স্থিতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত বড় বিপদ দেখা দিয়াছিল, উহার সূচনা হইয়াছিল কাশ্মীর হইতে যখন কাশ্মীরের ডোগরা মহারাজা মুসলমানদের অধিকার হরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল যে, যেখানেই হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে মুসলমানদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে মুসমানদের মধ্যে মারাত্মক অস্থিরতার ঢেউ খেলিয়া গেল এবং ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা ভাবিতে আরম্ভ করিল যে, ইহার কিছু একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগের বড় বড় চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি কাদিয়ানের দিকে নিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল এবং তাঁহারা চিঠি পত্রের মাধ্যমে এবং দূত পাঠাইয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, যদি আপনি এই কাজ সামলান তাহা হইলে ইহার সুরাহা হইতে পারে। আপনি ব্যতীত এই তরী কূলে ভিড়িবে বলিয়া মনে হয় না। এই

চিন্তাবিদ ও নেতাগণের মধ্যে তিনিও ছিলেন, যাঁহাকে আজ আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদী মুসলিম নেতাগণের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী নেতা বলিয়া উপস্থাপন করা হইতেছে। ইনি হইলেন ডক্টর আল্লামা স্যার মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী শেখ ইউসুফ আলী সাহেবের নামে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সালে একটি চিঠি লিখেন। যেহেতু এই জাতীয় লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল, এই জন্য সাধারণতঃ অ-আহমদী আলেমরা সাধারণ মুসলমানদিগকে বলে যে, আহ্‌মদীদের পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা কথা ছাপা হইয়াছে। অতএব আমি এই সকল রেফারেন্সের পরিবর্তে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য স্যার আল্লামা ইকবালের ঐ চিঠি বাছিয়া লইয়াছি, যাহা তিনি নিজের হাতে লিখিয়াছেন এবং যাহার উপর তাঁহার নিজের দস্তখত মওজুদ রহিয়াছে। তিনি লিখেন ঃ—

"যেহেতু আপনার জামা'ত একটি সুসংগঠিত জামা'ত এবং তদুপরি অনেক যোগ্য ও কর্মঠ ব্যক্তি আপনার জামা'তে মওজুদ রহিয়াছে, সেইজন্য আপনি অনেক কল্যাণমূলক কাজ মুসলমানদের জন্য সম্পাদন করিতে পারেন।"

"বাকী রহিল বোর্ডের বিষয়টি। ইহাও একটি অতি উত্তম চিন্তা। আমি ইহার সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। প্রেসিডেন্ট

পদের জন্য অধিক কোন যোগ্য এবং আমার চাইতে কম বয়সী ব্যক্তি মনোনীত হওয়া সমীচীন হইবে। কিন্তু যদি সরকারের নিকট প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া যাওয়া এই বোর্ডের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক অব্যাহতি দিবেন। কেননা, প্রতিনিধি প্রেরণ নিস্ফল প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তদুপরি আমি অত্যন্ত অলস এবং যোগ্যতাও আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, যদি সদস্যগণের মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন তাহা হইলে ইহার পূর্বে অন্যান্য সদস্যগণের তালিকা প্রণয়ন করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।"

আল্লামা ইকবালের এই চিঠি ও তাঁহার নিকট অন্যান্য মুসলমান আলেম এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের লিখিত পত্রাবলীর দরুন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করেন। এই সম্মেলন সিমলায় নবাব স্যার জুলফিকার আলী সাহেবের কুঠীতে ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে যে সকল বড় বড় নেতা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি নাম আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। তাঁহারা হইলেন :— শামসুল উলামা খাজা হোসেন নেজামী, স্যার মিঞা ফজল হোসেন, স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, স্যার জুলফিকার আলী খান, জনাব নবাব সাহেব কুঞ্চপুরা, খান বাহাদুর শেখ রহিম বখ্‌স সাহেব, সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন শাহ্‌ সাহেব, এডভোকেট মৌলবী মোহাম্মদ

ইসমাইল সাহেব গজনবী (অমৃতসর), মৌলবী নূরুল হক সাহেব মালিক, "মুসলিম আউটলুক", সৈয়্যদ হাবিব সাহেব, সম্পাদক "সিয়াসত" এবং আরও অনেকে। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসাবে দেওবন্দের ভূতপূর্ব প্রফেসার মৌলবী মিরক শাহ্ সাহেব এবং জম্মুর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্ রাখখা সাহেব সাগের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল হযরত খলিফাতুল মসীহ সানীর নাম উত্থাপন করিয়া বলেন :—

"আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে, যদি এই কাশ্মীর আন্দোলনকে কামিয়াব করাই আমাদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ যোগ্য নয়।"

এই আওয়াজ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে সমর্থনসূচক আওয়াজ্ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে হযরত খলীফাতুল মসীহ (রাঃ)-কে এই সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হইল। ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেন :—

"হযরত সাহেব, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই কাজকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ হইবে না।"

(লাহোর, ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৫ ইং পৃঃ ১২, কলাম-২)

আহমদীয়া জামা'ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার

জন্য যে মহান কুরবানী করিয়াছে, তাহাতো এক সুদীর্ঘ কাহিনী। কাশ্মীরের সর্বত্র এবং প্রতিটি পুষ্পোদ্যানে ইহার স্মৃতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। আহমদীয়া জামা'তের বড় বড় আলেম হইতে নিরক্ষর ব্যক্তি পর্যন্ত এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে নিজেদের খরচে কাশ্মীরে যাইত এবং মুসলমানদের অশেষ সাহায্য ও সেবা করিত। তাহারা কাশ্মীরীদের উপর কোন প্রকারের বোঝা হইয়া বসিত না। তাহারা বই পুস্তকাদি বিতরণ করিত এবং কাশ্মীরের তৎকালীন রাজার যুলুমের শিকার হইত এবং কারারুদ্ধ হইত। অতঃপর আইনজীবীগণের কাফেলা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেখানে যাইতেন এবং যে সকল মুসলমান ভাই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইত তাহাদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ইহা একটি অত্যন্ত বড় কাহিনী এবং এই বিষয়ের উপর শত শত পৃষ্ঠার বই লেখা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব যে, কাশ্মীরের ইতিহাস আলোচিত হইবে এবং আহমদীয়া জামা'তের কথা উঠিবে না। কেননা আহমদীয়া জামা'তের মহান সেবার বিষয়টি আলোচিত না হইলে কাশ্মীরের ইতিহাসকে ইতিহাসই বলা যাইবে না। এখন আমি স্মরণ করানোর জন্য আপনাদের নিকট ঐ সময়ের কোন কোন মুসলিম সংবাদ-পত্র হইতে দুই তিনটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিতেছি। "সিয়াসত" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা সৈয়্যদ হাবিব সাহেব তাঁহার "তাহরিকে কাদিয়ান" পুস্তকে লিখেন:—

"কাশ্মীরের মযলুমদের সাহায্যার্থে কেবলমাত্র দুটি জামা'তের সৃষ্টি হইয়াছে।"

(সৈয়্যদ হাবিবের এই পুস্তকের নাম হইতে ইহা বুঝা যায় যে, ইহা একটি বিরুদ্ধাচরণ মূলক পুস্তক। কিন্তু ঐ যুগে বিরুদ্ধ-বাদীদের মধ্যেও কিছু না কিছু খোদা-ভীতি দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাহারা কখনো কখনো সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেন। উল্লেখিত সম্পাদক এই ব্যাখ্যা দিতেছেন যে, এই সকল লোক অবশেষে কেন আহমদীয়া জামা'তের সহিত সামেল হন এবং এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন, যাহার নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব) তিনি লিখেন যে ঃ—

"কাশ্মীরের মযলুমদের সাহায্যার্থে কেবলমাত্র দুইটি জামা'তের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি হইল কাশ্মীর কমিটি এবং অন্যটি হইল আহরার। তৃতীয় কোন জামা'ত কেহ তৈয়ার করে নাই এবং না তৈয়ার করিতে পারিত। আহরারদের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। এখন জগদ্বাসী স্বীকার করিতেছে যে, কাশ্মীরের এতিম, মযলুম ও বিধবাদের নামে টাকা পয়সা উঠাইয়া আহরাররা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত তাহা হজম করিয়া ফেলিয়াছে (ইহারা হইল ঐ আহরার দল, যাহাদিগকে আজ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে)। তাহাদের মধ্যে একজন নেতাও এইরূপ ছিলেন না, যিনি পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে এই অপরাধে অপরাধী

ছিলেন না। কাশ্মীর কমিটি তাহাদিগকে ঐক্যের আহ্বান জানান ও কর্মসূচী দেন। কিন্তু তাহাদিগকে একটি শর্ত দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে এবং যথারীতি হিসাব-নিকাশ রাখিতে হইবে। তাহারা উভয় নীতিই মানিতে অস্বীকার করিল। এমতাবস্থায় কাশ্মীর কমিটির সঙ্গে থাকা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। আমি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব একনিষ্ঠতা, পরিশ্রম ও সাহসিকতার সহিত এবং জীবন উৎসর্গ করিয়া অত্যন্ত আবেগ উদ্দীপনার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং নিজের অর্থও ব্যয় করিয়াছেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে সম্মান করি। (পৃষ্ঠা ৪২)

"ইনকিলাব" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব তাঁহার পুস্তক "সেরগুজাস্ত"-এ লিখেন যে :—

"যখন আহরাররা আহমদীদের বিরুদ্ধে অকারণে হাঙ্গামা বাধাইতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং কাশ্মীর আন্দোলনে পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন যে শক্তি সৃষ্টি হইয়াছিল, যখন উহাতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল তখন মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্টের পদ হইতে ইস্তফা দিয়া দিলেন এবং ডক্টর ইকবাল ইহার প্রেসিডেন্ট হইলেন। কমিটির কোন কোন সদস্য এবং কর্মী কেবলমাত্র এই জন্য আহমদীদের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহারা

আহমদী। এই পরিস্থিতি কাশ্মীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করিল।" (সেরগুজাস্ত, পৃষ্ঠা ২৪২)

এখন শুনুন, ঐ সময় হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলি কি লিখিতেছিল এবং হিন্দুরা মুসলমানদের কোন্ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বিপদ দেখিতেছিল এবং তাহাদের দৃষ্টিতে কাহারা কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য অস্থির হইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইহা সম্বন্ধে "মিলাপ" পত্রিকা ১লা অক্টোবর, ১৯৩১ সালের সংখ্যায় ৫ম পৃষ্ঠায় লিখে :—

"মির্যা কাদিয়ানী এই উদ্দেশ্যে অল্ ইণ্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহাতে কাশ্মীরের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করিয়া দেওয়া যায় এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীরের প্রতিটি গ্রামে প্রপাগাণ্ডা করিয়াছেন। ... ... তাহাদিগকে অর্থ কড়ি দিয়াছেন, তাহাদের নিকট আইনজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছেন, গণ্ডগোল সৃষ্টি করার জন্য বক্তা প্রেরণ করিয়াছেন এবং সীমলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন।"

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে আমি বলিতেছি যে, যে জামা'তকে তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছ, তাহাদের সম্বন্ধে কিছুটা খোদার ভয় কর। অন্যেরাতো এই জামা'তের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা এই অভিযোগ আনিতে থাকে যে, এই জামা'ত মুসলমানদের অধিকার আদায় ও হিত সাধন করার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে। কুরআনী ভাষায় যদি এই জামা'ত

"উজন্নুন" হয়, তাহা হইলে তাহারা হইল "উজুন্নুন খাইরেল্লাকুম" অর্থাৎ তোমাদের হিত ও কল্যাণ সাধনার্থে তাহারা কান-কথা শুনে এবং তোমাদের অকল্যাণের জন্য কান-কথা শুনেনা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর উল্লেখ করিতে গিয়া "মিলাপ" পত্রিকা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সালের সংখ্যায় লিখে যে :—

"কাশ্মীরে কাদিয়ানী (অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল সানী রাঃ —অনুবাদক) দুষ্টামীর আগুন লাগাইয়াছে। বক্তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। উর্দু এবং কাশ্মীরি উভয় ভাষাতেই ছোট ছোট প্যাম্ফলেট ও পুস্তিকা ছাপানো হইয়াছে এবং এইগুলি হাজার হাজার ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। উপরন্তু টাকা পয়সাও বিতরণ করা হইয়াছে। (৫ম পৃষ্ঠা)

৫। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও জেহাদে আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টান্তমূলক ভুমিকা

উপমহাদেশের ইতিহাসে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যাহাকে মুসলমানদের অদৃষ্ট-গঠনকারী যুগ বলা যাইতে পারে এবং যখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত কঠোর জেহাদ ও সংগ্রাম করা হইতে-ছিল, উহা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের যুগ। ঐ সময়

মুসলমানেরা জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ঐ সময় মুসলমানদের এইরূপ একটি আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন ছিল, যেখানে তাঁহারা বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলির প্রভাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে, যেখানে তাহাদের ধর্মের কোন বিপদ থাকিবে না, রাজনীতির কোন বিপদ থাকিবে না এবং জীবিকার্জ্জনের কোন বিপদ থাকিবে না। বস্তুতঃ এই আশ্রয়স্থলের অন্বেষণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুসলমান চিন্তাবিদ কিছু চিন্তা-ভাবনা করেন, কিছু স্বপ্ন দেখেন এবং কিছু নকসা অংকন করেন এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তানের নকসা এইভাবে অংকিত হইল, যেন উহা সমগ্র মিল্লাতে ইসলামীয়ার ধ্বনি ছিল। ঐ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগে আহ্‌মদীয়া জামাতের কি ভূমিকা ছিল, যাহাদের সম্বন্ধে আজ এই কথা বলা হইতেছে যে তাহাদের জন্য (অর্থাৎ আহ্‌মদীদের জন্য) মুসলিম দেশসমূহ বিপজ্জনক। এই জন্য কোন মুসলিম দেশ প্রতিষ্ঠায় আহ্‌মদীয়াতের সমর্থনতো দূরের কথা, কোন মুসলিম দেশ কায়েম থাকুক, ইহাও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখা প্রয়োজন, এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগে আহ্‌মদীয়া জামা'ত কি করিতেছিল এবং যে জামা'তকে আজ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে তাহাদের ভূমিকা কি ছিল। এই বিষয়ে আমি অ-আহ্‌মদী পত্র পত্রিকা হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিতেছি। কেননা আজ ইতিহাসের চেহারা বিকৃত করা হইতেছে। পাকিস্তানের মুসলমানেরা এবং বিশ্ব মুসলিম একবার দেখুক, প্রকৃত মুসলিম কে ছিল এবং সত্যিকারার্থে কাহারা মুসলমানদের প্রতি

প্রকৃত সহানুভূতিশীল ছিল, মুসলমানদিগকে ভালবাসিত এবং তাহাদের জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী ছিল। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সৈয়্যদ রইস জাফরী তাঁহার "হায়াতে মোহাম্মাদ আলী জীন্নাহ্" (মোহাম্মদ আলী জীন্নাহ্‌র জীবনী) পুস্তকে "আসহাবে কাদিয়ান আওর পাকিস্তান" (কাদিয়ানের অধিবাসীবৃন্দ ও পাকিস্তান) শিরোনামে লিখেন :—

"এখন পাকিস্তানের ব্যাপারে আরও একটি বড় সম্প্রদায় কাদীয়ানবাসীদের পলিসি ও আচরণ পেশ করা হইতেছে। কাদিয়ানবাসীদের দুইটি জামা'তই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং মিষ্টার জীন্নাহ্‌র রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতিদানকারী এবং প্রশংসাকারী ছিল।"

ঐ যুগে মুসলমানদিগকে এই জেহাদ ও সংগ্রামে যে অসাধারণ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, উহার ইতিহাসতো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের রক্তে এত অধিক পরিমানে হোলি খেলা হইয়াছিল যে, এই গোটা ইতিহাসকে একত্রিত করাতো সম্ভবপরই নয় এবং কোন হৃদয় এই বেদনাদায়ক ঘটনা-বলীর মধ্য দিয়া পুনরায় অতিক্রম করার শক্তি রাখে না। কিন্তু ইহাই দেখিতে হইবে যে, যখন সক্রিয় জেহাদের সময় আসিল তখন মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আহরার ও জামা'তে ইসলামীর কি ভূমিকা ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের কি ভূমিকা ছিল ? ঐ সময়টি কেবলমাত্র তবলীগি জেহাদের সময়

ছিল না। ঐ সময়টি ছিল দৈহিক জেহাদের সময় এবং তলোয়ারের জেহাদের সময়ও আসিয়া গিয়াছিল। মুসলমান নারীদের মান-ইজ্জতের উপর যুলুমের এক হোলি খেলা চলিতেছিল এবং শিশু-দিগকে আছাড় মারিয়া বর্শায় বিদ্ধ করা হইতেছিল। মোট কথা, লুণ্ঠিত কাফেলা গুলির সহিত যুলুমের এত মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছিল যে, ইহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে কেহ পছন্দ করিবে না। যাহা হউক, সব মুসলমান সাধারণভাবে এই ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত আছে। আমি কেবলমাত্র এই কথা বলিতে চাহিতেছি যে, যখন সক্রিয় জেহাদের সময় আসিল তখন কাহারা মুসলমানদের জন্য জেহাদের প্রথম সারিতে যুদ্ধ করিতেছিল। 'এহসান' পত্রিকাটি একটি আহরারী পত্রিকা ছিল। বর্তমানে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রিকা উহার ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালের সংখ্যায় লিখে :—

"কাদিয়ানের যুবকরা মিলিটারীর যুলুম নির্যাতন সত্বেও ভীত নয়। স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধদিগকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে যে, মৃত্যু তাহাদিগকে ধীরে ধীরে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে। নেহেরু সরকার বলিত যে, কোন মুসলমানকে পূর্ব পাঞ্জাব হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু তিনি কাদিয়ানের মুসলমানদিগকে সে স্থান হইতে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিতে এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া

দিতে বদ্ধপরিকর (আজ এই কথা বলা হইতেছে যে, আহমদীরা ভারতের এজেন্ট)। "মহকমা হিফাজতে কাদিয়ান" (কাদিয়ান প্রতিরক্ষা বিভাগ) এর অধীনে কর্মরত যুবকেরা কোন কোন সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করিয়া যাইতেছে এবং দিন রাত পাহারা দিতেছে।"

আমি নিজেও খোদাতা'লার ফজলে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার স্মরণ আছে যে, কোন কোন সময় এক নাগাড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানোর কোন উপায় ছিল না। কেননা পরিস্থিতিই এইরূপ ছিল। তদুপরি খোদ্দাম (অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবক) কম ছিল এবং কাজ ছিল বেশী। কোন কোন সময় যদি অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানোর সময় পাওয়া যাইত, তখন মনে হইত যে আমরা পাপ করিতেছি এবং এইরূপ অনুভব করিতাম যে, আমরা কেন শুইয়া রহিয়াছি। অর্থাৎ আহমদী যুবকদের অনুভূতি তখন এইরূপই ছিল! এতদ্ব্যতীত কেবলমাত্র কাদিয়ানেই নহে, বরং ইহার চতুর্দ্দিকে যত মুসলমান গ্রাম ছিল, তাহাদিগকে বাঁচাইতে এবং তাহাদের জন্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান হইতে মোজাহেদরা ঐ সকল গ্রামে যাইত। ইহা ঐ যুগের ঘটনা। বস্তুতঃ পত্রিকাটি আরও লিখে :—

"কোন কোন সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি করিয়া যাইতেছে এবং দিন রাত্রি পাহারা দিতেছে। যদিও অনিদ্রা ও কষ্টের দরুন তাহাদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি

তাহারা মৃত্যুর ভয়ে পলায়নের পরিবর্তে মৃত্যুর মোকাবেলা করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তথায় কোন মুসলমান মিলিটারী নাই। হিন্দু মিলিটারী ও শিখ পুলিশেরা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে ও ধমকাইতেছে! হিন্দু ক্যাপটেন গুলি-ভর্তি পিস্তল হাতে লইয়া ত্রাস বিস্তার করার জন্য এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করিতে থাকে।"

অতঃপর একই পত্রিকা ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সালের সংখ্যায় আরও লিখে :—

"লম্বা চওড়া কথা লিখার সময় নাই।.....বর্তমানে আমরা কম বেশী ৫০ হাজার মানুষ (অর্থাৎ এই পত্রিকায় কোন অ-আহমদী মুসলমানের চিঠি ছাপানো হইয়াছে, যিনি ঐ সময় কাদিয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখেন যে,) কাদিয়ানে আশ্রয় লইয়া বসিয়া রহিয়াছি। আমরা আহমীদের তরফ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য খাদ্য পাইতেছি। কেহ কেহ বাসস্থানও পাইয়াছে। কিন্তু এই জনবসতিতে এত বাড়ী ঘর-দুয়ার কোথায়? হাজার হাজার লোক আকাশের ছাদের নীচে মাটির বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা তাপ-দাহও ভোগ করিতেছে এবং বৃষ্টিতেও ভিজিতেছে।"

এতদ্ব্যতীত পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে "কারওয়ানে ছখ্‌ত জান" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেশ বিভাগের ইতিহাসের বিবরণ রহিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের

প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফ হইতে প্রকাশিত এই পুস্তক কাদিয়ানের কথা বলিতে গিয়া লিখিতেছে ঃ

"এই স্থান ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত হওয়া ছাড়াও ইহা আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র হওয়ার দরুন বিখ্যাত। ইহার চারিপাশের গোটা এলাকা শিখদের বাসস্থান। বস্তুতঃ দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় বিশ ত্রিশ মাইল দূরের মুসলমানেরাও কাদিয়ান শরীফে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসিয়া গেল।"

গতকাল পর্যন্ত ইহা "কাদিয়ান শরীফ" ছিল। কিন্তু আজ তোমরা রাবওয়াকেও পৃথিবীর সব চাইতে অপবিত্র শহর রূপে আখ্যায়িত করিতেছে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। তোমরা আরও বলিতেছ যে, যেভাবে ইহুদীদের ইসরাইল, তেমনিভাবে রাবওয়া হইল মির্যাইল, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। ঐ সময়তো তোমাদের কণ্ঠ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়াছিল যে, কাদিয়ান বলিও না, ইহাতো হইল কাদিয়ান শরীফ। এখানে খোদার প্রিয়জনেরা বসবাস করিতেছে। খোদার প্রিয়জনেরা এই এলাকা আবাদ করিয়াছে এবং ইসলামের জন্য আত্ম-বিলীনকারী ব্যক্তিগণ এই এলাকায় আবাদ রহিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত এই সকল স্মৃতি এই এলাকার সহিত বিজড়িত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সুধীজন ইহাকে সর্বদা 'কাদিয়ান শরীফ' নামেই স্মরণ করিতে থাকিবেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সৌজন্যেরও প্রশংসা করিতে হয় যে, তাহারা সত্য প্রকাশ করিতে গিয়া এই আহরারী মৌলবী-দিগের কোন পরোয়া করেন নাই।

উপরোক্ত পত্রিকায় আরও লেখা হয়, "এই সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ৭৫ হাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল।"

এই প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইঃ বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, এই সকল আশ্রয় প্রার্থীকে নিয়মিতভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছিল। যেহেতু বিপজ্জনক অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেইজন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বড়ই দূরদর্শীতার সহিত পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া সালানা জলসার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী গম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ খোদা-তা'লার ফযলে কাদিয়ানে একজন মুসলমানকেও অনাহারে মরিতে দেওয়া হয় নাই। বরং অভাবীদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়া যৌতুকের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদও তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) নিজের বেগমের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ বিতরণ করিয়া এই কাজের সূচনা করেন। হযরত বেগম সাহেবার যেহেতু মালীর কোট্‌লার নবাব পরিবারের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, সেইজন্য এই সকল পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে কোন কোনটি এত মূল্যবান ও প্রাচীন খান্দানী পোষাক ছিল যে, নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয়ে তিনি নিজেও ঐগুলি পরিধান করিতেন না। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) সকলের সম্মুখে এবং সর্বাগ্রে নিজ গৃহের কাপড়ের বাক্স খুলিতে আরম্ভ করেন এবং দেখিতে দেখিতেই ঐ সকল গরীব, যাহারা এইরূপ পোষাকের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, তাহাদের

মধ্যে এইগুলি বিতরণ করিয়া দেন এবং এই সকল পোষাক গ্রহণ-কারী প্রায় সকলেই অ-আহমদী মুসলমান ছিল। অতঃপর প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক কক্ষের প্রতিটি বাক্স খোলা হইল এবং যাহা কিছু ছিল সবই নিজেদের বিপদগ্রস্ত অ-আহমদী মুসলমান ভাইদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে আমি যখন কাদিয়ান হইতে বাহির হইলাম, তখন আমার নিকট একটি খাকী রঙ্গের থলিয়া ছিল। উহার মধ্যে মাত্র এক জোড়া কাপড় ছিল। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমি কোন জিনিস আনিতে পারি নাই, বরং আমাদের সব কয়টি গৃহই খালি হইয়া গিয়াছিল। কেননা যাহা কিছু ছিল সবই বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)।

"যেহেতু এই আশ্রয়প্রার্থীদিগকে যালিম ও লুণ্ঠনকারী শিখেরা সম্পূর্ণরূপে কপর্দকহীন ও নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিল, এবং কাদিয়ানের অধিবাসীরা এই সকল হতভাগ্যের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই এত বড় দলের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কোন মামুলী কাজ ছিল না, বিশেষভাবে এইরূপ সময় যখন বাঁচিয়া থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়াছিল। বস্তুতঃ এই নিরক্ষর মেহমানরা কাদিয়ানের ভরণপোষণে ততদিন ছিল, যতদিন সরকার তাহা-দিগকে ইহা করিতে বাধা প্রদান না করিল।"

(কারওয়ানে শখ্‌ত জান, পৃঃ ১৪২, নাসের এদারাহ রাবেতা কুরআনী দফতর মহাসেবাত দফা পাকিস্তান, মার্চ ১৯৫১ খৃঃ)

"জমিদার" পত্রিকা উহার ১৯৪৭ সালের ৩রা অক্টোবর সংখ্যায় লিখে যে :—

গুরুদাসপুর জেলার সীমিত সংখ্যক বাড়ীতে যদিও মুসলমানরা ঠাসাঠাসি অবস্থায় রহিয়াছে, তথাপি তিনটি ক্যাম্প খুবই বড়। (১) বাটালার আশ্রয় প্রার্থীদের অবস্থা খুবই খারাপ, (যাহাকে গতকাল পর্যন্তও 'বাটালা শরীফ' বলা হইতেছিল, কিন্তু যখন কার্যতঃ পরীক্ষার সময় আসিল তখন মুখ হইতে "শরীফ" শব্দটি বাহির হইল না। কেননা সেখানে মুসলমানদের দেখা শোনার কেহই ছিল না। ইহা সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে) মাথা লুকাইবার জন্য না আছে কোন আশ্রয়, আহারের জন্য না আছে কোন খাদ্য দ্রব্য। হিন্দু সৈন্যরা কিয়ামতের অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। অলংকারাদি এবং মাল-পত্র অনবরত ডাকাতি হইতেছিল। এখনতো স্ত্রীলোকদের মান-ইজ্জতের উপরও হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। (২) দ্বিতীয় ক্যাম্প রহিয়াছে শ্রী গোবিন্দপুরায়। সেখানকার অবস্থাও বাটালার চাইতে কম ভয়াবহ নহে। (৩) তৃতীয় ক্যাম্প রহিয়াছে কাদিয়ানে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মির্যায়ীরা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য খিদমত করিয়াছে।"

"জমিদার" পত্রিকা আরো লিখে :—

"বর্তমানে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী আহমদীদের গৃহ হইতে রুটি খাইতেছে। কাদিয়ানের মুসলমানেরা সরকারের নিকট

রেশনের জন্য আবেদন করে নাই এবং সরকার (অর্থাৎ একজন দারোগা ও কয়েকজন সিপাহী) কাদিয়ান হইতে খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করিয়া সেখানকার অধিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদিগকে অনাহারে মারিতে চাহিতেছে। পৃথিবীতে কোন জাতির উপর ইহার চাইতে অধিক যুলুম নির্যাতন করা যাইতে পারে কি?

'জমিদার' ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭ ইং)

৬। কোন কোন তথাকথিত মুসলমানদের দুঃখজনক ভুমিকা

হাঁ, আমি বলি যে, ইহার চাইতেও অধিক যুলুম নির্যাতন করা যাইতে পারে। ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, অন্যদের হাতের যুলুম যতই তীব্র হউক না কেন, তাতে এত দুঃখ পাওয়া যায় না যতখানি দুঃখ অনুভব করা যায় আপনজনের হাতে কষ্ট পাইলে, বিশেষতঃ যে হাতের নিকট হইতে আশা করা হয় যে, উহা রক্ষা করিবে এবং যে মুখের নিকট হইতে আশা করা যায় যে, উহা সমর্থন জানাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ হাত যখন বিরুদ্ধাচরণের জন্য উঠিতে আরম্ভ করে এবং ঐ মুখ যখন কথার ছুরি চালাইতে আরম্ভ করে এবং আপনজনদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। আমি "জমিদার" পত্রিকার এই কলামিষ্টকে বলিতেছি যে, হাঁ, ঐ দুঃখ ইহার চাইতেও অধিক বেশী হইয়া থাকে এবং ঐ দুঃখ তোমাদের

নিকট হইতে আসিয়াছে, ঐ দুঃখ মজলিসে আহরারদের নিকট হইতে মুসলমানরা পাইয়াছে এবং প্রত্যক্ষভাবে জামা'তে ইসলামীর নিকট হইতে ঐ দুঃখ মুসলমানরা পাইয়াছে। কোন হিন্দু বা শিখের হাতে পাওয়া দুঃখ এতটা নির্মম ছিল না, যতটা নির্মম ছিল আপনজনের হাতে পাওয়া দুঃখ। যদি আপনারা ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্মরণ করানোর জন্য আমি জামা'তে ইসলামী সম্বন্ধে অ-আহমদী মুসলমানদের কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করিতেছি। কিন্তু ইহার পূর্বে মৌলবী মওদুদীরই একটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করিতেছি। অতঃপর অন্যদের উদ্ধৃতি তাঁহার সম্বন্ধে উপস্থাপন করিব। ঐ যুগ ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেহায়েতই গুরুত্বপূর্ণ যুগ। যখন মুসলমানেরা জীবন-মরণ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তখন আহমদীয়া জামা'ততো কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করিতেছিল সেই বিষয়ে আন্দোলনের দরুন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সেই বিষয়ে মওদুদী সাহেবের ধারণা কি ছিল এবং তাঁহার ফত্ওয়া কি ছিল ইহা সম্বন্ধে উল্লেখিত মাওলানা লিখিতেছেন :—

"এখানে রামদাসের পরিবর্তে আবদুল্লাহ্ খোদার আসনে বসিলে তাহা ইসলাম হইবে না, বরং জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম

জাতীয়তাবাদও খোদার বিধানে ততখানি অভিশপ্ত, যতখানি অভিশপ্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।"

(মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ,

দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১২৫)

দেখুন, মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের দাসে পরিণত করার জন্য কতই না বাহানা তালাশ করা হইতেছে। মওদুদী সাহেবের মতে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের সমর্থনে সকল মুসলমানের শক্তি প্রয়োগ করা উচিত; কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদ বড়ই অভিশপ্ত। ইহার নিকটেও যাওয়া উচিত নয়। অতঃপর তিনি বলেন :—

"হিন্দুদের সহিত আমাদের কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং ইংরেজদের সহিতও আমাদের কোন বিরোধ নাই। আমাদের সংগ্রামের বুনিয়াদ হইল মাতৃভূমি। ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, যেখানে তথাকথিত মুসলমান খোদা হইয়া বসিয়া আছে।"

যতদিন পর্যন্ত ঐ সকল রাষ্ট্রে তেল বাহির হয় নাই, ততদিন পর্যন্ততো কোন সম্পর্ক ছিল না। এখন তেলের সম্পর্ক যখন বাহির হইয়াছে, তখন এই বেচারারা কি করিবে? ইহাতো এইরূপ ঘটনা, যেমন হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) (ইনি বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের প্রথম খলীফা ছিলেন। তাঁহার নাম হযরত হাফেজ হাকিম নুরুদ্দীন (রাঃ)—অনুবাদক) বলিতেন যে, একদা একজন মোল্লা বিবাহের উপর বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হযরত

খলীফাতুল মসীহ আউয়ালের হৃদয়ে উক্ত মোল্লার জন্য বড় মর্যাদাবোধ ছিল। কেননা, তিনি নেকীর জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি মানিতে পারি না যে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। লোকেরা নিবেদন করিল প্রকৃতপক্ষে এইরূপই ঘটিয়াছে। তিনি উক্ত মোল্লাকে ডাকিয়া ঘটনাটি যাচাই করেন। বস্তুতঃ তিনি (রাঃ) তাহাকে ডাকাইলেন এবং যথার্থতা নির্ধারণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মাওলানা সাহেব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। ইহা হইতেই পারে না যে, আপনি বিবাহের উপর বিবাহ পড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু লোকেরা ইহাই বলিতেছে।" তখন মোল্লা নিবেদন করিল যে, "আপনি অকারণে আমাকে অভিযুক্ত করিতেছেন। প্রথমে আমার কথাতো শুনুন।" তিনি (রাঃ) বলিলেন, "হাঁ, বলুন ব্যাপারটা কি?" মোল্লা নিবেদন করিল, "আমিও এই কথায় বিশ্বাসী যে. বিবাহের উপর বিবাহ হইতে পারে না।" অতঃপর সে পাঞ্জাবী ভাষায় বলিল. "ইহা ঠিক যে. বিবাহের উপর বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু যদি এক পার্টি চড়ুই পাখীর সমান মুদ্রা (তখনকার যুগে রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল—অনুবাদক) হাতে গুঁজিয়া দেয়, তাহা হইলে মৌলবী বেচারা কি করিবে।" সুতরাং ইহারা হইল জামা'তে ইসলামী. যাহারা গতকাল পর্যন্ত এই সকল মুসলমান রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক রাখিত না। তাহাদের

মতে এই সকল রাষ্ট্রে মুসলমান খোদা সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। এখন এই সকল দেশে তেল বাহির হইয়াছে। এমতাবস্থায় এই বেচারা কি করিবে! তাহারা সম্পূর্ণরূপে নাচার। ধর্ম এক জিনিস এবং ধন-সম্পদ অন্য জিনিস। কাজেই যখন ধন-সম্পদের ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মৌলবী বেচারারা কি করিবে! বস্তুতঃ মৌলবী মওদুদী বলেন ঃ—

"সংখ্যা লঘুদের হিফাযত করার আমাদের প্রয়োজন নাই (ইসলামের মুজাহিদদের অদ্ভুত ধারণা) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হউক—ইহাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ... ... যাহা কিছু হাত ছাড়া হয়, হইতে দাও। সৈয়্যদনা মসীহ আঃ-এর কথা অনুযায়ী জুব্বা যদি হাত ছাড়া হয়, তাহা হইলে জামা পরিত্যাগের জন্যও প্রস্তুত হইয়া যাও"।

(মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ,
তৃতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১৪৭ হইতে ১৪৯)

হে যালিম! ঐ সময় সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা কেন তোমার স্মরণ হয় নাই যে, যে মুসলমান নিজের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করে, সে শহীদ হইয়া থাকে। তোমার কেন স্মরণ হইল না যে, ঐ সময় কত মুসলমান স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জত বিপদাপন্ন ছিল, তাহাদের

সম্ভ্রম বিপদাপন্ন ছিল, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতেছিল, মুসলমান জাতির টিকিয়া থাকার প্রশ্ন ছিল এবং মুসলমান জাতির স্থিতির প্রশ্ন ছিল। ঐ সময় সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন বাণী তোমার স্মরণ হয় নাই। ঐ সময় তোমার যাহা স্মরণ হইল তাহা সৈয়্যদনা মসীহ আঃ-এর এই কথা যে—'জুব্বা যদি হাত ছাড়া হয়, তাহা হইলে জামাও পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও'। কিন্তু আজ তোমরা আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বল যে, আমরা জিহাদ বিরোধী।

অতঃপর মওদুদী সাহেব আরও বলেন ঃ—

"যাহারা এই ধারণা পোষণ করে যে, যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্য হইতে স্বাধীন হইয়া যায় এবং সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় তাহা হইলে এইভাবে খোদায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে —তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইহার দরুন যাহা কিছু অর্জিত হইবে, তাহা হইবে কেবলমাত্র মুসলমানদের কাফিরী সরকার (আজ যে সরকারের সমর্থনে ইহারা বলিতেছে যে খোদার ফরমান জারী হইতেছে, বিগত দিন পর্যন্ত ইহারা এই কথা বলিতেছিল যে) যাহা কিছু অর্জিত হইবে, তাহা কেবল

মুসলমানদের কাফিরী সরকার মাত্র। ইহার নাম খোদায়ী সরকার রাখায় এই পবিত্র নামের অবমাননা করা হয়।"

(মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ,
তৃতীয় অংশ, পৃঃ ১৭৫—১৭৬)

"নাওয়ায়ে ওয়াক্ত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হামিদ নিযামী সাহেব জামা'তে ইসলামী সম্বন্ধে সত্য কথা বলিয়াছেন এবং খুব জোরের সহিত এই ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন যে ঃ—

"আমরা অভিযোগ করিতেছি যে, কায়েদে আযম ও পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদুদীর প্রতিহিংসা আজও পূর্বের মতই কায়েম রহিয়াছে। আমরা অভিযোগ আনিতেছি যে, মাওলানার আন্দোলন কখনো একটি ইসলামী ও ধর্মীয় আন্দোলন নয়। তিনি হোসেন বিন সাব্বাহ্ এর ন্যায় রাজনৈতিক চাল চালিতেছেন এবং ধর্মকে সমুন্নত করার পরিবর্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাই তাঁহার লক্ষ্য।"

(নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৫ই জুলাই ১৯৫৫ ইং, পৃষ্ঠা ৩)

যখন মৌলবী মওদুদী সাহেবের নিজের লেখা হইতে এই সকল কথা সপ্রমাণিত হয়, তখন এই সকল অভিযোগ রদ করার কোন অবকাশতো দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাই। বরং আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, কাহারা পাকিস্তানের বন্ধু, কাহারা দুশমন,

কাহারা সহোদর এবং কাহারা বৈমাত্রেয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৩ সালে আহমদী বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য একটি আদালত গঠন করে। ইহার বিচারকগণের মধ্যে জাষ্টিস মুনীর অন্যতম ছিলেন। তাঁহার নাম সমগ্র বিশ্বে খ্যাত। তিনি একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের আইনজ্ঞরূপে সুপরিচিত। এই আদালতের অন্যতম বিচারক ছিলেন জাষ্টিস কায়ানী। তাঁহারা উভয়েই এই আদালতের সদস্য ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের রিপোর্টের ৩৬১ পৃষ্ঠায় জামা'তে ইসলামী সম্বন্ধে লিখেন ঃ—

"জামা'তে ইসলামী মুসলিম লীগের ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকাশ্য ও খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণকারী ছিল। যখন হইতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হইতে ইহারা এই দেশকে 'নাপাকিস্তান' আখ্যায়িত করিয়া আসিতেছে। এই জামা'ত দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা ও ইহার শাসকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। আমাদের নিকট জামা'তের যে সকল লেখা উপস্থাপন করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে এইরূপ একটি লেখাও নাই, যাহার মধ্যে পাকিস্তান দাবীর দুরতম ইঙ্গিতও রহিয়াছে।"

আজিও পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইতেছে এবং পূর্বেও জামা'তে ইসলামী নিজেদের কোন কোন লেখা উপস্থাপন করিতেছিল যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল না। বস্তুতঃ তদন্তকারী আদালতে জামা'তে ইসলামীর তরফ

হইতে ঐ সকল লেখা যখন উপস্থাপন করা হইল, তখন ঐগুলি সম্বন্ধে তদন্ত রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যে :—

"উহাদের মধ্যে এইরূপ একটি লেখাও নাই, যাহার মধ্যে পাকিস্তান দাবীর দূরতম ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইহার বিপরীত আদালতের নিকট এইরূপ লেখা মওজুদ রহিয়াছে, যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামা'তে ইসলামী পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধাচরণকারী ছিল।"

ইহাইতো ছিল জামা'তে ইসলামীর ভূমিকা, যাহারা আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রথম সারির দুশমন। আহমদীয়া জামা'তের দুই নম্বরের দুশমন হইল মজলিসে আহরার, যাহারা বর্তমানে আমাদের হতভাগ্য সরকারের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই মুসলিম দেশ (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠার সময় আহরার জামা'তের কি ভূমিকা ছিল? ঐ সময় যখন মুসলমানেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জাতীয়তার সংগ্রাম ও জিহাদে নিয়োজিত ছিল এবং তাহাদের স্থিতির জন্য একটি বড়ই কঠোর সংগ্রাম করিতে হইতেছিল, তখন আহারারী আলেমরা মুসলমানদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিতেছিল, উহা সম্বন্ধে কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। আমীরে শরীয়ত আতাউল্লাহ শাহ্‌ বোখারী লিখেন :—

"তোমরা হিন্দুদিগকে ভয় পাইতেছ যে, তাহারা তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে (তাহাদিগকে ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং না কোন পৃথক দেশের প্রয়োজন আছে)। আরে!

যাহারা মুরগীর একটি রানও খাইতে পারে না তাহারা তোমাদিগকে কিভাবে খাইয়া ফেলিবে? হিন্দুদেরই তোমাদিগকে ভয় পাওয়া উচিত। কেননা তাহারা তোমাদের চাইতে দুর্বল। তাহারা মাত্র ছয়টি প্রদেশে রহিয়াছে; তোমরা রহিয়াছ সকল সীমান্তে।" (রইসুল আহরার, পৃষ্ঠা ২০৫)

তিনি আরও বলেন ঃ—

"সুবাহানাল্লাহ্! বলা হইতেছে যে, হিন্দুরা আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। মুসলমানেরা গোটা উট খাইয়া ফেলে, গোটা মহিষ খাইয়া ফেলে। তাহাদিগকে হিন্দুরা কিভাবে খাইয়া ফেলিবে?"

(সৈয়্যদ আতাউল্লাহ শাহ্ সাহেব বোখারী এবোটাবাদে প্রদত্ত বক্তৃতা, তরজমানে ইসলাম পত্রিকা, লাহোর ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ ইং, পৃষ্ঠা ১২)

এই হইল তাহাদের জেহাদ! তাহারাতো খাওয়ার বেলায় গাজী। উট এবং মহিষতো খাইয়া থাকে। কিন্তু যখন অন্য জাতি কার্যতঃই ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিতে আসে, তখন ইহারা জেহাদের ধারে কাছেও থাকে না। ঐ সময় যদি কেহ ইহাদিগকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ কুরবান করার জন্য আগাইয়া আসে, তাহারা আহ্মদীয়া জামা'তের যুবক ও মোজাহিদবৃন্দ। প্রত্যেক যুগে এই ঘটনাই ঘটিয়াছে এবং বার

বার ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। আপনারা জেহাদের ময়দানের অনেক দূরেও কোন আহরারীকে বা জামা'তে ইসলামীর লোককে দেখিতে পাইবেন না। তাহাদের কতজন প্যালেষ্টাইনে গিয়া খেদমত করিতেছে? তাহাদের কতজন কাশ্মীর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে? তাহাদের কতজন কাশ্মীর আন্দোলনের পরবর্তী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে? একটি ক্ষেত্র দেখাইয়া দিন, যেখানে ইসলাম বা মুসলমানদের বিপদে এই সকল লোক প্রথম সারিতো দূরের কথা, শেষ সারিতে দাঁড়াইয়াও সংগ্রাম করিয়াছে? ইকবালের নাম আজ জপা হইতেছে এবং বলা হইতেছে যে, তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার পাকিস্তানী ধারণা একটি ইল্‌হামী (ঐশী বাণীর) মর্যাদা রাখে। কিন্তু গত কাল এই সকল লোক কি বলিতেছিল? এই আহরারীরাই বলিতেছিল :—

"নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের ধারণা একটি 'রাজনৈতিক ইলহাম।' কিন্তু ইহা খোদার ইলহাম নহে; বরং ইহা 'বাকিংহাম প্রাসাদের ইলহাম'। ডক্টর ইকবাল যখন অতি সম্প্রতি লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার উপর এই ইলহাম অবতীর্ণ হইয়াছিল।"

("তাহরিকে পাকিস্তান পর এক নজর," পৃষ্ঠা ২৮-২৯, হযরত আল্লামা আল্‌-হাজ্ব মোহাম্মাদ হাফেজুর রহমান সাহেব সৈয়্যহারবী, নাযেমে আলা, মরকযীয়া জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ)

ইলহাম কাহার তরফ হইতে হইয়া থাকে এবং কি ইলহাম হয়—ইহার সকল গুঢ়রহস্য তো আহরাররাই অবগত আছে। উক্ত ইলহাম কি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হইয়াছিল, নাকি বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে হইয়াছিল—ইহা আহরাররা তৎক্ষণাৎ জানিয়া ফেলে, কেননা উভয় স্থানে তাহাদের পাহারাদার রহিয়াছে। বস্তুতঃ আজকাল তাহারা বলে, পাকিস্তান সম্বন্ধে এই ইলহাম আল্লামা ইকবালের নিকট আল্লাহ্‌তা'য়ালার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু গতদিন পর্যন্তও তাহারা বলিতেছিল যে, ইহা বাকিংহাম প্রাসাদের ইলহাম। মৌলবী জাফর আলী খান সাহেব "চমনস্তান" পুস্তকে একজন বিখ্যাত ও স্বীকৃত আহরারী নেতা মৌলবী হাবিবুর রহমান সাহেবের (ইনি ঐ যুগে মজলিসে আহরারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বর্ণনা করেন, তিনি কিভাবে মুসলমানদের মোকাবেলায় হিন্দুদের খেদমত করিয়াছেন এবং হিন্দু নেতাদিগকে মুসলমানদের প্রিয়-ভাজন করিয়া তোলার জন্য কিরূপ আশ্চর্যজনক কীর্তি-কলাপ করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে একটি কীর্তির বিবরণ দিতে গিয়া তিনি লেখেন :—

"মিরাটে মজলিসে আহরারের প্রেসিডেন্ট মৌলবী হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবী এতই উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, তিনি দাঁত পিষিতেছিলন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া নিজের ঠোঁট কামড়াইতে-ছিলেন যে, দশ হাজার জিন্নাহ, শওকত ও জাফরকে জওহরলাল

নেহরুর জুতার অগ্রভাগের জন্য কুরবানী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"
(চমনস্তান, পৃষ্ঠা ১৬৫)

ইহা ছিল তাহাদের জেহাদের আবেগ ও উদ্দীপনা। অতঃপর মৌলবী হাবিবুর রহমান সাহেব যখন ধর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন, তখন আকাশ চক্ষু মেলিয়া কি দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহাও লক্ষ্যণীয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি "রইসুল আহরার" পুস্তকের ৭৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইয়াছে ঃ—

"১৯২৮ সালে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কাশ্মীর কনফারেন্স লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবী খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের মাধ্যমে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে কাশ্মীর কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট করেন।"

ইহা শুনার মত ব্যাপার যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে কাশ্মীর কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছে। আরও লেখা হইয়াছে যে ঃ—

"কনফারেন্সে বড় বড় মুসলমান কাশ্মীরী ব্যবসায়ী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর গাড়ী নিজেদের হাত দ্বারা টানিয়াছিল। এক লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ইহা ঐ সময় ছিল যখন নেহরু রিপোর্টের দরুন পাঞ্জাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানেরা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কঠোর বিরোধিতা করিতেছিল। কিন্তু আহরারী নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবীর এই রাজনৈতিক কৌশল বাতাসের গতির পরিবর্তন করিয়া দিল।"

দেখুন; আহরাররা কিরূপ ইসলামের মহান মোজাহেদ সৃষ্টি করিয়াছে! এখানেই শেষ নহে। ঐ যুগে পূর্ববঙ্গে কি হইতেছিল —উহার কাহিনী যদি আপনারা ১৯৫৫ সালের ২৬শে মার্চ করাচীর 'তুলুয়ে ইসলাম' পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে অবাক হইবেন যে এই সকল লোক ঐ সময় সেখানে কি করিতেছিল। বস্তুতঃ লেখা হইয়াছে যে ঃ—

"১৯৪৬ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হইল। এই নির্বাচন পাকিস্তানের নামে হইতেছিল। নির্বাচন উপলক্ষে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অনেক মুসলিম লীগ নেতা পূর্ববঙ্গ সফর করেন এবং জনগণের নিকট পাকিস্তানের প্রয়োজনীতার কথা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। মুসলিম লীগ নেতাগণের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং জনগণকে পাকিস্তান সমর্থনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া হিন্দুরা নিজেদের কেনা মৌলবীদিগকে মুসলিম লীগ নেতাগণের শক্তিকে খর্ব করার জন্য প্রেরণ করিল। "জাফ্‌রী আত্মার" এ সকল বলিষ্ঠ দেহধারী মৌলবীরা নিজেদের বক্তৃতায় মুসলিম লীগ নেতাগণের উপর কুফরের ফতওয়া লাগাইয়া দিল। ইহারা পাকিস্তান আন্দোলনকে ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ বলিয়া আখ্যা দিল এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের চেষ্টা করিল, যাহাতে এই আন্দোলন জনগণের নিকট গৃহীত না হয়।"

এখন আমি আহ্‌রারদের সম্বন্ধে জাষ্টিস মুনীর ও জাষ্টিস

কায়ানীর রিপোর্ট হইতে দুই একটি উদ্ধৃতি পড়িয়া শুনাইতেছি। ইহা হইতে আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, তাহারা জামা'তে ইসলামীর ন্যায় কোন তওবা করে নাই এবং পাকিস্তানের ধারণাকে পূর্বেও গ্রহণ করে নাই এবং পরেও গ্রহণ করে নাই। বরং তাহারা লোকদিগকে পূর্বের ন্যায় ধোকা দিতে ও প্রতারণা করিতে থাকে এবং নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করিতে থাকে। বস্তুতঃ জাষ্টিস মুনীর-কায়ানী রিপোর্টের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে :—

"আহরারদের অতীত হইতে সুস্পষ্ট যে, তাহারা দেশ বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস ও অন্যান্য জামা'তের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতেছিল, যাহারা কায়েদে আযমের সংগ্রাম ও জেহাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হইতেছিল।... ... এই জামা'ত এখন পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অন্তর হইতে মানিয়া নেয় নাই।" (মুনীর-কায়ানী রিপোর্টে ১৯৫৩ সালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে)।

আহরারদের উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় :—

"মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা এবং পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে জনগণের আস্থা বিনষ্ট করাই হইল এই সকল লোকদের উদ্দেশ্যে। ধর্মের পোষাক পরিয়া মতভেদের আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মুসলমানদের ঐক্যকে নসাৎ

করিয়া দেওয়াই হইল এই গোলমালের লক্ষ্য এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।" (তদন্ত রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৫০)

অতঃপর এই রিপোর্টেরই ২৭৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ভাষায় আহরারদের উল্লেখ করা হইয়াছে :—

"আহরারদের আচরণ সম্বন্ধে আমরা নরম ভাষা ব্যবহার করিতে অপারগ। ইহাদের কর্ম পদ্ধতি বিশেষভাবে অপবিত্র ও ঘৃণ্য। কারণ ইহারা একটি পার্থিব উদ্দেশ্যে একটি ধর্মীয় বিষয়কে ব্যবহার করিয়া এই বিষয়টির অবমাননা করিয়াছে।"

অতঃপর এই একই রিপোর্টের ২৭৫ পৃষ্ঠায় আহরার নেতা মৌলবী মোহাম্মদ আলী জলন্ধরীর উল্লেখ করিতে গিয়া লিখা হয় যে :—

"মৌলবী মোহাম্মদ আলী জলন্ধরী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ সালে লাহোরে বক্তৃতা করিতে গিয়া স্বীকার করেন যে, আহরাররা পাকিস্তানের বিরোধী ছিল।...এই বক্তা দেশ বিভাগের পূর্বে এবং দেশ বিভাগের পরেও পাকিস্তানের জন্য 'পলিদিস্তান' (অপবিত্রস্থান) শব্দটি ব্যবহার করেন এবং..... সৈয়্যদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী এক বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তান একটি 'পতিতা স্ত্রীলোক।' আহরাররা ইহাকে অপারগ ও বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছে।"

৭। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আরও একটি অপবিত্র আন্দোলন

ইহা হইল ইসলামের মোজাহিদদের কীর্তি। কিন্তু তাহাদের কীর্তির কাহিনী এখনো শেষ হয় নাই। বরং তাহাদের সংগ্রাম ও জিহাদ এখন একটি জটিল যুগে প্রবেশ করিয়াছে। আহরারীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। কখনো তাহারা আহমদীয়া জামা'তকে লইয়া বাহানা বানাইয়াছে এবং কখনো অন্য কোন বাহানা তালাশ করিয়া পাকিস্তানকে বিনাশ করার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা তাহাদের করার ছিল, তাহা তাহারা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবার আল্লাহতা'লার দয়া পাকিস্তানকে রক্ষা করিয়াছে এবং তাহারা লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণ করিয়াছে এবং নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধি করিতে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখন এই আন্দোলন একটি মারাত্মক বিপজ্জনক যুগে প্রবেশ করিতেছে এবং প্রবেশ করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রাণতো হইল কলেমা তওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"। ইহার শক্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কলেমা তওহীদকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলেই পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অতএব এই হতভাগ্যরা অবশেষে এই

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, কলেমা তওহীদকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। তাহাদের এই কথাতো ঠিক ; কিন্তু তাহাদের পদক্ষেপ নেহায়েতই অপবিত্র, ঘৃণ্য এবং অবমাননাকর। ইহাই মনে হইতেছে যে, এখন একটি পরিকল্পনার অধীনে তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, এই দেশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যদি কলেমা তওহীদকে নিশ্চিহ্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাই করিয়া ছাড়িবে। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে একটি সাধারণ আন্দোলন চালানো হইয়াছে। কিন্তু এই দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে ঐ সকল লোক, যাহারা দেশ রক্ষার জন্য মনোনীত ছিল, যাহাদের উপর এই কাজ ন্যস্ত করা হইয়াছিল যে, যেদিক হইতেই পাকিস্তানের আত্মার উপর বিপদ আসুক না কেন তাহারা ইহার মোকাবেলায় সংগ্রাম করিবে এবং ইহার প্রতিরক্ষায় নিজেদের সব কিছু কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে, আজ তাহাদিগকেই এজেন্ট বানাইয়া কলেমা তওহীদ অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রাণের উপর হামলা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে আমাদের নিকট যে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, ঐগুলি হইতে মনে হইতেছে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের একটি ইলহাম পূর্ণ হওয়ার যুগ আসিয়া গিয়াছে এবং জগদ্বাসীর মতামত ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হইতেছে।

বস্তুতঃ কলেমা নিশ্চিহ্ন করার আন্দোলনের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক এইরূপ চিঠি-পত্র ও সংবাদাদি পাওয়া যাইতেছে যে, পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তারা যখন পুলিশকে কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আদেশ দিল তখন তাহারা মসজিদে উপস্থিত হইল। কিন্তু আহমদীদের বিগলিত দো'আর ফলে তাহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল।

বস্তুতঃ একদা একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সহিত আগত পুলিশ বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল যে, ইহারা (আহমদীরা) ইউনিফর্মধারী লোক ছাড়া অন্য কাহাকেও কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে দিবে না। ইহারা তো জীবন বাজী রাখিয়া বসিয়াছে, কিন্তু ইহারা বলে যে, যদি সরকার নিশ্চিহ্ন করে তাহা হইলে ইহারা বাধা দিবে না। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ও সরকারের মধ্যে বুঝাপড়া হইবে। যখন উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র এতটুকু বলিল তখন এস, এইচ, ও, বলিল যে, ইহাতো পরে দেখা যাইবে ; প্রথমে বলুন যে কলেমা কে নিশ্চিহ্ন করিবে ? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তোমাকেই নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে এবং এইজন্যই তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাতে এস, এইচ, ও, বলিল, এই রহিল আমার পেটি এবং এই রহিল আমার ষ্টার, যেখানে মর্জি নিয়া যান। কিন্তু খোদার কসম আমি কলেমা নিশ্চিহ্ন করিব না এবং আমার বাহিনীর কেহই কলেমা নিশ্চিহ্ন করিবে

না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, কলেমা কে নিশ্চিহ্ন করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সকল কথা অর্থহীন যে, কিভাবে কলেমা নিশ্চিহ্ন করা হইবে। এই ধরণের একটি ঘটনাই ঘটে নাই! পাকিস্তানের সর্বত্রই এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে। যে পুলিশ বাহিনী পাকিস্তানে সবচাইতে অধিক কুখ্যাত বলিয়া সর্বজন বিদিত এবং যাহাদিগকে যালেম, নিষ্ঠুর, ধর্মহীন ও নির্লজ্জ বলা হইয়া থাকে এবং সব ধরণের মন্দ নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে, কিন্তু কলেমার প্রতি ভালবাসা এত মহান এবং কলেমার শক্তি এত আশ্চর্যজনক যে, তাহাদের হৃদয়েও পরিবর্তন সূচিত হইতেছে। এক স্থান হইতেই নয় বিভিন্ন স্থান হইতে বারবার এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, পুলিশ কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছে এবং এই কথা বলিয়াছে যে, অন্য কাহাকেও পাকড়াও কর, যে কলেমা নিশ্চিহ্ন করিবে ; আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত নই।

অনুরূপভাবে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা বড়ই চিন্তামগ্ন অবস্থায় নত মস্তকে আগমন করিল, ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল এবং নিবেদন করিল যে, আমরাতো নাচার, আমরা সরকারের কর্মচারী, তোমরা আমাদের খাতিরে কলেমা নিশ্চিহ্ন কর। আহ্‌মদীরা বলিল যে, আমরাতো পৃথিবীর কোন শক্তির খাতিরেও কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে প্রস্তুত নই। তোমরা যদি বলপূর্বক নিশ্চিহ্ন করিতে চাও, তবে নিশ্চিহ্ন কর।

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল যে, আচ্ছা সিঁড়ি আন। তখন উত্তরে বলা হইল, আমাদের হস্ত সিঁড়িও বহন করিয়া আনিবে না। অতঃপর তাহারা অন্য কাহারো দ্বারা সিঁড়ি আনাইল এবং এক ব্যক্তিকে কলেমা চিশ্চিহ্ন করার জন্য উপরে চড়াইল। তখন আহ্‌মদীয়া মসজিদ হইতে এত বেদনাতুর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত কান্নার রোল পড়িয়া গেল যে, এইরূপ মনে হইতেছিল যেন তাহাদের সব কিছু বরবাদ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কেহ আর জীবিত নাই। অকস্মাৎ দেখা গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটেরও হেঁচকি উঠিয়া গেল এবং কলেমার উপর হাতুড়ির একটি ঘা পড়িতে না পড়িতেই ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিলেন, ফিরিয়া আইস ; আমরা এই কলেমা নিশ্চিহ্ন করিব না। সরকার আমার সহিত যাহা মর্জি আচরণ করুক। আমি ইহার জন্য প্রস্তুত আছি।

সুতরাং ঘটনাবলী আশ্চর্যজনকভাবে সংঘটিত হইতেছে এবং যখনই এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে তখন হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই ইলহাম আমার স্মরণ হইয়া যায়, يوم تبدل الارض غير الارض পৃথিবীতে বসবাসকারীদের মতামত পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব ঘটানো হইবে। যদিও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে মুসলমানদের হৃদয়ে কলেমার জন্য মর্যাদাবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মওজুদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কলেমা নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে তাহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত নয়,

তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে নেহায়েতই ঘৃণ্য ঘটনাবলী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং এইগুলি দেখিয়া হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি হইতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই সকল যালেমের দরুন এই দেশকে (পাকিস্তান) না শাস্তি দিয়া দেয়। একদা একজন ছাত্রকে একজন পুলিশ বাস হইতে টানিয়া বাহির করিল। সে কলেমার ব্যাজ লাগাইয়াছিল—এই অপরাধে তাহাকে থানায় লইয়া গেল। কলেমার ব্যাজ লাগানোর অপরাধে সেখানে পাঁচশত টাকা জরিমানা নির্দ্ধারিত হইল এবং তাহাকে মারপিটও করা হইল। উক্ত ছাত্র বলিল যে, আমার নিকট পাঁচশত টাকাতো নাই, মাত্র তিনশত টাকা আছে। কিন্তু কলেমা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি ইহা নামাইব না। যদি তোমাদের শক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় ছিনাইয়া লও; কিন্তু আমার হৃদয় হইতে কিভাবে কলেমা ছিনাইয়া লইবে? উহাতো তারপরেও আমার হৃদয়েই থাকিবে। ইহাতে পুলিশের লোকেরা বললি যে, আচ্ছা, আমরা তোমাকে এখনই বুঝাইয়া দিব কিভাবে কলেমা ছিনাইয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ তাহারা তাহাকে থানার বাহিরে লইয়া গেল এবং একটি পুলের নীচে রাখিয়া তাহাকে সাংঘাতিকভাবে মারিল। এত মারিল যে তাহার শরীরে কোন অংশ আঘাত হইতে মুক্ত ছিল না। তাহার তিনশত টাকা লইয়া গেল এবং বলিল, আচ্ছা, তিনশত টাকা জরিমানা এইভাবে আদায় হইল এবং দুইশত টাকা মারিয়া উসুল করিলাম। আমরা-তো আমাদের পাঁচশত টাকা পুরা করিয়া লইলাম। অতএব এইরূপ যালেম স্বভাব-বিশিষ্ট মানুষও সেখানে মওজুদ আছে।

সুতরাং আহ্‌মদীয়া জামা'তের তরফ হইতে কাহারো কোন বিপদ নাই। আহ্‌মদীয়া জামা'ত নিজেদের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ-কারী জামা'ত। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দেশের আহ্‌মদীয়া জামা'ত স্ব স্ব দেশের প্রতি বিশ্বস্ত। বিপদতো ঐ সকল হতভাগ্যের তরফ হইতে রহিয়াছে, যাহারা কলেমার অবমাননাকারী এবং যাহারা কলেমা বেচিয়া খায়।

৮। আরও একটি অশেষ বেদনাদায়ক ঘটনা

আরও একটি অশেষ বেদনাদায়ক ঘটনা সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। ইহা উপরোক্ত ঘটনার চাইতেও অধিক নৃসংশ। একদা পুলিশও যখন কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে অস্বীকার করিল এবং গ্রামের সকল মুসলমানও সরাসরি অস্বীকার করিল যে, তাহারা কখনো এই কলেমা নিশ্চিহ্ন করিবে না, তখন এই পাপাত্মা ম্যাজিষ্ট্রেট চিন্তা করিল যে, কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে একজন খৃষ্টানকে পাকড়াও করিবে। বস্তুতঃ সে একজন খৃষ্টানকে কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে বলিল। সে বলিল যে, সে তাহার পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই কাজ করিতে পারিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল, আচ্ছা যাও এবং পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। পাদ্রী এই ফত্‌ওয়া দিল যে, দেখ, আল্লাহ্‌র সহিত তো আমাদের কোন দুশমনী নাই। আল্লাহ্‌র একত্বে আমরাও বিশ্বাসী এবং তাহারাও বিশ্বাসী। সুতরাং কোন খৃষ্টানের হাত

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" নিশ্চিহ্ন করিবে না। হাঁ, যাও এবং (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নাম নিশ্চিহ্ন কর। এই পাপিষ্ঠ এবং অভিশপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা পছন্দ করিল যে, আমাদের আকা ও মাওলা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাঃ-এর নাম একজন খৃষ্টানের হস্ত দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে সতর্ক করিতেছি এবং সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আমাদের আল্লাহ্‌র যেভাবে স্বীয় নামের জন্য মর্যাদাবোধ রহিয়াছে, সেভাবে আমাদের আকা ও মাওলা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাঃ-এর নামের জন্যও তাঁহার মর্যাদা-বোধ রহিয়াছে। হযরত মুহম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খোদার নাম নিশ্চিহ্ন হইতে দেন নাই। আমাদের খোদাও নিশ্চিহ্ন হইতে পারেন না এবং তিনি মুহাম্মাদ সাঃ-এর পবিত্র নামকে কখনো নিশ্চিহ্ন হইতে দিবেন না। অতএব হে পাকিস্তানবাসীরা! আমি তোমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিতেছি যে, যদি তোমাদের মধ্যে কোন আত্মমর্যাদাবোধ ও লজ্জা-শরম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে আইস এবং এই পবিত্র আন্দোলনে আমাদের সহিত অংশ গ্রহণ কর এবং কলেমা ইহার ইজ্জত এবং ইহার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং পৃথিবীর কোন একনায়ক ও কোন একনায়কের পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ভয় করিও না। নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করার

ইহাই সময়। খোদার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করার ইহাই সময়। আমরা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখেও লড়িব এবং পশ্চাতেও লড়িব। ডানেও লড়িব বামেও লড়িব এবং তাঁহার (সাঃ) মান-ইজ্জতের উপর কাহাকেও হামলা করিতে দিব না—ইহা প্রমাণ করার সময় ইহাই।

অতএব হে পাকিস্তানবাসীরা ! যদি তোমরা নিজেদের স্থিতি চাও তাহা হইলে নিজেদের জীবন, নিজেদের আত্মা এবং নিজেদের কলেমার হিফযত কর। আমি তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, এই কলেমার মধ্যে যেভাবে গড়ার শক্তি আছে, তেমনিভাবে ইহার মধ্যে নিশ্চিহ্ন করারও শক্তি আছে। ইহা সংযোগ স্থাপনকারী কলেমাও বটে, অন্যদিকে ইহা বিনাশকারী কলেমাও বটে। কিন্তু ইহা ঐ সকল হস্তকে বিনাশ করে, যে সকল হস্ত ইহাকে বিনাশ করার জন্য উত্তোলিত হয়। আল্লাহ্ তোমাদিগকে শুভ-বুদ্ধি দান করুন এবং তোমাদিগকে হেদায়ত নসীব করুন। আমীন !

———

কাশ্মীর ও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহমদীয়া জামা'তের মহান ভূমিকা

১। অভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার জন্য কুরআনী আহ্বান

সূরা আলে-ইমরানের ৬৫নং আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে রসূল! তুমি কিতাবীদিগকে বল, তোমরা ঐ কলেমার দিকেই আসিয়া যাও যাহা আমাদের উভয়ের মধ্যে অভিন্ন। অর্থাৎ আমরা এই কথার ভিত্তিতে একত্রিত হইয়া যাইব যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো 'ইবাদত করিব না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব না। আমাদের মধ্য হইতে কেহ খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিব না। অতএব ইহা শুনার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং মনোযোগ না দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, এখন তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তী। অর্থাৎ এই অভিন্ন আদর্শের প্রতি আহ্বান শুনার পরও যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, তাহাদের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকে না। কেননা

আল্লাহতা'লার এই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা তোমাদিগকে আল্লাহ-তা'লার একত্বের অভিন্ন আদর্শের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

ক্বুরআন করীম একটি বিস্ময়কর প্রজ্ঞাপূর্ণ কালাম। ইহা অন্যান্য মত বিরোধকে উপেক্ষা করিয়া এইরূপ একটি ঐক্যের প্রতি আহবান জানাইতেছে যাহা কিতাবীগণ ও ক্বুরআন করীমের মধ্যে একটি ল্যাণ্ড মার্কের (বিশেষ চিহ্নের) মর্যাদা রাখে। ক্বুরআন করীম এই কথা উপেক্ষা করে যে, কিতাবীগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে, নাউযুবিল্লাহ, মিথ্যাবাদী ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী মনে করে। ক্বুরআন করীম এই কথাকেও উপেক্ষা করে যে, কিতাবীগণ তাঁহার (সাঃ) প্রাণের শত্রু, তাঁহার ধর্মের শত্রু, তাহারা তাঁহার পবিত্র জামা'তকে ধ্বংস ও বরবাদ করার জন্য সদা-প্রস্তুত এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা-তার (সাঃ) ক্ষতি সাধন করার জন্য কোন ত্রুটি তাহারা করে না এবং কোন সুযোগ হাত ছাড়া করে না। এত কঠোর শত্রুতা সত্বেও ক্বুরআন করীম তাহাদিগকে অভিন্ন আদর্শের দিকে আহ্বান জানাইতেছে এবং মতবিরোধ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। এই দিক হইতেও ক্বুরআন করীম কত আশ্চর্যজনক কিতাব এবং কত মহান কালাম। ইহা সত্যের আত্মা হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত একদিকে মানবজাতির সহিত এবং অন্যদিকে আল্লাহতা'লার সহিত গভীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরণের কথা কাহারো মুখ হইতে নিঃসৃত

হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় বান্দাগণের সহিত জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে এইরূপ গভীর সম্পর্ক রাখেন যাহা ধর্মেরও ঊর্ধ্বে। ইহা হইল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান সত্ত্বার তরফ হইতে উপরোক্ত আওয়াজ বাহির না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জগদ্বাসীর ধারণায় এইরূপ কথা আসিতেই পারে না। ইহা হইল ঐ কালাম, যাহা অনুসরণ করিলে পৃথিবীর যাবতীয় মতবিরোধ দূর হইতে পারে। অভিন্ন আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোর অর্থ প্রকৃতপক্ষে মানবজাতিকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান জানানো।

ইহা এইরূপ একটি মহান শিক্ষা, যাহা কেবলমাত্র ধর্ম-জগতেই নয়, বরং রাজনীতির জগতেও এবং সামাজিক ও সংস্কৃতির জগতেও সর্ব প্রকারের মতবিরোধ সমাধানের জন্য এইরূপ Master key (প্রধান চাবি), যদ্দারা সকল প্রকারের তালা খোলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা মানবজাতি তথা জাতিবর্গের দুর্ভাগ্য যে, কুরআন করীমের এই মহান শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া মানুষ দুঃখ-কষ্টের জীবনে নিপতিত হইয়াছে এবং নিজেদের জন্য, অন্যদের জন্য, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের জন্য এবং নিজেদের দুশমনদের জন্যও একটি জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত সত্য এই যে, আজ পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান অভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার উপর নির্ভর-শীল। কিন্তু অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিন। দুর্ভাগ্যবশতঃ

ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত দেশ পাকিস্তান. সেখানকার সরকার ইসলামের প্রতি ভালবাসা পোষণের দাবী রাখে, তাহারাও এই মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষাটি বুঝিতেছে না।

২। পাকিস্তানে ক্বুরআনী আহ্বানের পরিপন্থী আন্দোলন

বস্তুতঃ আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে আজকাল যে আন্দোলন বড় জোরে শোরে চালানো হইতেছে এই আন্দোলনের সারকথা হইল প্রত্যেকটি অভিন্ন আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও। ক্বুরআন করীমের বাণীর সারকথা তো এই যে, প্রত্যেকটি বিরোধপূর্ণ আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি অভিন্ন মতাদর্শের প্রতি আহ্বান জানাও। কিন্তু পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বিরুদ্ধ-বাদীরা ঐ সকল কথা বলিতেছে, যাহা ফিরিশ্‌তাগণ বলিতেছে না। তাঁহারা খোদা-বিরোধী কথা বলিতেছে এবং খোদার তক্‌দীর বিরোধী কথা বলিতেছে। বস্তুতঃ আহ্‌মদীয়াতের দুশমনেরা এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা প্রত্যেকটি অভিন্ন আদর্শকে নির্মূল করিতে থাকিবে এবং প্রত্যেকটি বিরোধপূর্ণ আদর্শকে উস্কানী দিতে থাকিবে। আহ্‌মদীয়াতের শত্রুতায় তাহারা যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপবাদ আরোপ করিতেছে, যাহার সহিত সত্যের দূরতম সম্পর্কও নাই।

বিগত খোৎবায় আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। কেবলমাত্র নিজের ভাষাতেই নয়, বরং অন্যদের ভাষায়ও এবং আজ যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করিতেছে তাহাদের ভাষাতেও ইহা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত সদা সর্বদা ইসলামের প্রতিও বিশ্বস্ত রহিয়াছে এবং মুসলমানদের স্বার্থও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীরা কেবলমাত্র মিথ্যা কথাই বলে না, বরং তাহারা নিজেরাই হইল অভিযুক্ত এবং তাহারা নিজেরাই অপরাধী। তাহারা যেমন তেমন অপরাধী নয়, সাব্যস্তকৃত অপরাধী। বস্তুতঃ আমি অ-আহ্‌মদী পত্রিকা ও পুস্তকাদির রেফারেন্স এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাস হইতে কিছু রেফারেন্স দিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে এখন আমি আলোচনা করিব যে, যখনই ইসলাম অথবা ইসলাম জাহানের জন্য কোন বিপদ নামিয়া আসিয়াছে তখন আহ্‌মদীয়া জামা'ত খোদাতা'লার ফযলে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় সর্বদা প্রথম সাড়িতে দাঁড়াইয়াছে এবং পূর্ণ শক্তি ও সাহসের সহিত কোমর বাঁধিয়া সকল দুশমনের মোকাবেলা করিয়াছে। ইহার বিপরীত মজলিসে আহ্‌রার এবং জামা'তে ইসলামীর ভূমিকা যে ইসলামী স্বার্থের পরিপন্থি ছিল ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইহাতে অভিযোগ খুঁজিয়া বেড়ানোর কোন ফাঁক নাই। ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দিতেছে যে, ইসলাম ও

ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহাদের ভূমিকা মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

সরকারী শ্বেতপত্রে বহু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 'আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামী বিশ্ব ও ইসলামের বিরোধী উক্তিটির মধ্যে ঐ সকল অপবাদ অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় যাহা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকারে আহরার ও জামা'তে ইসলামীর তরফ হইতে বিশেষভাবে আহ্‌মদীয়া জামা'তের উপর আরোপ করা হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে যে সকল পত্র পত্রিকা, পোষ্টার, বিজ্ঞাপন এবং বই পুস্তকাদি ছাপানো হইয়াছে, এইগুলি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে পরিপূর্ণ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। এইগুলিকে যাকাত ফাণ্ড ও অন্যান্য খাতের অর্থ হইতে ভরপুর সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে গর্ব করা হইয়াছে যে, তাহারা এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। তদুপরি যে সকল অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, ঐগুলিও বড়ই অদ্ভুত। বস্তুতঃ একটি অপবাদ ইহাও লাগানো হইয়াছে যে, আহ্‌মদীয়া জামা'ত ভারতীয় এজেন্ট এবং এই অপবাদও লাগানো হইয়াছে যে, তাহারা হিন্দু মতবাদেরও এজেন্ট। এই অপবাদও লাগান হইয়াছে যে, আহ্‌মদীরা ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি এবং সকল ধনতান্ত্রিক দেশের এজেন্ট। এই অপবাদও লাগানো হইয়াছে যে, তাহারা সমাজতন্ত্রেরও প্রতিনিধি

এবং সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের এজেন্ট। আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধ-বাদীদের কাণ্ড জ্ঞান যেন লোপ পাইয়াছে। তাহারা বলে যে, আহ্‌মদীরা একই সময়ে রাশিয়ারও এজেন্ট এবং ইস্রাইলেরও এজেন্ট এবং পৃথিবীর সকল শক্তির এজেন্ট, এই শক্তিগুলি একে অন্যের যতই বিরুদ্ধবাদী হউক না কেন। কিন্তু যখন আমরা ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করি, তখন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেই কাহিনী তখন কাহিনী থাকে না, বরং তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়।

৩। আহ্‌মদীয়া জামা'তের সুস্পষ্ট অবস্থান

হিন্দু মতবাদের বা ভারতীয় এজেন্ট হওয়ার ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা একটি নেহায়েত বাজে অপবাদ। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মনগড়া কথা ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া বানানো হইয়াছে। এই সকল অপবাদের মধ্যে ইহার চাইতে অধিক কোন সারবস্তু নাই। প্রকৃত সত্য এই যে, কুরআন করীম ও সুন্নতে নব্‌বী (সাঃ) মোতাবেক আহ্‌মদীয়া জামা'তের একটি সুস্পষ্ট অবস্থান রহিয়াছে। তাহা হইলে এই যে, আহ্‌মদীরা যে দেশে বসবাস করে, যে দেশের অন্ন তাহারা ভক্ষণ করে এবং যে দেশের মাটিতে তাহাদের প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে, তাহারা সেই দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত থাকিবে। এই দিক হইতে ভারতের আহ্‌মদীরা অনিবার্যভাবে ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং

সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকিবে। ইংল্যাণ্ডের আহ্‌মদীরা অনিবার্যভাবে ইংল্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকিবে। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে বসবাসকারী আহ্‌মদীরা অনিবার্যভাবে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকিবে। ইহাই সত্য এবং বাকী সব মিথ্যা। যদি এই সকল লোক ইহাই চাহে যে, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আহ্‌মদীরা নিজ নিজ দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিয়া দিবে, তাহা হইলে ইহা হইবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং ইহা হইবে পাকিস্তান ব্যতীত সমগ্র বিশ্বে আহ্‌মদীদিগকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করার নামান্তর। অধিকন্তু অপবাদ আরোপকারীরা নিজেরাও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী মুসলমান, আরবে বসবাসকারী মুসলমান, আফ্রিকায় বসবাসকারী মুসলমান এবং অন্যান্য মহাদেশে বসবাসকারী মুসলমান—ইহারা সকলেই কি নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক? এইরূপ প্রশ্নই উঠে না। এই জন্য ইহা একটি নিছক কল্পিত কাহিনী। ইহাকে একটি আবেগপূর্ণ রোয়েদাদে পরিণত করিয়া উপস্থাপন করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের অপবাদ আরোপকারীরা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতক। জগদ্বাসী জানে যে, বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের ঘাড়ের উপর দুইটি ভূত সওয়ার রহিয়াছে। একটি হইল জামা'তে ইসলামীর ভূত এবং অন্যটি হইল মজলিসে আহরারের ভূত। বহির্বিশ্ব হইতে যখন প্রশ্ন উঠে এবং মানুষ যখন বলে—তোমাদের (অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের)

কি হইয়াছে, তোমরা পাগল হইয়া গিয়াছ, এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ কার্যকলাপ কেন করিতেছ? তখন তাহারা বলে—এই যে দুইটি মুসিবত রহিয়াছে? (অর্থাৎ জামা'তে ইসলামী ও মজলিসে আহরার—অনুবাদক), ইহারা আমাদের পিছন ছাড়ে না এবং আমাদের কথা শুনেনা। ইহারা জন সাধারণকে বিগড়াইয়া দিয়াছে। অতএব জনগণের চাপে পড়িয়া আমরা আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এই দুইটি ভূতের ঘাড়ের উপর বর্তমা সরকার স্বয়ং সওয়ার হইয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থে ইহাদিগকে ব্যবহার করিতেছে এবং যতদিন পর্যন্ত ইহাদের দ্বারা সরকারের স্বার্থ উদ্ধার হইবে ততদিন পর্যন্ত সরকার ইহাদিগকে ব্যবহার করিবে। অতঃপর সরকার ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। অপর-ন দিকে জামা'তে ইসলামী এবং আহরারী মোল্লারাও এই একই মতলব লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। উভয়ের ঈমানের কাহিনী একই প্রকার।

বস্তুতঃ ইহাদের স্বার্থের সহিত যখনই সরকারের স্বার্থের সংঘাত দেখা দিবে, তখনই ইহারা এই সরকারকে পরিত্যাগ করিবে এবং নিজেদের স্বার্থের কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। যাহ হউক, ইহা একটি দায়ে-পড়া বন্ধুত্ব ও দায়ে-পড়া সম্পর্ক। ইহা

যে কোন সময়েই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এইরূপ সম্পর্ক পূর্বেও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এখনও ইনশাআল্লাহ্ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

এখন আমি বলিতে চাই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জামা'তে ইসলামী ও আহরারী মোল্লাদেয় কি অবস্থা ছিল? তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? তাহারা হিন্দু এবং হিন্দু মতবাদকে কি মনে করিত? মুসলিম দেশসমূহের প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ ছিল? এই সম্বন্ধে আমি দুই একটি উদাহরণ উপস্থাপন করিতেছি। সর্বপ্রথম আমি মজলিসে আহরার সম্বন্ধে বলিতেছি। মজলিসে আহরার কিভাবে স্থাপিত হইল, তাহা "Freedom movement in kashmir" (কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলন) নামক একটি বিখ্যাত পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়। এই পুস্তক প্রণেতার নাম গোলাম হোসেন খান। ভারতের নূতন দিল্লীর 'লাইট এণ্ড লাইফ পাবলিশার্স" ১৯৮০ সালে পুস্তকটি প্রকাশ করে। ইহাতে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাশ্মীর আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার মজলিসে আহরারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখেন :—

"মজলিসে আহরার কংগ্রেসের ষ্টেজে কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনে স্থাপিত হইল। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী সাহেব ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন এবং ইহার

নাম "মজলিসে আহরারে ইসলাম, হিন্দ" রাখা হইল।" তিনি আরও লেখেন :—

"হিন্দু পণ্ডিতেরা মুসলমানদের সম্মিলিত আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করার জন্য মুসলমানদের ফিরকাবাজীকে অবৈধভাবে কাজে লাগাইল।"

হিন্দুরা মজলিসে আহ্‌রারকে কিভাবে কাজে লাগাইয়াছে, ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া উল্লেখিত গ্রন্থকার অবশেষে লিখেন :—

"হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায় কোন কোন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা এবং মীর ওয়ায়েজের সঙ্গী-সাথী ও মির্যা গোলাম মোস্তফা আসাদউল্লাহ উকিল প্রভৃতির সহিত গোপন চুক্তি করেন এবং গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন এবং উস্কানী প্রদান করেন যে, শেখ আবদুল্লাহ আহমদীয়া জামা'তের সহিত মিলিত হইয়া তাহার ধর্মীয় নেতৃত্ব (অর্থাৎ মীর ওয়ায়েজের ধর্মীয় নেতৃত্ব) শেষ করিয়া দিতে চাহিতেছে। এই ভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করা হইল।"

সুতরাং ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, হিন্দুরা ও হিন্দু কংগ্রেস মজলিসে আহরারকে জন্ম দিয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থে তাহাদিকে ব্যবহার করিয়াছে। ইহা একটি প্রকাশ্য ঘটনা। ইহার আরও প্রমাণ রহিয়াছে। এই গুলির কয়েকটির বিবরণ আমি

পূর্বেই দিয়াছি। আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে, যেগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

লাহোরের "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী জাফর আলী খান সাহেব আহরারদের প্রথম সারির মুজাহীদ ছিলেন। যদিও তিনি তওবাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অনেক পরে। এক সুদীর্ঘ সময় তিনি আহরারদের ওকালিতর কর্তব্য পালন করেন এবং নিজ পত্রিকায় আহরারদিগকে অনেক উস্কানী দেন। মৌলভী জাফর আলী খান সাহেব হিন্দুদের সহিত মুসলমান-দের সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং গান্ধীজী সম্বন্ধে নিজের ধারণা একটি কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ছিল খিলাফত আন্দোলনের যুগ অর্থাৎ যেই দিনগুলিতে এই আন্দোলন চলিতেছিল যে. ইংরেজরা খিলাফতের উপর হামলা করিয়াছে। অতএব মুসলমানেরা অসহযোগ আন্দোলন করিবে এবং ইংরেজ-দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আফগানিস্তানে চলিয়া যাইবে। বস্তুতঃ মুসলমানদের খিলাফত রক্ষার ব্যাপারে এই. যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, ইহা সম্বন্ধে আহরাররা বলে, এই ঘোষণা গান্ধীজী করিয়াছিলেন উপরোক্ত কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"গান্ধী আজ যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছেন।
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে।

ভারত বর্ষে একটি নুতন আত্মা ফুঁকিয়া দিয়া
তিনি স্বাধীন জীবনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।
তিনি খিলাফতের নামে দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।"
সব কিছু খোদার রাস্তায় কুরবান করিয়া দিয়াছেন।

ইনিই হইলেন তাহাদের পীর ও মোরশেদ! ইনিই তাহাদের খিলাফত রক্ষাকারী! ইনিই হইলেন তাহাদের পরমাত্মীয়! কিন্তু তাহারা আজ লম্ফ ঝম্প দিয়া আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে যে, জনাব গান্ধী সাহেব খিলাফতের জন্য স্বীয় দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। আরও শুনুন বলা হইতেছে :—

"পরোয়ার দিগার খোদা হইলেন গুণগ্রাহী,
তিনি জানিয়া বুঝিয়াই গান্ধীকেও এই মর্যাদা দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ ইহা কোন মানুষের ব্যাপার নয় যে, ভুল হইয়া গেল। বলা হইতেছে, হযরত গান্ধীজীকে খোদাতা'লা চিনিয়াই এই মর্যাদা দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে যেন ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে এবং মুসলমান মায়েদের গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণকারী একজনও ছিল না, যে খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়াইতে পারিত। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা কেবলমাত্র গান্ধীজীকে দেখিতে পাইলেন,

যিনি ইসলামী খিলাফতকে রক্ষা করার শক্তি ও সাহস রাখিতেন। বলা হইতেছে, খোদাতা'লা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তিনি চিনিয়াই গান্ধীজীকে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন।

এই মৌলভী জাফর আলী খান সাহেবই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে বলেন :—

"পাঁচ বৎসর পূর্বে এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাও কাহারো ছিল না। গান্ধীজী, লালা লাজপত রায়, মালভীজী এবং মতি লাল নেহেরু সম্বন্ধে মনে হয় যে ইহা তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু পূর্বে কি তাঁহাদের মধ্যে এই শক্তি ছিল না? আমি (অর্থাৎ জাফর আলী খান) বলিতেছি যে, ইহা হইল স্বর্গীয় শক্তি। এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে না। হিন্দুগণ এবং মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহার প্রতিদান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

অর্থাৎ মৌলভী জাফর আলী খান সাহেব বলিতেছেন যে, মুসলমানদের উপর হিন্দুগণ এবং মহাত্মা গান্ধী যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমরা ইহার প্রতিদান দিতে অসমর্থ। আমাদের সেই অর্থ সম্পদ নাই। কিন্তু প্রাণতো আছে। তাহা দিতে আমরা সদা প্রস্তুত। ইহারা হইল ঐ সকল লোক, যাহারা পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের উপর হিন্দুদের এজেন্ট হওয়ার অপবাদ

লাগাইতেছে। অবশ্য আমি পূর্বেও বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশের আহ্‌মদী ঐ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্বিধায় আমরা এই ঘোষণা করিতেছি যে, ভারতে বসবাসকারী আহ্‌মদীদের ইহা অবশ্য কর্তব্য যে নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি তাহারা বিশ্বস্ত থাকিবে এবং যে দেশের মাটিতে তাহারা প্রতিপালিত হইতেছে সেই দেশের সহিত তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। আমি অবশ্য তাহাদের কথা বলিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অভিযোগ হইল এই যে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহ্‌মদীরা ভারতের হিন্দুদের এজেন্ট এবং ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং পকিস্তানের সহিত তাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সম্পূর্ণ-রূপে মিথ্যা। যাহারা হিন্দুদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ভারতের এজেন্ট, তাহারা নিজেদের লেখা দ্বারাই ইহা সাব্যস্ত করিতেছে।

৪। জামা'তে ইসলামীর ভূমিকা

এবার আসুন আমরা দেখি, জামা'তে ইসলামীর ইসলাম-প্রীতি এবং ইসলামী দেশ সমূহের প্রতি তাহাদের ভালবাসা ও সম্পর্ক কিরূপ ছিল। আমি যেমন পূর্বে বলিয়াছি, যতদিন পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রসমূহে তেল বাহির হয় নাই ততদিন পর্যন্ত তাহারা জানিতই না যে, ইসলাম কোথায় আছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত ইসলামের কি সম্পর্ক রহিয়াছে, এই সম্বন্ধেও

তাহারা বেখবর ছিল। কিন্তু যখন তেলের সম্পদ আরবে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাদের চোখ পড়িল এবং তাহারা জানিতে পারিল যে, এখানে তো খোদা আছেন এবং এখানে খোদা ওয়ালা মানুষ আছেন। ইহার পূর্বে আরবে কি ছিল, তাহা মৌলভী মওদুদীর ভাষাতেই শুনুন ; তিনি বর্তমান পাকিস্তান সরকারের বুযুর্গগণের পিতা ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে জগদ্বাসী প্রশংসা করিতেছে যে, তিনি বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি আরববাসীদের অনেক সেবা করিয়াছেন এবং মুসলিম জাহানের জন্যও তিনি বড় কুরবাণী করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরবদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা একবার শুনুন। তিনি বলেন :—

"হেজায সরকারের (অর্থাৎ শাহ্ আবদুল আযীয এবং তাঁহার পরে তাঁহার সন্তানেরা) বদৌলতে আরব ভূমিতে জাহেলিয়াত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পবিত্র কা'বার ব্যবস্থাপকরা বেনারস ও হরিদ্বারের পাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।"

"খোৎবাতে সৈয়্যদ আবুল আলা মওদুদী' এর ৭ম সংস্করণের ১৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ লেখা রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া মানুষ হতবাক হইয়া যায়। ইহা একটি অত্যন্ত গভীর শত্রুতার অভিব্যক্তি। এইরূপ মনে হয়, এক

ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবৎ বিষ প্রস্তুত করিতেছিল এবং এখন তাহার বিষোদগার করার সময় ও সুযোগ হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, অবশিষ্ট মুসলমানদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কেননা তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এবং তিনি ঐ সকল কথাই বলিয়া দিয়াছেন, যাহা তাঁহার নযরে পড়িয়াছে। কিন্তু আমি আপনা-দিগকে বলিতেছি, অবশিষ্ট ইসলামী বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধারণা তিনি পরিবর্তন করেন নাই। তিনি বলেন :—

"একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে যখন আমি পৃথিবীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন ইহাতে আমি সন্তুষ্টি প্রকাশের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইনা যে, তুরস্কের উপর তুর্কী, ইরানের উপর ইরানী, আফগানিস্তানের উপর আফগান শাসক শাসন করিতেছে।"

মৌলভী সাহেবের নিকট আনন্দের অভিব্যক্তি তখনই হইত, যদি এই সকল দেশে হিন্দু শাসক থাকিত, রুশ শাসক থাকিত অথবা ইংরেজ আসিয়া লোকদের উপর শাসন করিত। যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মৌলানা আনন্দের কারণ খুঁজিয়া পাইতেন। কিন্তু তিনি বলেন, "আমি কিরূপে খুশীর অভিব্যক্তি করিব? আমি তো তুরস্কের উপর তুর্কী শাসক দেখিতেছি, আফগানিস্তানের উপর

আফগান শাসক দেখিতেছি এবং অনুরূপভাবে ইরানের উপর ইরানী শাসক দেখিতেছি। তাহারা আমার শাসনও গ্রহণ করেনা এবং অন্য কোন দেশেরও শাসন গ্রহণ করেনা। অতএব আমি কিরূপে খুশী হইতে পারি?" তিনি নিজেই ইহার একটি কারণ দর্শাইতেছেন। দেখুন, ইহা কিরূপ মহান ইসলামী কারণ (?)। তিনি বলেন :—

"মুসলমান হওয়ার দরুণ আমি 'জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক সরকার, জনগণের জন্য সরকার'—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসীই নই।"

মৌলানা সাহেব বলিতে চাহিতেছেন যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা "Governn ent of the people, by the people, for the people" ইহাতে তিনি বিশ্বাসীই নন। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, তিনি ইহাতে বিশ্বাসই করেন না। সুতরাং মুসলিম দেশ সমূহে যে সকল ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার খুব খারাপ লাগিতেছে। তিনি এই যুক্তি দাঁড় করাইয়াছেন যে, তাহাদের কি যোগ্যতা আছে যে তাহারা নিজেদের মুসলিম দেশ সমূহে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া গিয়াছে? কাজেই মনে হইতেছে যে, মাওলানা সাহেবের বলার উদ্দেশ্য হইল যেহেতু মুসলিম দেশ সমূহের প্রজাতান্ত্রিক সরকার অমুসলিম দেশ সমূহের প্রজা-

তান্ত্রিক সরকার হইতে উত্তম নয়, সেহেতু তিনি মুসলিম দেশ সমূহের প্রজাতান্ত্রিক সরকারগুলিকে পছন্দ করেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার যুক্তি এই যে, যদিও অন্যদের অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের মর্যাদা মুসলমানদের মোকাবেলায় নগণ্য, তথাপি তাহাদের সরকারগুলি গণতান্ত্রিক। সুতরাং এই সকল উত্তম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মোকাবেলায় তাঁহার নিকট মুসলমানদের নগণ্য প্রজাতান্ত্রিক সরকার পছন্দনীয় নয়। মওদুদী সাহেবের বিবরণ হইতে এই সুধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সুধারণা তাঁহার নিম্ন বর্ণিত লেখা দ্বারা তৎক্ষণাৎ নস্যাৎ হইয়া যায়, যখন তিনি অমুসলমান ও মুসলমান—উভয় সরকার সম্বন্ধে এই ফত্ওয়া দিতেছেন :—

"অমুলমানরা যদি যাল্লিনদের' (পথ ভ্রষ্টদের) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহারা (অর্থাৎ মুসলমানরা—অনুবাদক) মাগযুবে আলাইহিম' (তাহাদের উপর গযব) এর সংজ্ঞায় পড়িয়া যায়।"

মিশর সম্বন্ধে মাওলানা বলেন :—

"আজ মিশরের বর্তমান সামরিক একনায়ক যুলুমের যে পাহাড় আখোয়ানদের উপর চাপাইয়া দিতেছে, ইহা প্রাচীন কালের ফির'আওনের স্মৃতিকে তাজা করিয়া দিয়াছে।

মুদ্দাকথা, মুসলমান সরকারগুলির বিরুদ্ধে মওদুদী সাহেব ভয়ানক ক্রোধাগ্নি পোষণ করিতেন। ইহাই হইল মওদুদী

সাহেবের ধ্যান-ধারণা এবং জামা'তে ইসলামী ইহারই অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু আজ তাহারা লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কথা বলিতেছে ও আহ্‌মদীয়া জামা'তের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া চলিয়াছে এবং আহ্‌মদীয়া জামা'তকে মুসলমান দেশসমূহের প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস বলিয়া দিবে যে, মুসলমান দেশ সমূহের স্বপক্ষে আহ্‌মদীয়া জামা'তের ভূমিকা কি ছিল এবং সকল সময়ের ন্যায় আজও কি ভূমিকা রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ভূমিকা থাকিবে।

৫। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সেবা ও খেদমত

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতি বিশেষভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে যে আহ্‌মদীয়া জামা'ত সর্বদা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে—চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফরউল্লাহ্ খান কাশ্মীরের স্বার্থের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এবং আহ্‌মদীয়া জামা'ত কাশ্মীরের স্বার্থের বিরুদ্ধে চেষ্টা-তদবীর করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে উল্টা কাহিনী এবং খুব বড় ধরণের একটি মিথ্যা ও অপবাদ। ইহাতে তাহাদের সামন্যতম খোদার ভয়ও হয় নাই। বস্তুতঃ জাষ্টিস

মুনীর তাঁহার তদন্ত রিপোর্টে এই বিষয়টি বিশেষভাবে নোট করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের এই দুঃসাহস ও অপবাদ আরোপ সম্বন্ধে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি করিয়াছেন যে, যাহারা প্রথম সারির মুজাহিদ তাহাদিগকে পাকিস্তানের দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করা হইতেছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্য যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আহ্‌মদীয়া জামা'তের চাইতে অধিক অন্য কোন ইসলামী জামা'ত বা কোন ধর্মীয় জামা'ত মহান সেবা ও খিদমত সম্পাদন করে নাই। বস্তুতঃ "তুলুয়ে ইসলাম" পত্রিকা ১৯৪৮ সালের মার্চ সংখ্যায় চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে যে জিহাদ করেন তাহার বিবরণ দেয়। পত্রিকাটি সংক্ষেপে লেখে :—

"সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তান এইরূপ একজন যোগ্য উকিল লাভ করিয়াছে, যিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার দাবী-দাওয়াগুলি এইভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ মুসার লাঠি হইয়া রশির সকল সাপকে গিলিয়া ফেলিল এবং জগদ্বাসী দেখিল যে, "ইন্নাল্ বাতেলা কানা যাহুকা"—মিথ্যার এই জন্যই জন্ম হইয়াছে যে উহা সত্যের মোকাবেলায় ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।"

গতকাল পর্যন্ত তোমরা এই কথা বলিতেছিলে, কিন্তু আজ তোমরা আহ্‌মদীদিগকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিতেছ ?

জাষ্টিস মুনীর "বাউণ্ডারী কমিশনে" অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ১৯৫৩ সনে তদন্তকারী আদালতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের তরফ হইতে যখন এই প্রশ্ন উঠানো হইল যে, গুরুদাসপুর সম্বন্ধে চৌধুরী সাহেব অমুক কথা বলেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে অমুক কথা বলেন প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে অমুক কথা বলেন. তখন জাষ্টিস মুনীর পূর্ণ অনুসন্ধানের পর লেখেনঃ—

"চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব মুসলমান দর নেহায়েত নি স্বার্থ সেবা করিয়াছেন। এতদ্‌সত্বেও কোন কোন জামা'ত তদন্তকারী আদালতে তাঁহার সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা লজ্জাস্কর এবং অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ।"

৬। কাশ্মীরের জিহাদে "ফুরকান বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন

যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছিল. তখন সর্বপ্রথম কাশ্মীরের প্রতি আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইমাম মনোযোগ প্রদান করেন। তিনিই কাশ্মীরে জিহাদের সূচনা করেন। তাঁহার আহ্বানে আহ্‌মদীয়া জামা'তের যুবক, বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ও

অনভিজ্ঞ সকলেই এই জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল এবং অর্গানাইজেশন অর্থাৎ সংগঠন কায়েম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এখন একটি ঐতিহাসিক সত্য। শত চেষ্টা করিয়াও আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা ইহাকে এখন উপেক্ষা করিতে ও মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। যে সময় পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য রীতিমত চেষ্টা করা হইতেছিল, অথবা নিজেদের পক্ষ হইতে আজাদ ফোর্স যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিল, তখন ইহার বিরুদ্ধে জামা'তে ইসলামীর পক্ষ হইতে ভয়ঙ্কর ফত্‌ওয়া লাগাইতেছিল। জামা'তে ইসলামী ঘোষণা করিতেছিল যে, ইহা জিহাদ নহে এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয় যে, ইহা জিহাদ। তাহারা আরও বলিল যে, তোমরা ইহার নাম যাহা খুশী তাহাই রাখিতে পার; কিন্তু ইহাকে জিহাদ বলিতে পার না। অর্থাৎ একটি মযলুম দেশ, যেখানে মুসলমানদের জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল এবং যাহাদের হিফাযতের জন্য চারিপার্শ্বের মুসলমান দেশগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের হিফাযতের জন্য চেষ্টারত ছিল, সেখানে তাহাদের সম্বন্ধে জামা'তে ইসলামীর এই ফত্‌ওয়া প্রকাশিত হইতেছিল যে, এই সংগ্রামের নিকটেও যাইও না, ইহা জিহাদ নহে।

তখন আহ্‌মদীয়া জামা'তে "ফুরকান বাহিনী" গঠন করিল। নিজেদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহ্‌মদীয়া জামা'তই এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য বাহিনী দিয়াছিল। পরবর্তীতে এই ব্যাটালিয়ানকে সরকার যথারীতি স্বীকৃতি দান করিয়া নিজেদে সেনা বাহিনীতে গ্রহণ করিল। অতঃপর যখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এই ব্যাটালিয়ান খুবই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। এই ব্যাটালিয়ানে তখন এইরূপ যুবকেরাও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, যাহারা নিজেদের মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। ঐতিহাসিকভাবে এইরূপ ঘটনা সংরক্ষিত রহিয়াছে যে, যখন আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইমাম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা করেন, তখন কোন কোন গ্রামে এই ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি হয় নাই। তাহারা মনে করিতেছিল যে, ইহা একটি সাধারণ ঘোষণা। ইহাতে অংশগ্রহণ না করিলে তেমন কি যায় আসে। তাহাদের ধারণা ছিল, যদি কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘোষণা হয় বা জামা'তের খেদমত সংক্রান্ত কোন বিষয় হয় তাহা হইলে তাহারা প্রস্তুত আছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতার ব্যাপারে অন্যান্য সকল মুসলমানইতো রহিয়াছে। তাহারাই সংগ্রাম করিতে থাকিবে। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ নাওয়া রাল্লাহু মারকাদাহু (আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার কবরকে উজ্জ্বল করুন) ইহার প্রতি খুবই মনোযোগী

ছিলেন। যখন গ্রামের লোকেরা কেহ নাম পেশ করিল না, তখন যে ব্যক্তি পয়গাম লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "তোমরা ধারণা করিতে পারিবে না যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এই ব্যাপারে কতখানি চিন্তিত। তোমরা উঠ, ইসলামী বিশ্বের জন্য কুরবানী পেশ কর।"

ঐ সময় যিনি পয়গাম লইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলেন, "একজন মহিলা দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমিতো অবাক হইয়া গিয়াছি এবং সরমে মরিয়া যাইতেছি যে, যুগ খলীফার পয়গাম আসিল, কিন্তু তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ। আমার একটি মাত্র পুত্র আছে। আমি তাহাকে পেশ করিতেছি এবং এই দো'আর সঙ্গে পেশ করিতেছি যে, খোদা তাহাকে শহীদ করিয়া দাও এবং তাহার মুখ দেখার নসীব যেন আমার না হয়।" আহ্মদী মায়েরা এই আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখাইয়াছিল। বস্তুতঃ হযরত মোসলেহ্ মাওউদ নাওয়ারাল্লাহ্ মরকাদাহু তাঁহার বক্তৃতায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, "দেখ, যখন এই কথা আমার কানে আসিল তখন, খোদার কসম, আমার হৃদয় হইতে এই আওয়াজ বাহির হইল, হে খোদা! যদি তুমি এই মহিলার পুত্রের শাহাদাত অবধারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি নিবেদন জানাইতেছি যে,

আমার পুত্রকে নিয়া নাও এবং এই মায়ের পুত্রকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দাও।

ইহাই হইল আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যগণের আবেগ, যাহারা কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জেহাদ করিয়াছিলেন। তোমরা এখন আসিয়া হাযির হইয়াছ এবং বড় বড় কথা বলিতেছ। তোমাদের পুত্ররা ঐ সময় কোথায় ছিল? কোথায় ছিল আতাউল্লাহ্‌ শাহ্‌ বোখারীর পুত্ররা? কোথায় ছিল মৌলভী মওদুদীর পুত্ররা ও তাহার অনুচরবৃন্দ? ইহারা তো জেহাদের ময়দান হইতে বহু ক্রোশ দূরে বসিয়া রহিয়াছিল। ইহাদিগকে কেহ কখনও জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইতে দেখে নাই। হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ নাওয়া রাল্লাহ্‌ মরকাদাহু কেবলমাত্র জেহাদের ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং কার্যতঃ তিনি নিজ পুত্রকে কাশ্মীর ফ্রন্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা রণক্ষেত্রে যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাশায়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনাহারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) কঠিন ব্যাধির দরুনও তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেন নাই। আমার স্মরণ আছে, কোন কোন ছেলে তাহাদের অশেষ কষ্টের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। তাহাদের কেহ

কেহ রক্তামাশয়েও আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা লিখিল যে আমাদিগকে ফিরিয়া আসার অনুমতি দিন। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলিলেন, না, তোমাদের যে অবস্থাই হউক না কেন, তোমাদিগকে সেখানেই থাকিতে হইবে এবং দেশ ও ধর্মের সেবা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থায় আহ্মদীয়া জামা'তের এই নিঃস্বার্থ খেদমত দেখিয়া কোন কোন খোদা-ভীরু অ-আহ্মদীও এই বিষয়টি অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহারা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই সাক্ষ্য আমাদের নিকট মওজুদ আছে। শিয়ালকোটের 'জমায়াতুল মাশায়েখ' এর প্রেসিডেন্ট হাকিম আহ্মদ দীন সাহেব তাঁহার পত্রিকা "কায়েদে আজম"-এ ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে লিখেন ঃ—

"বর্তমানে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আহ্মদীদের (কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের) ভূমিকা শীর্ষস্থানীয়। তাহারা পূর্ব হইতেই সুসংগঠিত। নামায, রোযা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাহারা নিয়মানু-বর্তি। এই দেশ ছাড়াও বহির্দেশেও তাহাদের প্রচারকরা আহ্মদীয়াত প্রচারে সফল হইয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলীম লীগকে কৃতকার্য করার জন্য আহ্মদীয়া জামা'তের অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কাশ্মীরের জেহাদে যে নিষ্ঠা ও একগ্রতার সহিত আহ্মদীয়া জামা'ত আজাদ কাশ্মীরের মোজাহি-

দদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অংশগ্রহণ করিয়াছে ও কোরবানী করিয়াছে, আমাদের মতে মুসমানদের অন্য কোন সম্প্রদায় এই যাবৎ এইরূপ নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত তাহা করে নাই। এই সকল কাজের জন্য আমরা আহ্‌মদী বুযুর্গগণের প্রশংসা করি ও তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা দো'আ করি, আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে দেশ ও ধর্মের আরও অধিক খেদমত করার তওফিক দান করুন।"

ঐ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন কমাণ্ডার ইন-চীফ্‌ ফোরকান বাহিনীকে খুবই চমৎকার ভাষায় প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন এবং ফোরকান ব্যাটালিয়ানের নওজোয়ানদিগকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। উক্ত সার্টিফিকেটে অতি চমৎকার ভাষায় তাহাদের খেদমতের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা একটি দীর্ঘ সার্টিফিকেট। ইহা হইতে দুইটি উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। সার্টিফিকেটে তিনি লিখেন :—

"আপনাদের ব্যাটালিয়ান সমাজের সর্বস্তরের লোকের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী নিজ ব্যয়ে সৈনিকের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। তাহারা কেহ বেতন-ভোগী ছিল না—খোৎবা প্রদানকারী)। ইহাতে নওজোয়ান কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী সকলেই পাকিস্তানের খেদমতের আবেগে বিভোর ছিল। আপনারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে নিস্বার্থ-

ভাবে প্রাণের কোরবানী পেশ করিয়াছেন। আপনারা কোন পারিশ্রমিক দাবী করেন নাই এবং কোন প্রকার খ্যাতি লাভের বাসনাও আপনাদের মধ্যে ছিল না। আপনাদের দায়িত্বে কাশ্মীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট ন্যস্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের উপর আমাদের যে আস্থা ছিল, তাহা আপনারা খুব শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন। যুদ্ধে দুশমনদের খুব বিশাল স্থল ও বিমান বাহিনীর মোকাবেলায় আপনারা নিজেদের ভূমির এক ইঞ্চিও হাতছাড়া না করিয়া নিজেদের দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।"

বর্তমান পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে আজ যাহারা পাকিস্তান, ইসলাম ও ইসলামী দেশ সমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, ইহাই হউক তাহাদের কাহিনী। তাহা হইলে তোমরাও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেখাও।

৭। আত্মোৎসর্গকারী আহ্‌মদী মিলিটারী অফিসারদের মর্মান্তিক চরিত্র হনন

অন্ততঃপক্ষে সামরিক সরকারের নিজেদের সৈন্যদের সম্মান করাতো উচিত ছিল, বিশেষ করিয়া ঐ সকল সৈন্যদের যাহাদিগকে 'সেতারায়ে কায়দে আজম' এবং 'হেলালে জুরাত' এর

ন্যায় খেতাবে ভূষিত করা হইয়াছে এবং যাহাদের বীরত্বের কাহিনী পাকিস্তানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আফ্‌সোস, আহ্‌মদীয়াতের দুশমনীতে অন্ধ হইয়া দেশ ও ধর্মের জন্য দৃষ্টান্ত বিহীন আত্মোৎসর্গকারীদের নামেও আজ কলঙ্ক আরোপ করা হইতেছে এবং চার পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্রে দুই পয়সা মূল্যের লোকদের দ্বারা প্রবন্ধ লেখানো হইতেছে যে, সকল আহ্‌মদী মিলিটারী অফিসার বিশ্বাসঘাতক ছিল। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সেদিন পর্যন্ত যে কথা বলা হইতেছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। তোমরা তাহাও একটু শুনিয়া রাখ।

জেনারেল আখতার হোসেন মালেক, জেনারেল আবদুল আলী মালেক এবং আমাদের অন্যান্য জেনারেল ও সেনাবাহিনীর সদস্য সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় এইরূপ আজে বাজে প্রবন্ধ লেখানো হইতেছে যে, মানুষ অবাক হইয়া যায় যে, বিরুদ্ধাচরণে ইহারা কিরূপ পাগল হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) সরফরাজ খান, হেলালে জুরাত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বহুকাল পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজ অতীত স্মৃতির ভিত্তিতে পাক-ভারত যুদ্ধ সমূহের পর্যালোচনা করিতে গিয়া লাহোরস্থ "জং" পত্রিকার ১৯৮৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেন :—

"আখতার মালেক যে সুকৌশলে 'ছম্ব' আক্রমণ করেন, উহাকে গৌরবোজ্জ্বল বিজয় ছাড়া অন্য কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার অবস্থান এইরূপ ছিল যে, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া 'জড়িয়া' দখল করিতে পারিতেন। ছম্বের পর শত্রুরা পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং জড়িয়া খালি করার জন্য তিনি কেবলমাত্র পাক-বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এইরূপ হইতে দেওয়া হইল না। কেননা ইয়াহিয়া খানকে পাকাপোক্তভাবে বসানোর এবং বিজয়ীরমুকুট তাহার শীরে স্থাপন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্ষতি কাহাদের হইল? ভারতকে সম্পুর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেওয়ার সুযোগ হাত ছাড়া হইয়া গেল।"

ইহারা হইল আহ্‌মদী বিশ্বাসঘাতক (?)। এই বিষয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সব কিছু উপস্থাপন করার সময় নাই। আমি সংক্ষেপে কেবলমাত্র উক্ত সংবাদ পত্রগুলির নাম বলিয়া দিতেছি। "জং" পত্রিকা লাহোর, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ ইং, মাসিক "হেকায়েত", এপ্রিল ১৯৭৩ ইং, সাময়িকী "আল-ফাত্তাহ্," ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ইং, 'জং" পত্রিকা, ১২ই এপ্রিল, ১৯৮৩ ইং, এই সকল ঘটনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে 'মকতুবা আলীয়া" আইবেক রোড, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "ওয়াতেন কে পাঁচবান" এ ইসলামের এই পাকিস্তানী আহ্‌মদী

বাহাদুরদের বীরত্ব ও পরাক্রমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহা একজন আহ্‌মদীর দেশ-প্রেমের আবেগ ও মাতৃ ভূমির জন্য কুরবানীর উজ্জ্বল প্রমাণ। যাহা হউক, "জং" পত্রিকা ইহার ১৯৮৩ ইং সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখিতেছে যে, ভারতের জন্য জেনারেল আখতার মালিক এইরূপ মারাত্মক বিপদের কারণ ছিল যে, প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রী স্বয়ং ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধানকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন, মেজর জেনারেল আখতার হোসেন মালিক যেন কোন অবস্থাতেই বাঁচিতে না পারে। ইহাতো বহু পুরাতন পত্রিকা নহে ; মাত্র দুই বৎসর পূর্বেকার পত্রিকা।

যে সুরেশ কাশ্মীরী সমগ্র জীবন আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণে বিনষ্ট করিল, তাহার হৃদয়ের অবস্থার কথা শ্রবণ করুন। যখন ইসলামের জন্য, বা মুসলমানদের জন্য, বা নিজেদের মাতৃভূমির জন্য আহ্‌মদীরা ময়দানে গিয়া যুদ্ধ করে তখন তাহা এতই সুন্দর দেখায় এবং উক্ত ময়দানে তাহারা এইরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, দুশমনেরাও 'সাবাস' 'সাবাস' বলিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যদিও পরে তাহারা অনিবার্যভাবে গাল-মন্দ করিতে থাকে, তথাপি যাহা হৃদয়ের আওয়াজ, যাহা সত্য কথা, তাহাতো হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়ে। অতএব সুরেশ কাশ্মীরী ঐ সময়ে যখন জেনারেল আখতার মালিকের মহান ভূমিকা পর্যবেক্ষন করেন, তখন তিনিও এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন যে :—

"দেহেলী সর জমীন নে পুকারা হ্যায় সাথিও
আখতার মালিক কা হাত বাটাতে হুয়ে চলো।
গঙ্গা কি ওয়াদীয়ো কো বাতা দো কে হাম হ্যায় কোন্
যমুনা পে জুলফিকার চালাতে হুয়ে চলো।"

(উপরোক্ত উর্দ্দু কবিতাটির অর্থঃ- হে সাথীরা ! দিল্লীর মাটি আমাদিগকে ডাক দিতেছে। আখতার মালিকের হাত মজবুত করিতে করিতে চলো। গঙ্গার সমতল ভূমির অধিবাসী-দিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা কে। যমুনায় আলীর তলোয়ার চালাইতে চালাইতে অগ্রসর হও। —অনুবাদক)

যখন রণক্ষেত্র সরগরম ছিল তখন সুরেশ কাশ্মীরী অন্য কোন জেনারেলকে দেখিতে পান নাই, যাহার হাতকে মজবুত করিতে করিতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কথা তিনি বলিতে পারিতেন। দিল্লীর মাটি যাহাকে ডাক দিয়াছিল, সে ছিল আহ্‌মদী মায়ের পুত্র। এই আহ্‌মদী বিদ্বেষী ব্যক্তি রণক্ষেত্রে আহ্‌মদী বাহাদুরকেই দেখিতে পাইতেছিল। আখতার মালিক বেচারাতো পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এতটুকু বিবেকও নাই। তাহারা তাঁহার মাজারকে লাঠি পেটা করিতেছে। তিনিতো ছিলেন পাকিস্তানের একজন মহান দেশ প্রেমিক জেনারেল। তাঁহার বীরত্ব ও যোগ্যতা জগতব্যাপী স্বীকৃত। এবার আসা যাক জেনারেল আবদুল আলী মালিকের কথা। তিনিতো অবসর প্রাপ্ত জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু তিনি

যখন ইসলামী দেশের ইসলামী সরকারের এই চেলা চামুণ্ডাদিগকে তাঁহাকে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক এবং ইসলামী দেশসমূহের দুশমন বলিতে শুনেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি হইতে পারে? এই সেদিনও আবদুল আলী মালিক তোমাদের হিরো ছিল। যখন গোটা চবিন্দা বিপদগ্রস্ত ছিল, মাত্র চবিন্দাই নয়, বরং যখন গোটা সেক্টর মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত ছিল এবং তাঁহার উপরস্থ জর্ণেল তাঁহাকে নির্দেশ দিতেছিলেন যে, যেহেতু তুমি কোন অবস্থাতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, কাজেই পশ্চাদপসরণ কর, তখন এই আবদুল আলী মালিকই বলিতেছিলেন, "যদি আমি পশ্চাদপসরণ করি তাহা হইলে পাক-বাহিনীর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। কাজেই যদি মরিতে হয় আমি এইখানেই মরিব। আমি এক ইঞ্চিও পিছনে হটিব না।" এই সময় যখন আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করিলেন তখন কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর লোকই নহে, বরং বড় বড় আলেম ও বুজুর্গগণও বলিয়া উঠিলেন যে, একেই বলে যোদ্ধা এবং ইহাই হইল জেহাদ। বস্তুতঃ পাকিস্তানের মজলিসে ওলামায়ের আহ্বায়ক আল-হাজ্ব মাওলানা ইরফান রুশ্দী সাহেব তাঁহার পুস্তক "মারেকা হক ও বাতেল" এর ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন :—

"কর রাহা থা গাজীয়ু কি জব কামাল আবদুল আলী
থা ছফুমে মেছলে তুফান রাঁওয়া আবদুল আলী।"

(উপরোক্ত পঙতির অর্থ ঃ—অব্দুল আলী যখন গাজীদের পূর্ণ শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন সারিতে ভয়াবহ তুফান সদৃশ ছিল আবদুল আলী। —অনুবাদক)

এই সেই দিনও আবদুল আলী তুফান-সদৃশ ছিল। আজ তোমাদের ধমনীতে মিথ্যা তুফান প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কোন বিবেক নাই, কোন অনুতাপ নাই, কোন লজ্জা নাই যে, ইহারা কি বলিতেছে এবং কাহার বিরুদ্ধে কথা বানাইয়া বলিতেছে।

৮। প্যালেষ্টাইনের ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া জামা'তের মহান খেদমত ও সেবা

এখন প্যালেষ্টাইন সমস্যার বিষয়টি একটু শুনুন। ইহার সম্বন্ধে এত তথ্য রহিয়াছে যে, এই খোৎবায় এইগুলি বলিয়া শেষ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু মৌলিকভাবে আমি এই বিষয়টির পরিচিতি দিতেছি। আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে দুই ধরণের অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম অপবাদ এই যে, চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেবের দরুন প্যালেষ্টাইন ইস্যুটির সর্বনাশ হইয়াছে। তিনিই এই ইস্যুটিকে বরবাদ করিয়া দিয়াছেন। যদি চৌধুরী সাহেবের

পরিবর্তে অন্য কেহ হইতেন, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে সফলতা অর্জন করা যাইত। তিনি জানিয়া বুঝিয়া ও অসাধু উদ্দেশ্যে ইসলামী স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপবাদটি এই যে, আহ্‌মদীরাতো ইস্রাইলের প্রতি বিশ্বস্ত। ছয়শত আহ্‌মদী বর্তমানে ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে খেদমত সম্পাদন করিতেছে। এই ছয়শত আহ্‌মদী বিগত দশ পনর বৎসর হইতে ছয়শতই রহিয়াছে। কোন যুদ্ধে তাহারা মরেও না, পৃথিবী হইতেও তাহারা বিদায় গ্রহণ করে না এবং তাহারা বৃদ্ধিও পায় না। তাহারা সংখ্যায় ছয়শতই থাকিয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, যেহেতু প্যালেষ্টানে আহ্‌মদীয়া মিশন রহিয়াছে, কাজেই আহ্‌মদীরা নিশ্চিতভাবে ইস্রাইলে এজেন্ট। আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে ইস্রইলের এজেন্ট হওয়ার আপত্তির ইহাই হইল সার কথা।

এই ব্যাপারে সর্ব প্রথমে ইহাই দেখা উচিত যে, মিশন কাহাকে বলে। আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা ইহাও অবগত নহে যে, মিশন কোন্ বস্তুর নাম। তাহারা 'আহ্‌মদীয়া জামা'তের তবলীগি মিশন" নামক পুস্তকটিতে "মিশন" শব্দটি পড়িয়াই আপত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হয়তবা তাহারা নিজেরাই ধোকার মধ্যে রহিয়াছে, নয়ত জামা'তকে ধোকা দিতেছে যে, যেভাবে সরকার কর্তৃক স্থাপিত রাজনৈতিক মিশন থাকে আহ্‌মদীদের মিশনও ঐ ধরণেরই কিছু একটা

হইয়া থাকিবে। নিরীহ জনসাধারণ বুঝিতেই পারে না যে, ব্যাপারটি কি। তাহারা সরল-প্রাণ। তাহারা কথা শুনে এবং অবাক হইয়া দেখে যে, সমগ্র ইসলাম জাহান ইস্রাইলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, কিন্তু সেখানে আহ্‌মদীদের মিশন কায়েম আছে। এইভাবে ইস্রাইলের সহিত আহ্‌মদীদের যেন রীতিমত কুটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আরে ভাই, যাহাদের কোন সরকারই নাই, তাহাদের সহিত অন্যের কুটনৈতিক সম্পর্ক কিরূপ থাকিতে পারে? আহ্‌মদীয়া জামা'তের এই মিশনের অর্থ হইল তবলিগী মিশন, মিশনের অর্থ হইল ইসলামের পক্ষ হইতে ইহুদী মতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী মিশন। ইহা এইরূপ একটি মিশন, যাহা বড়ই সাহস ও নির্ভিকতার সহিত মিথ্যার বিরুদ্ধে একটি জেহাদ করিতেছে এবং ইহুদিদিগকে মুসলমান বানানোর কাজ করিতেছে। তোমরা কেন খোদার নিকট এই দোওয়া করিতেছ না, যাহাতে তোমরাও এইরূপ মিশন স্থাপন করার তওফিক লাভ কর।

সুতরাং আপত্তিকারীদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা উপলক্ষও কিছু বুঝে না এবং কি ধরণের কথা হইতেছে ও কি বলা হইতেছে—তাহাও তাহারা জানে না। তাহারা জনগণকে ক্ষেপাইয়া তোলার পেশা অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কোন কোন পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছে এবং তাহা জনগণের মধ্যে বিস্তার

করিতেছে। তাহারা কোন কোন মিথ্যা কথা বানাইয়া লইয়াছে এবং নিরীহ মুসলিম জনসাধারণ সম্পূর্ণ সরলান্তকরণে এইগুলি বিশ্বাস করিয়া থাকে। একটি ব্যাপারে আমি আনন্দিতও বটে। কেননা ইহা দ্বারা এই কথা অনিবার্য্যভাবে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের জন্য ভালবাসা নিশ্চয় রহিয়াছে। কিন্তু এই ভালবাসাকে যাহারা ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করে তাহারা যালেম। যদি জনগণের মধ্যে ইসলামের জন্য ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে মৌলভীদের উস্কানির দরুণ তাহারা কখনো আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধাচরণ করিত না। কাজেই এখন আমাদের জন্য ইহা জরুরী যে, ইসলামের জন্য যাহাদের ভালবাসা রহিয়াছে তাহাদের সহিত আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাহাদিগকে বলি, প্রকৃত ঘটনা কি। আপনারা স্বয়ং তাহাদের নিকট যান এহং তাহা মুসলিম জনগণের নিকট সরাসরি পৌছান জরুরী। কেননা যেখানে ইসলামের জন্য ভালবাসা রহিয়াছে, সেখানে খোদাতা'লা নিশ্চয় কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। ইহা হইতে পারেনা যে ইসলামের জন্য যাহাদের ভালবাসা আছে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। এই জন্য আমি পূর্ণ বিশ্বাসী যে পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ হউক, ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ হউক, মালয়েশিয়ার জনসাধারণ হউক বা আরবে বসবাসকারী হউক, আফ্রিকান দেশ সমূহে জীবন যাপনকারী হউক বা অন্য কে থাকার

অধিবাসী হউক, যদি তাহাদের নিকট আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রকৃত সত্য তুলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এমনটি হইতে পারে না যে তাহারা প্রভাবান্বিত হইবে না। তাহারা নিশ্চয় ঐ দিকে থাকিবে যেদিকে ইসলাম থাকিবে। তাহারা নিশ্চয় ঐদিকে থাকিবে যেদিকে কুরআন থাকিবে। তাহারা নিশ্চয় ঐ দিকে থাকিবে, যেদিকে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থাকিবেন। তাহারা সত্যের সমর্থন করিবে। কেননা ইসলামের জন্য ভালবাসার দরুন বর্তমানে তাহারা আপনাদের সহিত শত্রুতা করিতেছে। তাহাদের নিকট আপনাদের চেহারা এই ভাবে উপস্থাপন করা হইতেছে যেন আনপারা তাহাদের দুশমন। তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে—দেখ, আহ্‌মদীরা ইস্রাইলে মিশন স্থাপন করিয়াছে এবং এই জন্য তাহাদের ইস্রাইলের এজেন্ট হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ মিশন থাকাটাই এজেন্ট হওয়ার কোন দলিল নহে। ইহা খুবই আহম্মকীপূর্ণ কথা। রাশিয়াতে পাকিস্তানের মিশন আছে, সেইজন্য কি পাকিস্তান রাশিয়ার এজেন্ট? আমেরিকায় পাকিস্তানের মিশন রহিয়াছে, তেমনিভাবে ইংল্যাণ্ডে রহিয়াছে এবং আরও কত দেশে পাকিস্তানের মিশন রহিয়াছে। তাহা হইলে কি পাকিস্তান এই সব দেশের এজেন্ট?

৯। সত্যকে পর্দাচ্ছন্ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমতঃ একটি দেশ অন্য দেশে যেভাবে সরকারী পর্যায়ে মিশন স্থাপন করে, ইস্রাইলে আমাদের তদ্রূপ কোন মিশনই নাই। কিন্তু যদিও এইরূপ কোন মিশন থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতির কি কারণ ঘটিত? কেননা কেহ এই কথা বলিয়া দিতেছে না যে, আহ্‌মদীরা ইস্রালের বসিয়া কি ক্ষতি সাধন করিতেছে এবং কি ধরণের এজেন্টের কাজ করিতেছে। আজ পর্যন্ত আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই যে আহ্‌মদীরা বিদেশী শক্তি হইতে এক কানাকড়ি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। খোদার ফজলে আহ্‌মদী জামা'ত এইরূপ কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষীও নহে। প্রশ্ন এই যে, তোমরা একটু বলিয়া দাও, আহ্‌মদীয়া জামা'তের মন্দ কার্য্য-কলাপ ও অবিশ্বস্ততার ঘটনাগুলি কি? তোমাদের ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিখিত ঘটনবলী একটু পড়িয়া শুনাও, আহ্‌মদীয়া জামা'ত কি বিশ্বস্ততার কাজ করিয়াছে। তোমরা শুদ্ধি-আন্দোলনের কথা স্মরণ কর, কাশ্মীরের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যেখানে পাক-ভারত যুদ্ধ গুলিতে আহ্‌মদীরা সর্বদা পাকিস্তানের জন্য সকলের চাইতে অধিক জীবন দিয়াছে। কাশ্মীর ফ্রন্টের কথা স্মরণ কর, যেখানে

ছোট ছোট ছেলে, যুবক, বৃদ্ধ, চাষী, ছাত্র—সব ধরণের আহ্‌মদী মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে নিজেদের খরচে সমবেত হইয়াছিল। মাতৃভূমি হইতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করে নাই। ইহাই কি বিশ্বাসঘাতকতা? তাহাদের দ্বারা ইস্রাইলের কি স্বার্থ উদ্ধার হইবে? এইরূপ লোকদের শক্তি বাড়াইয়া ইস্রাইলের কি লাভ হইবে? একটু পরেই আমি আপনাদের নিকট প্রকাশ করিব, বিশ্বাসঘাতক কে। তাহা হইলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, প্রকৃতপক্ষে কাহারা বিশ্বাসঘাতক এবং কাহারা অন্যদের এজেন্টরূপে কাজ করিতেছে। যাহা হউক, দুশমনেরা আমাদের বিরুদ্ধে অদ্ভুত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। বলা হইতেছে যে, আহ্‌মদীরা ইস্রাইলে মিশন খুলিয়াছে। কিন্তু কেহ ইহা দেখিতেছে না যে, ইস্রাইলের তখনও জন্মই হয় নাই যখন আহ্‌মদীয়া জামা'ত খোদার ফযলে প্যালেষ্টাইনে শাখা স্থাপন করিয়াছিল এবং এখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই আমাদের মিশন রহিয়াছে, সেখানেই আমাদের প্রচারকগণ কাজ করিতেছেন এবং এখনও তাহারা জামা'তের সদস্যদিগকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাওতো দেখুন, ইস্রাইলে অন্যান্য মুসলমানদেরও মসজিদ রহিয়াছে এবং ঐগুলিতে ধর্মীয়

আলেম নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহাওতো লক্ষ্য করুন, ইহুদী অধিকৃত প্যালেষ্টাইনী এলাকায় কত মুসলিম সম্প্রদায় রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব মসজিদ রহিয়াছে, নিজস্ব ইমাম রহিয়াছে এবং ইহারই নাম হইল মিশন। সুতরাং সমগ্র ইসলাম জাহানই যদি এজেন্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেচারা আহ্‌মদীরা এজেন্ট হইলে কি আসে যায়? এতদ্‌সত্বেও বলিতে হয়, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর আহ্‌মদীয়া জামা'তের কোন মিশন সেখানে কায়েম হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, সেখানে আহ্‌মদীদের নূতন কোন মিশন কায়েম হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, সর্ব প্রথম ১৯২৪ সালে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষ হইতে সেখানে প্রচারক প্রেরণ করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৯২৮ সালে আহ্‌মদীয়া জামা'ত সেখানে নিয়মিত তবলিগী মিশন কায়েম করে। সুতরাং ২৪ বৎসর পূর্ব হইতে যে দেশে খোদার ফযলে আহ্‌মদীরা আবাদ ছিল এবং কর্মতৎপর একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে প্রচারক প্রেরণ করার নাম বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে ইস্রাইলের এজেন্টগিরী করা।

১০। অধিকৃত প্যালেষ্টাইনের মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

ইব্রাহীম সাহেব নামে আমাদের একজন আহ্‌মদী বন্ধু রহিয়াছেন। তিনি কাবাবীর জামা'তের সদস্য। তিনি যখন সাম্প্রতিক ঘটনাবলী শুনিলেন যে, সমগ্র বিশ্বে হৈ চৈ পড়িয়া

গিয়াছে যে আহ্‌মদীরা ইস্রাইলের এজেন্ট ; তিনি তখন বলিলেন, প্যালেষ্টাইনের আলেমরাতো এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবগতই নহে। তিনি আরও বলিলেন, পাকিস্তান একটি অদ্ভুত দেশ। তাহারা সমগ্র বিশ্বে হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এই কথা আরবদের কেন জানাইতেছে না? বস্তুতঃ তিনি প্যালেষ্টাইনের সকল শীর্ষ স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে বলেন যে, ইহা একটি যুলুম এবং মিথ্যার বেসাতী।

আমাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করা হইতেছে যে, আমরা ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করিতেছি এবং আমরা ইস্রাইলের এজেন্ট। বস্তুতঃ এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ সীল মোহর লাগাইয়া লিখিত ভাবে বলিলেন, আহ্‌মদীরা ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করে না এবং তাহারা ইস্রাইলের এজেন্ট নহে এবং যেকোন স্থানে এই কথা প্রচার করার জন্য তাহারা সম্মতিও দান করেন। তাহারা বড়ই খোদাভীরু মানুষ এবং সত্য কথা বলিতে ভয় পান নাই। তাহাদের লিখিত চিঠিতো খুবই দীর্ঘ। আমি ইহার সারাংশ পড়িয়া শুনাইতেছি।

তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, আহ্‌মদীয়া জামা'ত একটি মুসলমান জামা'ত। তাহারা এক খোদাকে মানে। তাহারা বিশেষ-ভাবে ধর্মীয় ও ইসলামী বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে। রাজ-

নীতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা খুব সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষ। সামাজিক ও নৈতিক দিক হইতে তাহারা কাহারো চাইতে কম নহে। তাহারা সকলকে প্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা ধর্মীয় শিক্ষার হেফাযত করিয়া থাকে। আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যগণ প্রশংসনীয় স্বভাব ও চরিত্রের অধিকারী। তাহারা সমাদরযোগ্য ও স্বদেশ-প্রেমিক জামা'ত। তাহারা ইস্রাইলী সামরিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে না। তাহারা আ'ইনকে মর্যাদা দেয় এবং জাগতিক ও আমোদ-স্ফূর্তি ও অর্থহীন হাসি তামাশা হইতে দূরে থাকে।

ইহাই হইল ইস্রাইল অধিকৃত প্যালেষ্টাইনে বসবাসকারী মুসলমান নেতাগণের সার্টিফিকেট এবং এই সার্টিফিকেটের উপর যাহাদের দস্তখত রহিয়াছে তাহারা হইলেন :—

আক্কা ও হাইফার শরীয়তী বিচারক মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ইব্রাহীম, সেখ মেয়র নমীর হোসেন, লোকাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আমের জামির দরবেশ, পার্লামেন্ট সদস্য মোহাম্মদ ওতদ, এডভোকেট মোহাম্মদ খালু মাছারু, মুসলিম ইনভাইটেশন কমিটির সেক্রেটারী ফাত্তা তুরানী, হাইস্কুলের হেড মাষ্টার মাহমুদ মুসালেহ এবং হাইফার ছামীমরী ইউনিভার্সিটির লেকচারার।

১১। আমাদের বন্ধু ইব্রাহীম সাহেব সুকৌশলে ইসরাইলী সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের বক্তব্য একত্রিত করিয়া দিলেন

এই ব্যাপারে একদা আমিও "রাবওয়া ছে তেলআবিব তক" (রাবওয়া হইতে তেলআবিব পর্যন্ত) নামক একটি পুস্তকের উত্তর দিতে গিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা হইলে আলেম। অতএব খোদাকে ভয় কর। তোমরা বলিতেছ, ছয়শত আহ্‌মদী ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছে। প্রথমে বল, ইহুদীর কোন্ এজেন্ট তোমাদিগকে এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছে? তোমরা কোথা হইতে ইহা অবগত হইয়াছ? তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নাম বলিয়া দাও। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা যদি ছয়শতের নাম না বলিতে পার, তাহা হইলে অন্ততঃ ষাট জনের নাম বলিয়া দাও, ষাট জনের নাম না বলিতে পার, তবে ছয়জনের নাম বলিয় দাও। যদি ছয় জনের নাম না বলিতে পার, তাহা হইলে পাকিস্তানের বা পাকিস্তানের বাহিরে যে কোন দেশের একজন আহ্‌মদীর নাম বলিয়া দাও যে ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আজ পর্যন্ত একটি নামও উপস্থিত করিতে পারে নাই। কেউ থাকিলেতো বলিবে! কল্পিত নামতো বলাই যায় না। কেননা এইরূপ নাম বলিলে মহল্লার নাম ও ঠিকানা বলিতে হইবে।

স্থানের নাম বলিতে হইবে। তদনুযায়ী প্রত্যেকে দেখিতে পারিবে, এই নামের কোন মানুষ আছে কিনা। ইহাতো কোন রেফারেণ্ডাম নহে যে, কল্পিত নাম বসাইয়া লইবে এবং মৃত ব্যক্তিদের ভোটও বাক্সে ফেলিয়া দিবে। যদি ইস্রাইলী সেনাবাহিনীতে আহ্‌মদী কর্মচারী থাকে, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে কোন্ কোন্ আহ্‌মদী রহিয়াছে।

১২। ইসলাম জাহানের সহিত আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিশ্বস্ততা

ইসলাম এবং প্যালেষ্টানের মুসলমানদের স্বার্থের সহিত আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক কোন গোপন ব্যাপার নহে। ইহা আজিকার ব্যাপারও নহে। যখন আহ্‌মদীয়া জামা'ত খোদাতায়ালার ফজলে প্যালেষ্টাইনের ইসলামী স্বার্থের সহিত এক গভীর সম্পর্ক রাখিত, তখন তো তোমাদের হুঁশই ছিল না এবং তোমরা প্যালেষ্টাইনের নাম ব্যতীত আর কিছুই জানিতে না। আহ্‌মদীয়া জামা'তের খলীফাগণ প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদিগকে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অবগত রাখিতেছিলেন ও তাহাদের প্রত্যেকটি সম্ভবপর খিদমতের জন্য আহ্‌মদীয়া জামা'তকে পেশ করিতে-ছিলেন। এই ব্যাপারটি দেশ-বিভাগের পূর্ব হইতে চলিয়া

আসিতেছে। এমনকি তোমাদের আহরারী পত্র পত্রিকাও ইহা স্বীকার করিয়াছে। তাহারা নিজেদের মুখে ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং নিজেদের কলমের দ্বারা এই কথা লিখিয়া গিয়াছে যে :—

"বিশ্ব মুসলিম ও ইসলাম জাহানের সহিত কাদিয়ানের মির্যা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব যে ভালবাসার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।"

যে পত্রিকা আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধাচরণের জন্য উৎসর্গীকৃত, এত ঘৃণা সত্বেও উহার কণ্ঠ হইতে যখন সত্যের আওয়ায বাহির হয়, তখন আনন্দিত হইতে হয়। ইহাকে প্রমাণ বলা হয়। বস্তুতঃ সত্যের এইরূপ একটি আওয়ায আমি পড়িয়া শুনাইয়া দিতেছি।

মজলিসে আহরারের "জমজম" নামে একটি পত্রিকা ছিল। ইহা জামা'তের বিরুদ্ধাচরণে উৎসর্গীকৃত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশ বিভাগের পূর্বে যখন মিশরের কোন কোন স্বার্থ বিপদের সম্মুখীন হইল, তখন হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ নাওয়া রাল্লাহ্‌ মারকাদাহু এই ব্যাপারে সংগ্রাম ও জিহাদ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া উল্লেখিত আহরারী পত্রিকা ইহার ১৯শে জুলাই, ১৯৪. সালের সংখ্যায় লেখে :—

"বর্তমান অবস্থায় খলীফা সাহেব মিশর ও পবিত্র হেযাযের জন্য ইসলামী মর্য্যাদাবোধের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত-

ভাবে সমাদরযোগ্য এবং তিনি এই মর্য্যাদাবোধ প্রকাশ করিয়া মুসলমানদের আবেগের সঠিক অভিব্যক্তি করিয়াছেন।"

এখন দেখুন, মুসলমানদের মুখপাত্ররূপে যদি তাহারা কাহাকেও দেখিয়া থাকে, তবে আহ্‌মদীদিগকেই দেখিয়াছে। তাহারা আহ্‌-মদীদের নেতাকে উত্তম মুখপাত্র মনে করিতেছিল। খোদাতা'লার ফযলে মুসলমানদের খেদমতের জন্য প্রতিটি প্রচেষ্টায় আহ্‌মদীয়া জামা'ত সর্বদা সর্বাগ্রে ছিল। কিন্তু আজ তোমাদের কি হইয়াছে? তোমাদের মধ্যে কি কোন খোদা-ভীতি অবশিষ্ট নাই? এই সেদিনও তোমরা যে কথা বলিতেছিলে, উহার সব কিছু ভুলিয়া গিয়া আজ উহার বিপরীত কথা বলিতেছ।

———

প্যালেষটাইনী মুসলমানদের ট্রাজেডি
এবং
আহমদীয়া জামা'তের অনন্য খেদমত

সূরা আলে-ইমরানের ১১১ এবং ১১৪—১১৬ নম্বর আয়াতে আহ্‌লে কিতাবদিগকে তবলীগ করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃপর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ ভাষায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, যদি আহ্‌লে কিতাবরা ইসলাম গ্রহণ না করে, উহাদের নিজেদের অপরাধ হইবে। এই ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা তাহারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করে না এবং তাহারা এইভাবে তবলীগ করে যাহাতে "হুজ্জত" (দলিল প্রমাণের সাহায্যে সত্য উপস্থাপন) পূর্ণ হইয়া যায়।

কিন্তু আহ্‌লে কিতাবদিগকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দেওয়া এবং 'মরদুদ' আখ্যায়িত করা যে, তাহাদের মধ্যে উত্তম কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নাই, ইহাও কুরআন করীম সাধারণভাবে নিষেধ করিয়াছে। কোন সম্প্রদায়কে জাতি হিসাবে এইভাবে গযবপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত আখ্যায়িত করা যে তাহাদের মধ্যে কোন

ব্যতিক্রমই নাই এবং তাহাদের মধ্যে কোন উত্তম মানুষই নাই. ইহাও আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার বিরোধী। বস্তুতঃ এই কারণে কুরআন করীম এইরূপ লোকদের সম্বন্ধেও আশা পোষণ করে, যাহাদিগকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সাঃ) বাহ্যতঃ মৃত মনে করিয়া বসিয়াছিল বা মৃত মনে করিয়া বসিয়াছে। কুরআন করীম বলে যে. খোদাতা'লা মৃতদেরকেও জীবন দান করিতে পারেন। অতএব এই সকল জাতি সম্বন্ধেও হতাশ হওয়া উচিত নহে এবং নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হওয়া উচিত নহে।

১। উত্তম উম্মতের গুণাবলী

বস্তুতঃ খোদাতা'লা বলেন, "কুন্তুম খাইরা উম্মাতেন উখরেজাত লিন্নাসে" তোমরা উত্তম উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে এই উত্তম বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং দিতে থাক. মন্দ কাজে বাধা দাও এবং বাধা দিতে থাক এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখ এবং তাহারই উপর তোমরা ভরসা কর। তোমরা নিজেদের হাতে দারোগার দায়িত্ব গ্রহণ করিও না। তোমরাই হইলে ঐ সকল লোক, যাহারা তবলীগের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করিয়া থাকে এবং তৎপর নিজেদের রব্ব ও তাঁহার কুদরতের উপর ঈমান রাখে। অতঃপর আল্লাহতা'লা বলেন, "অলাও আ'মানা আহালুল কেতাবে লাকানা খাইরাল্লাহুম" যদি

আহ্‌লে কেতাবীরা ঈমান আনিত, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। ঈমান না আনা তাহাদের অপরাধ। কেননা উম্মতে মুহম্মদীয়াতো নিজেদের দায়িত্ব শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এখন তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিবে না। এখন ঐ সকল আহ্‌লে কেতাবদের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিবে, যাহারা মুসলমানদের এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, সব আ'হ্‌লে কেতাব এক পর্যায়ের নহে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিও রহিয়াছেন, যাহারা 'উম্মতে কায়েম্মা' অর্থাৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আনায়াল্লাইলে' তাহারা রাত্রিতে উঠিয়া আল্লাহ্‌র আয়াত তেলা-ওয়াত করে। 'ওয়া হুম ইয়াসজুদুন' তাহারা খোদার দরবারে সেজদারত হয়। তাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে, পরকালের উপর ঈমান রাখে, ভাল কাজের আদেশ দান করে, মন্দকাজে বাধা দেয় এবং উত্তম কাজে একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে। 'ওয়া উলাইকা মিনাস সালেহীন' এবং নিশ্চয় এই সকল লোক সালেহগণের (পুন্য ব্যক্তিগণের) অন্তর্ভুক্ত। 'অমা ইয়াফয়ালু মিন খাইরেন ফালানইউকফারুহ' এবং তাহারা যে সকল উত্তম কথা বলে, উহার নাশোকর করা হইবে না। তাহাদিগকে ইহার পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। 'আল্লাহু আলীমুন বিলমুত্তাকীন' এবং আল্লাহ্‌তা'লা মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন।

এই ধরণের কোন আয়াত আপনারা কখনো পৃথিবীর কোন ধর্ম পুস্তকে দেখিবেন না। ইহাতে বিরুদ্ধবাদী, বরং কঠোরতম বিরুদ্ধবাদীদিগকেও এইরূপ সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের গুণাবলী এইরূপ প্রীতিভরে স্বীকার করা হইয়াছে যে, হতবাক হইয়া যাইতে হয় এবং মানুষের বুদ্ধি-মত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে যে, এইরূপ কথা খোদাতা'লা ব্যতীত অন্য কাহারো হইতে পারে না। অনেক আয়াতের প্রয়োজন নাই, একটি মাত্র আয়াতেই আপনারা পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট চ্যালেঞ্জ রূপে পেশ করিতে পারেন যে, তোমরা নিজেদের ধর্ম পুস্তক হইতে এই ধরণের কোন আয়াত বাহির করিয়া দেখাও, যাহার মধ্যে এতখানি নির্ভিকতা ও এতখানি মহানুভবতা রহিয়াছে। খোদা-তা'লার কালামতো পূর্বেও অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু কোন কামেল বান্দার উপর এইভাবে অবতীর্ণ হয় নাই, যেইভাবে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। এইজন্য এই কালাম একদিকে যেমন খোদাতা'লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার দলিল, তেমনি অন্যদিকে ইহা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রেরিত হওয়ারও দলিল। তিনি যদ্রূপ চাহিতেন, যদ্রূপ তাঁহার হৃদয় ছিল এবং অন্যদের প্রতি যদ্রূপ তাঁহার মনোযোগ ছিল, তদ্রূপ কালামই তাঁহার উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ যাহারা নিজদিগকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের

প্রতি আরোপ করে তাহারা আমাদিগকে এই খোঁটা দেয় যে, আমরা কেন ইহুদীদিগকে তবলীগ করি। আমরা ইসরাঈলে গিয়াও তবলীগ করা হইতে বিরত হই নাই। অতএব তাহাদের মতে আমরা অনিবার্যভাবে ইসরাঈলের এজেন্ট। ইহা কিরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ কথা! তাহাদের না আছে কুরআনের জ্ঞান, না আছে মুহাম্মদ মুস্তফা সাঃ-এর সুন্নতের জ্ঞান, নতুবা তাহারা এইরূপ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞতাপূর্ণ অপবাদ আরোপ করিত না। কুরআন করীমতো 'উত্তম উম্মত' হওয়ার এই দলিল দিতেছে যে, তোমরা নিজেদের তবলীগের আশিস হইতে কোন জাতিকে বঞ্চিত রাখিবে না এবং এই আশিস এইরূপ সার্বজনীন যে, শত্রুদিগকেও তোমরা এই আশিস দিয়া থাক। অতএব এতদসত্ত্বেও যদি তাহারা হেদায়াত লাভ না করে, তবে উহা তাহাদের নিজেদের অপরাধ। উহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই।

২। আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান চারিত্রিক গুণ

উপরোক্ত বিষয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক গুণ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। পৃথিবীর যে ইহুদী সর্বপ্রথম মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল হোসাইন বিন সালাম। আঁ-হযরত (সঃ) পরে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন আবদুল্লাহ বিন সালাম। তিনি (সাঃ) এই আবদুল্লাহ বিন সালামের মাধ্যমে পয়গাম প্রেরণ করিয়া অন্যান্য ইহুদীকেও

একত্রিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তবলীগ করিয়াছিলেন। মোটকথা আঁ-হযরত (সাঃ) এর সারা জীবনে এইরূপ একটি ঘটনাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, তিনি (সাঃ) ইহুদীদিগের নিকট তবলীগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বা স্বয়ং বাধা প্রদান করিয়াছেন, বা তাহাদের সহিত সদাচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বা স্বয়ং সদাচরণ করা হইতে বিরত ছিলেন।

বস্তুতঃ একদা এক ইহুদী মা তাহার ছেলের মৃত্যুর সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছেলের এই পয়গাম পাঠাইল যে, "আমার জীবন প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে, আমি আপনাকে দেখিতে চাই।" তিনি (সাঃ) তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন ও তাহাকে দেখার জন্য হাজির হইলেন এবং মৃত্যুর সময় তাহাকে তবলীগ করিলেন এবং বলিলেন, মুসলমান হইয়া জীবন দেওয়া কি তোমার জন্য উত্তম নহে? সে নিবেদন করিল, ও আল্লাহ্‌র রসূল! হাঁ; ইহাই আমার জন্য উত্তম। এইরূপে সে মুসলমান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহাই হইল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান চারিত্রিক গুণ এবং আমরা ইহারই অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদিগকে ইহাতে বাধা প্রদানে প্রচেষ্টারত রহিয়াছে।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা রহিয়াছে। একদিন এক মৃত ব্যক্তির লাশ অতিক্রম করিতেছিল। হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা

সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আকস্মাৎ চতুর্দিক হইতে আওয়াজ উঠিল, ও আল্লাহ্‌র রসূল! ইহাতো ইহুদীর লাশ। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সাঃ) বলিলেন, মৃত্যুর পূর্বে কি তাহার মধ্যে প্রাণ ছিল না? এতদ্ব্যতীত তিনি এই ধরণের কথা বলিলেন, যদ্বারা মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলিলেন, সকলের দুঃখই সমান। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামতো (যাঁহার জন্য নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে) কোন এক ইহুদীর লাশ অতিক্রম করিতে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আজ এই ঘৃণার শিক্ষা-দানকারীরা এবং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলীর উপর মর্ম্মবিদারী অপবাদ আরোপকারীরা আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, তোমরা মুহাম্মদ মুস্তফা সাঃ-এর চারিত্রিক গুণ কেন অনুসরণ করিতেছ? তোমরা কেন আমাদের চারিত্রিক গুণের অনুসরণ করিতেছ না? আমি তাহাদিকে বলিয়া দিতে চাহি, আমরাতো কখনো কোন মূল্যে তোমাদের চারিত্রিক গুণ গ্রহণ করিব না। আমাদের সম্মুখে সদাসর্বদা এবং চিরকালের জন্য একটিই চারিত্রিক গুণ রহিয়াছে এবং তাহা হইল আমাদের আকা ও মওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আইহে ওয়া সাল্লামের মহান চারিত্রিক গুণ। ঐ

মহান চারিত্রিক গুণের উপর এখন পর্যন্ত আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং উহারই আমরা অনুসরণ করিব এবং উহারই উপর আমরা জীবন দিব। ইনশাআল্লাহ্।

৩। একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ খণ্ডন

আহ্‌মদীরা ইহুদীদের এজেন্ট এবং তাহারা ইহুদীদের স্বার্থে কাজ করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক) এই সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয়, ইহা এইরূপ একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অপবাদ যে, যখন আপনারা সত্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন তখন প্রকৃত অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাইবেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্যালেষ্টাইন বিভক্তির যালেমানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে উহা কাহার আওয়ায ছিল, যিনি সমগ্র ইসলাম জাহানকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিলেন এবং যিনি আরব জাহানে এবং আরবের বাহিরেও একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন? এই সহানুভূতি পূর্ণ সতর্কবাণী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর আওয়ায ছিল। তিনি হৃদয়-নাড়ানো একটি প্যাম্ফলেট লিখিয়া বিপুলভাবে তাহা প্রচার করেন। উহাতে তিনি মুসলমানদের সতর্ক করেন এবং বলেন, তোমরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইও না যে, আজ পাশ্চাত্য জগৎ তোমাদের দুশমন, কাজেই প্রাচ্য জগৎ তোমাদের বন্ধু, বা প্রাচ্য জগৎ তোমাদের দুশমন, কাজেই পাশ্চাত্য জগৎ তোমাদের বন্ধু। তিনি বলেন, আমি

তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি যে, আজ আমেরিকাও তোমাদের বন্ধু নহে এবং রাশিয়াও তোমাদের বন্ধু নহে। তাহাদের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত ষড়যন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনীর দরুন তাহারা নিজেদের মধ্যকার দুশমনী ভুলিয়া বসিয়াছে এবং এক হইয়া গিয়াছে। তোমাদের কি আত্ম-মর্যাদা নাই, তোমাদের মধ্যে কি ইসলামের জন্য এইরূপ ভালবাসা নাই, যদ্দরুন তোমরা নিজেদের মধ্যকার দুশমনী ভুলিয়া গিয়া এক হইয়া যাও?

ইহা এইরূপ একটি যুক্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ প্রবন্ধ ছিল যে, ইহা মুসলমানদিগকে এইভাবে ঝাঁকুনী দিয়া জাগ্রত করিয়াছিল যাহার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার প্রতিধ্বনি আরব জাহানে শুনা যাইতেছিল। অতঃপর যখন এই যালেমানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া গেল, তখন তিনি (রাঃ) আরও একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তাহাও বিপুলভাবে প্রচার করেন। উক্ত প্রবন্ধে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছিল যে, উল্লেখিত সিদ্ধান্তের পর (অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনের বিভক্তির পর—অনুবাদক) মুসলমানদের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যাহা এই হারানো বাজি পুনরায় জিতায় সাহায্য করিতে পারে। ঐ সময় আরব জাহানের যে অবস্থা ছিল এবং যেভাবে তাহারা আহ্‌মদীয়াতের এহ্‌সানের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল তাহাতো একটি দীর্ঘ বিষয়। কিন্তু আমি আপনাদিগকে কেবলমাত্র একটি উদ্ধৃতি

শুনাইতেছি। তদ্বারা আপনারা কেবলমাত্র আরব জাহানের ধারণার কথাই অবগত হইবেন না, বরং ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলো ইহাতে কি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহারা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর আওয়াযকে কতখানি গুরুত্ব দিয়াছিল তাহাও জানিতে পারিবেন।

৪। ইরাকের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের সত্য উদঘাটন

ইরাকের আল্ উস্তাজ আলীউল খেয়য়াত আফুন্দী একজন খ্যাতনামা ও চিন্তাশীল সাংবাদিক। "আল-আন বাউ" নামে তাঁহার একটি বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি স্বীয় পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। উহা হইতে একটি উদ্ধৃতি আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি। তিনি লিখেন ঃ—

"বিদেশের সরকারগুলি সর্বদা এই চেষ্টা করে, যাহাতে বিভিন্ন শ্লোগানের মাধ্যমে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করা যায় এবং যাহাতে কোন কোন ফেরকা আহমদী-দিগকে কাফের আখ্যায়িত করার জন্য ও তাহাদের সমালোচনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া যায়। ..... আমি ইহা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি যে. প্রকৃতপক্ষে এই সকল তৎপরতার পশ্চাতে রহিয়াছে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি। কেননা প্যালেষ্টাইনের বিগত যুদ্ধের সময় ১৯৪৮ সালে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি স্বয়ং আমাকে এই ব্যাপারে এজেন্ট বানানোর চেষ্টা করিয়াছিল।

এই দিনগুলিতে আমি একটি ব্যাঙ্গাত্মক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম এবং এই পত্রিকায় সরকারের সমালোচনা করা হইত। বস্তুতঃ এই দিনগুলিতেই বাগদাদে অবস্থিত একটি বিদেশী সরকারের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকেন এবং কিছুটা চাটুকারীতার সুরে আমার রচিত সমালোচনার ধরণের প্রশংসা করার পর বলেন, আপনি নিজ পত্রিকায় কাদিয়ানী জামা'য়াতের বিরুদ্ধে অধিক হইতে অধিকতর পীড়াদায়ক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করুন। কেননা ইহারা একটি ধর্মচ্যুত জামায়াত।"

অর্থ্যাৎ একটি ধনতান্ত্রিক শক্তির ইসলামের জন্য এইরূপ দুশ্চিন্তা দেখা দিল যে, তাহারা একজন পত্রিকা সম্পাদককে ডাকিয়া বলেন, কাদিয়ানী জামায়াতের বিরুদ্ধে পীড়াদায়ক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করুন। কেননা ইহারা একটি ধর্মচ্যুত জামায়াত।

তিনি আরও লিখেন ঃ—

"ইহা ঐ দিনগুলির কথা যখন ১৯৪৮ সালে পবিত্র ভুমির একটি অংশ কাটিয়া ইহুদী সরকারের কাছে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার ধারণা উল্লিখিত দূতাবাসের এই পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে ঐ দুইটি প্রবন্ধের কার্যকর জবাব ছিল, যাহা প্যালেষ্টাইন বিভক্তির সময় ঐ সালেই

আহ্‌মদীয়া জামা'ত প্রকাশ করিয়াছিল। একটি প্রবন্ধের শিরোণাম ছিল "হায়াতুল উমামেল মোত্তাহেদাতে ওকারে তকসিম ফিলিস্তিন।" ইহাতে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি এবং ইহুদীদের ঐ ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হইয়াছিল, যাহাতে প্যালেষ্টাইনী বন্দরগুলিকে ইহুদীদের নিকট ন্যস্ত করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি "আল কুফরো মিল্লাতে ওয়াহেদ।" শিরোণামে প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাতে মুসলমানদিগকে পূর্ণ একতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছিল। ... ...এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে অবগত ছিলাম এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে. যতদিন পর্যন্ত আহ্‌মদীরা মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে, যাহা ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির সৃষ্ট ইসরাঈল রাষ্ট্রকে খতম করিতে সাহায্য করিবে ততদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি কোন কোন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে এই ধরণের ঘৃণা বিস্তার ও সমালোচনা করার জন্য উস্কানী দিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না, যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে একতা স্থাপিত হইতে না পারে। (পত্রিকা "আল্ আনবাউ" (বাগদাদ), তারিখ ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ ইং)।

মোটকথা, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল এবং ইহার এতই আশ্চর্যজনক প্রভাব সৃষ্টি হইল

যে, বড় বড় ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি কাঁপিয়া উঠিল এবং দূতাবাসগুলি উহাদের কেন্দ্র হইতে নির্দেশ পাইতে লাগিল যে, পত্রিকাগুলিকে টাকা পয়সা দাও, উহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন কর এবং যেভাবেই হউক আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি কর।

৫। চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেবের অনন্য খেদমত

চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ খানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনায়ন করা হয় যে, তিনি প্যালেষ্টাইনের স্বার্থের পরিপন্থি এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, যাহার দরুন প্যালেষ্টাইনের স্বার্থের সর্বনাশ হইয়াছে, ইহা একটি সীমাহীন নির্লজ্জ অভিযোগ। সমগ্র আরব জাহান এই কথা জানে না, কিন্তু পাকিস্তানের মোল্লারাই ইহা জানে। ইহা একটি অদ্ভুত অভিযোগ যে আরববাসীরা এই অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল এবং যাহাদের স্বার্থের জন্য চৌধুরী সাহেব দিন-রাত এক করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজের জীবন পাত করিতেছিলেন এবং নিজের সকল খোদা-প্রদত্ত শক্তিকে কাজে লাগাইতেছিলেন, ঐ আরব-বাসীরা তো এই বিষয়ে কিছু অবগত হইল না; কিন্তু পাকি-স্তানের আহরারীরা জানিতে পারিল, জামা'তে ইসলামীরা জানিতে পারিল এবং বর্তমানে পাকিস্তান সরকার জানিতে পারিল যে, প্রকৃত ব্যাপারটি কি ছিল? চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ

খান সাহেবের খেদমত সম্বন্ধে আরব জাহান কেবলমাত্র ঐ সময়েই জ্ঞাত ছিল না, বরং বর্তমানে আহ্‌মদীয়াতের চরম বিরোধীতার মধ্যেও তাহারা চৌধুরী সাহেবের খেদমতের কথা স্মরণ করে। আজও কোন কোন সত্যনিষ্ঠ এইরূপ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার খেদমতের কথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। বস্তুতঃ আরবদের নিজেদের ভাষাতে শুনুন। "আল-আরবী" নামক পত্রিকায় ১৯৮৩ সালের জুন সংখ্যায় আবদুল হামিদ আল্ কাতেব একটি প্রবন্ধে লিখেন ঃ—

"মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ খানই ঐ ব্যক্তি, যিনি প্যালেষ্টাইন ইস্যুতে আরবদের স্বার্থ রক্ষায় খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি বাগ্মীতা, আইন ও রাজনীতিতে যোগ্যতার সকল কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃত ইসলামী রূহের সহিত তাঁহার কথা স্পন্দিত হইত।"

ঐ দিনগুলিতে যখন প্যালেষ্টাইন ইস্যুটি তখনও তাজা ছিল এবং চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেব ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ এই মহান সংগ্রামে রত ছিলেন, তখন চৌধুরী সাহেবকে ইসলাম জাহান হইতে বহিষ্কারের নিমিত্ত এবং ইসলাম জাহানকে তাঁহার খেদমত হইতে বঞ্চিত করার জন্য আরবলীগে একটি বড় ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল। বাদশাহ ফারুক ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির এজেন্টরূপে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাহাকে

সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে প্যালেষ্টাইনের মুফতি চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেব এবং আহ্‌মদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। ইসলামের খেদমতকারী এই মহাবীর জেনারেলের খেদমত হইতে ইসলাম জাহানকে বঞ্চিত করাই ছিল এই ফত্‌ওয়ার লক্ষ্য। বস্তুতঃ যদিও এই ফত্‌ওয়া প্রচার করার যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি যেহেতু চৌধুরী সাহেবের খেদমতের স্মৃতি তখনও তাজা ছিল, সেই জন্য আরবলীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুর রহমান আযম পাশা যে পত্রিকায় উল্লেখিত ফত্‌ওয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল উহার সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া লিখেন :—

"আমি অবাক হইয়াছি যে, আপনি কাদিয়ানীদের সম্বন্ধে বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্বন্ধে মুফতীর রায়কে একটি চূড়ান্ত ফত্‌ওয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।"

তিনি আরও লিখেন :—

"যদি এই নীতি মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে মানব-জাতির ধর্ম বিশ্বাস, তাহাদের মান মর্যাদা এবং তাহাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ গুটি কয়েক আলেমের ধ্যান-ধারনা, ফত্‌ওয়া এবং করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে।"

সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে প্যালেষ্টাইনের মুফতি চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেব এবং আহ্‌মদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের ফত্‌ওয়া দিয়াছেন। ইসলামের খেদমতকারী এই মহাবীর জেনারেলের খেদমত হইতে ইসলাম জাহানকে বঞ্চিত করাই ছিল এই ফত্‌ওয়ার লক্ষ্য। বস্তুতঃ যদিও এই ফত্‌ওয়া প্রচার করার যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি যেহেতু চৌধুরী সাহেবের খেদমতের স্মৃতি তখনও তাজা ছিল, সেই জন্য আরবলীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুর রহমান আযম পাশা যে পত্রিকায় উল্লেখিত ফত্‌ওয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল উহার সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া লিখেন :—

"আমি অবাক হইয়াছি যে, আপনি কাদিয়ানীদের সম্বন্ধে বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্বন্ধে মুফতীর রায়কে একটি চূড়ান্ত ফত্‌ওয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।"

তিনি আরও লিখেন :—

"যদি এই নীতি মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে মানব-জাতির ধর্ম বিশ্বাস, তাহাদের মান মর্যাদা এবং তাহাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ গুটি কয়েক আলেমের ধ্যান-ধারনা, ফত্‌ওয়া এবং করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে।"

অতঃপর তিনি আরও লিখেন:

"আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি যে. জাফর উল্লাহ খান স্বীয় কথায় ও কাজে মুসলমান। পৃথিবীর সকল অংশে ইসলামের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার সম্মান জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার জন্য মুসলমানদের হৃদয় কৃতজ্ঞতার আবেগে ভরপুর হইয়া গিয়াছে।

("বুশ্‌রা" পত্রিকার ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

পাকিস্তানের আহরারী, জামায়াতে ইসলামী এবং বর্তমান পাকিস্তান সরকারের লোকেরা কি ইসলাম জাহানে বসবাস করে না? তাহারা কি জানে না, এমন একটি সময় ছিল যখন ইসলাম জাহান এবং ইসলাম জাহানের ঐ অংশ. যেস্থান হইতে ইসলামের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইত, বজ্রকণ্ঠে এই ঘোষণা করিতেছিল যে, চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান ইসলামের শিরকে সমুন্নত করার জন্য এবং মুসলিম জগতের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সকল সেবামূলক প্রচেষ্টা করিয়াছেন তদ্দরুন তাহারা কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত "আল মিশরী" নামক আরও একটি পত্রিকা ১৯৫২ সালের ২৬শে জুন সংখ্যায় লেখে, "হে কাফের! খোদা তোমার নামের সম্মানকে সমুন্নত করুন। জাফর উল্লাহকে মুফতি কাফের ও ধর্মহীন আখ্যায়িত করিয়াছেন। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া

চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ খানের প্রতি ছালাম প্রেরণ করি। জাফর উল্লাহ খান কাফের সম্বন্ধে কি বলিব? তাঁহার মত আরও বড় বড় অনেক কাফেরের আমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

মিশরের "আজ্জাম" নামক আরও একটি পত্রিকার সম্পাদক ১৯৫২ সালের ২৫শে জুন সংখ্যায় লিখেন :—

"এই ফত্ওয়ায় আমি ভীষণ মর্মাহত হইয়াছি। কেননা চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ খান সাধারণভাবে ইসলাম ও আরব জাহানের জন্য এবং বিশেষভাবে মিশরের জন্য অনেক খেদমত সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য খেদমতের জন্য আরব জাহান তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

আল্ ইয়াত্তম পত্রিকা ১৯৫২ সালের ২৬শে জুলাই সংখ্যায় লিখে :

"যে ব্যক্তি বাগ্মীতা ও সত্য ভাষণের সহিত অত্যন্ত জোরালো-ভাবে ধনতান্ত্রিক শক্তির মোকাবেলা করেন এবং খোদাতা'লাও যাহার কণ্ঠ ও হৃদয়ে সত্য জারী করেন, তাহাকেও যদি কাফের আখ্যায়িত করা হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ নেক ব্যক্তি এইরূপ কাফের হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করিবে।"

বৈরুতে "আল্-মাছায়া" নামক পত্রিকা লেখে :—

"সেখানে মখলুক ও জাফর উল্লাহ খানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আমল-ছাড়া মুসলমান। যদি উল্লেখিত শেখ আমল করেনও, তবে তিনি তাহা করেন

সম্প্রাদায়িকতার লক্ষ্যে। ইহার বিপরীত জাফর উল্লাহ খান "উত্তম আমল-বিশিষ্ট মুসলমান"। আল্লাহ্‌তা'লা কুর্‌আন করীমে সর্বদা ঈমান ও উত্তম আমলের কথা একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আহা! ঈমান ও উত্তম আমল থাকা সত্বেও মুসলমানদিকে কাফের আখ্যায়িত করা কতই না বিবেক-বিবর্জিত কাজ।"

৬। আহমদীয়া জামা'তের একটি বিশেষ ও স্থায়ী বৈশিষ্ট

যাহা হউক, ঐ একটি সময় ছিল যখন ইসলাম জাহান বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আহমদীয়া জাম'াতের এই ঐতিহ্যই রহিয়াছে যে, ইসলাম বা মুসলিম জাহানের এইরূপ বিপদের সময় আল্লাহতায়ালার ফজলে এই জামা'ত এবং ইহার খলিফাগণ এই বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন যে, তাঁহারাই সকলের পূর্বে এবং সকলের চাইতে অধিক পরিমাণে এই সকল বিপদের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন এবং খলিফাগণের অনুবর্ত্তীতায় আহমদীয়া জামা'ত সকল খেদমতের জন্য নিজদিগকে পেশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য আহমদীয়া জামা'তকে সব দিক হইতে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি বা ইসলাম-দুশমন শক্তিগুলি আহমদীয়া জামা'তকে

তাহাদের বিবেকের স্বাধীনতার জন্য কেবল শাস্তি দেওয়ার জন্যই বদ্ধপরিকর হয় নাই, বরং ইহার জন্য সদাসর্বদা খোদ মুসলমানদিগকে ব্যবহার করিয়াছে। ইসলাম জাহানের উপর এই সকল বিপদ বাহির হইতেও আসিয়াছে এবং ভিতর হইতেও আসিয়াছে। বাহির হইতে ইসলাম-দুশমন শক্তিগুলি ইসলামের জন্য এই সকল বিপদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভিতর হইতে তাহারা ঐ সকল এজেন্টকে ব্যবহার করিয়াছে, যাহারা সর্বদা ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির এজেন্টরূপে কাজ করিয়া থাকে।

৭। ইসলাম জাহান একটি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন

সুতরাং আজিও ইসলাম জাহান এইরূপ একটি ঘটনার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে। আজিও ইসলাম জাহান একটি বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু ইহা এইরূপ একটি ভয়াবহ ও যালেমানা বিপদ যে, ইসলামের ইতিহাসে এইরূপ বিপদ কখনো আসে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই বিপদ আজ রাশিয়ার তরফ হইতেও নহে, আমেরিকার তরফ হইতেও নহে, বৌদ্ধদের তরফ হইতেও নহে, ইহুদিদের তরফ হইতেও নহে। এই বিপদ প্রাচ্যের তরফ হইতেও নহে এবং পাশ্চাত্যের তরফ হইতেও নহে। আজ ইসলামের উপর এই বিপদ এইরূপ একটি সরকারের তরফ হইতে আসিয়াছে, যাহারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার, যাহারা ইসলামের মান-

মর্যাদার নামে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং ইসলামের মান-মর্যাদার দোহাই দিয়া পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ইহার চাইতে অধিক কোন বিপদ ইসলাম জাহানের উপর আপতিত হয় নাই।

কলেমা তওহিদকে নিশ্চিহ্ন করার নামে বিভিন্ন যুগে অমুসলিম চেষ্টা-তৎপরতা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, সব চাইতে অধিক বিপদজ্জনক ও ভয়ানক প্রচেষ্টা স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে করা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের তরফ হইতে এই প্রচেষ্টার ধারণাও বিদ্যমান ছিলনা যে, ইসলামের প্রতি আরোপিত হইয়া এতখানি হতভাগ্যে পরিণত হইবে এবং কলেমা নিচিশ্চ করার জন্য নিজেদের হাত ব্যবহার করিবে। কোন মুসলমান এই কথা কল্পনাও করিতে পারেনা। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের শিরে আজ এই মুকুট পরানো হইতেছে। আজ পাকিস্তানে এক নতুন ইতিহাস এবং ভয়ানক বিপজ্জনক ও রক্তাক্ত ইতিহাস লেখা হইতেছে এবং ইসলামের হেফাজত ও খেদমতের এই ধারণা দেওয়া হইতেছে যে, ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানো, কলেমা তওহিদের উপর আঘাত হানো এবং রসূলের কলেমার উপর আঘাত হানো। যদি আহমদীরা কলেমা তওহিদ এবং রসূলের কলেমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইতে বিরত না হয় এবং কলেমাকে প্রত্যাখ্যান না

করে এবং কলেমার স্বীকৃতি হইতে তওবা না করে, তবে তাহাদিগকে কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তি প্রদান কর। আজ ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া কথিত দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে এই কঠোরতম আক্রমণ করা হইয়াছে। ইহা সমস্ত পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত ও পঙ্কিল করিয়া দিয়াছে।

৮। কলেমা পড়ার অপরাধে লজ্জাস্কর শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত

এই তৎপরতা কি পদ্ধতিতে চালানো হইতেছে তাহার একটি মাত্র নমুনা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। এক আহমদী যুবককে কলেমা লেখার অপরাধে পাকড়াও করা হইল। তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল এবং কিভাবে পাকিস্তানের একনায়ক সরকারের কর্মচারীরা ইসলামের সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, এই ব্যাপারে উক্ত যুবক নিজ কলমে স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিতেছে যে :—

"আমাকে পাকড়াও করিয়া পুলিশটি ঘুশি মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অতঃপর পুলিশের আরো একজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে মিলিয়া প্রথমে আমাকে থাপ্পড় ও ঘুশি দ্বারা খেদমত পালন করিল। অতঃপর আমাকে একটি পুলিশ ফাঁড়িতে লইয়া গিয়া একটি কাঠের বাক্সের উপর শোয়াইয়া মারা হইল। এই সময় আমি কলেমা পড়িতে থাকি। অতঃপর

ফাঁড়ি হইতে আমাকে টাঙ্গায় বসাইয়া বাগবানপুরা থানায় লইয়া যাওয়া হইল। রাস্তায়ও আমাকে থাপ্পড় ও ঘুশি মারা হইল এবং আমি "রাব্বানা আফরেগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বাত আকদামানা ওয়ান সুরনা আলাল কাওমাল কাফেরীন" (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য্য দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় কর—অনুবাদক) পড়িতে থাকি। বাগবানপুরায় (জিলা গুজরানওয়ালা) পৌঁছিয়া একজন পুলিশের লোক বলিতে লাগিল, ইহাকে শোয়াইয়া দুই চার ঘা লাগাও। বস্তুতঃ আমাকে শুইয়া পড়িতে বলা হইল। আমি শুইতেছিলাম না। তখন দুই তিন ব্যক্তি সম্মুখে আসিল। একজন আমার মাথার চুল ধরিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার হাত মোচড়াই ধরিল। তৃতীয় ব্যক্তি আমার পা ধরিয়া টান মারিল। এই ভাবে তাহারা আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একজন সিপাহীর হাতে হান্টার ছিল। সে হান্টার দ্বারা আমাকে সাত আট ঘা মারিল। প্রত্যেকটি আঘাতের সময় আমি উচ্চ কণ্ঠে কলেমা তৈয়াবা পড়িতেছিলাম। তখন সে বলিতেছিল. তুমিতো কাফের। আমাকে আঘাত হানিতে হানিতে সে বলিতে লাগিল, তোমার কলেমা পড়া দেখাইয়া দিব এবং ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে বলিল, বড় কলেমা পাঠাকারী! এতদসত্ত্বেও তাহাদের ইসলামের খেদমত করার আকাঙ্খা ও আক্ষেপ উত্তমরূপে পূর্ণ হইল না। তখন একজন পুলিশের লোকের মনে হইল যে, ইসলামের খেদমততো

আরো ভালভাবে হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সে হুকুম দিল, ইহার সেলোয়ার খোল। অতঃপর আমার সেলোয়ার খোলার জন্য জেহাদ শুরু হইয়া গেল। পাঁচ ছয় জন পুলিশের সমবেত প্রচেষ্টায় আমার সেলোয়ার খোলা হইল। অতঃপর আমাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া পিঠের উপর আঘাত হানা হইল। কিন্তু খোদাতায়ালা আমাকে কলেমা তৈয়্যবা পড়ার তওফিক দান করেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন সিপাহী দল বাঁধিয়া আসিল এবং আমাকে বলিতে লাগিল, তোমাদের মির্য্যার কথা শুনাও, তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোথায় মারা গিয়াছেন। তাহারা আমার মা-বাবা ও বংশের নাম ধরিয়া জঘন্য গালমন্দ করিল। তাহারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কেও অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করিল। তাহারা আধঘণ্টা ধরিয়া গালমন্দ করিতে থাকে এবং আমি ইস্তেগফার পড়িতে থাকি। দৈহিক আঘাতের ব্যাপারে আরো বলিতে হয় যে, তাহারা এই হাণ্টার দ্বারাই আমার পা ছাড়াও মাথায় ও কাঁধে জানি না কত আঘাত করিয়াছে।"

ইহাই হইল পাকিস্তানে কলেমা তৈয়্যবার খেদমত এবং ইসলামের খেদমতের ধ্যান-ধারনা। আরবের তপ্ত মরুভূমির কথা কি আপনাদের স্মরণ হইয়া যায় না, যেখানে সৈয়্যদনা হযরত বেলাল হাবসী (রাঃ) কে এই একই অপরাধে তপ্ত বালুকারাশির

উপর হেচড়ানো হইয়াছিল, যেখানে কয়লার চুলা হইতে জলন্ত অঙ্গার বাহির করিয়া কলেমা পাঠকারীদের বুকের উপর রাখিয়া দেওয়া হইত! তাহাদের পৃষ্ঠের নীচে মাটির উপরও ঐ অঙ্গার বিছাইয়া রাখা হইত এবং এই অঙ্গারের দরুন সৃষ্ট ফোসকার পানি দ্বারা অঙ্গার নিভিয়া যাইত! সুতরাং আরবভূমিতে কলেমা নিশ্চিহ্ন করার যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিতেছিল, তদ্রূপ বেদনাদায়ক ঘটনাই আজ পাকিস্তানে সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু এই ভীতিপ্রদ জুলুমটি এখন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। ইহাতে আজ পৃথিবীতে শয়তানের চাইতে অধিক খুশী আর কেহ হইবেনা। কেননা আজ সে মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ-এর প্রতি অরোপকারী লোকদের দ্বারা ঐ দুষ্কর্ম করাইতেছে, যাহা কোন এক যুগে তাঁহার (সাঃ) প্রথম সারির দুশমনেরা করিত।

৯। মুর্খতার দর্পনে তথাকথিত যুক্তি প্রমাণ

যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা কি করিতেছ? তোমাদের মধ্যে কি আর কোন আক্কেলজ্ঞান অবশিষ্ট নাই? তখন তাহারা বড় বড় যুক্তি প্রমাণ দিয়া থাকে। ঐ যুক্তি প্রমাণ-গুলির মধ্যে একটি হইল এই যে, তোমরা তো অপবিত্র মানুষ। কাজেই তোমরা যদি কলেমা পড় বা কলেমা বক্ষে ধারন কর, তাহা হইলে ইহাতে কলেমার অবমাননা হইবে এবং আমরা এই অবমাননা সহ্য করিতে পারি না। কতইনা অদ্ভুত এই যুক্তি! এই

কলেমাতো অপবিত্রদিগকে পবিত্র করিতে আসিয়াছে। পাপী-তাপীদিগকে পবিত্র করার জন্যইতো ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদি আহমদীরা নাপাক হইয়া থাকে তবে তোমাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল যে, এই অপবিত্রদিগকে কলেমা পবিত্র করিয়া দিয়াছে। ইহাতো মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ-এর কলেমা। ইহাতো এক ও অদ্বিতীয় খোদার কলেমা। ইহাতো ঐ পবিত্র ব্যক্তির কলেমা যাঁহার চাইতে অধিক কোন পবিত্র ব্যক্তি কখনো সৃষ্টি হয় নাই। এই কলেমাতো বহু শতাব্দীর অপবিত্র ও নাপাক ব্যক্তিদিগকে পবিত্র করিয়া দিয়াছিল। ইহাতো কোন মোল্লাদের কলেমা নহে, যাহা পবিত্রদিগকেও অপবিত্র করিয়া দেয়। অতএব তোমাদের কথা অনুযায়ী যদি আহমদীয়া জামা'ত অপবিত্রই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অপবিত্র জামা'তের জন্য একমাত্র এই কলেমারই প্রয়োজন রহিয়াছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদার কলেমা। অন্য কাহারো বানানো কলেমার আমরা কোন পরোয়া করি না।

তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আহমদীদের হৃদয়ে এই কলেমা নাই। তাহারা মুখে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কলেমা পড়ে এবং মনে মনে বলে 'আহমদ রসূলুল্লাহ, অর্থাৎ' মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রসূলুল্লাহ। ইহা একটি অদ্ভুত জাহেলী কথা। ইহার চাইতেও অধিক আশ্চর্য্য জনক বিষয়

এই যে, আমাদের নিকট হইতে কলেমা ছিনিয়া নেওয়ার অপবিত্র প্রচেষ্টাতো করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহারা যুগপৎ খোদায়ীর দাবীকারক সাজিয়াছে এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এর চাইতে শ্রেয়ঃ হওয়ার দাবীও করিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) এর জীবনে এইরূপ একটি ঘটনাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, কোন কলেমা পাঠকারী সম্বন্ধে তিনি (সাঃ) এই কথা বলিয়াছেন যে তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ-মনে মনে কিছু বলিতেছ এবং মুখে অন্য কিছু বলিতেছ। বরং যাহাদের সম্বন্ধে খোদাতায়ালা সংবাদ দিয়াছিলেন, "লাম্মা ইয়াদখুলেল ঈমানু ফি কুলুবেকুম" অর্থাৎ ঈমান ইহাদের হৃদয়কে স্পর্শই করে নাই, ঈমান ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশই করে নাই, ইহাদের একজন সম্বন্ধেও আঁ-হযরত (সাঃ) এই কথা বলেন নাই যে, তোমার মুখের কলেমা একটি এবং হৃদয়ের কলেমা অন্য কিছু। কিন্তু ইহার বিপরীত তাঁহার (সাঃ) জীবনে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্মরণ করিলে মানুষ অবাক হইয়া যায় যে ঐ নবী (সাঃ) কত মহান, কত শান এবং কত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১০। কিয়ামতের দিন তুমি কি জবাব দিবে ?

ইসলামের ইতিহাসে এইরূপ একটি ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসামা বিন জায়েদ (রাঃ) একটি সংঘর্ষে এইরূপ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিল, যে মুসলমানদের উপর বার বার আক্রমণ করিত। যখন আসামা বিন জায়েদ (রাঃ) তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল তখন সে কলেমা পড়িল। কিন্তু এতদ-সত্বেও তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। তিনি স্বয়ং বলেন (মুসলিম কিতাবুল ঈমান এর হাদিস), যখন আঁ-হযরত (সাঃ) এর নিকট আমি এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম তখন তিনি (সাঃ) বলেন, সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলার পরও তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ ? আসামা বিন জায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করিলাম যে সেতো অস্ত্রের ভয়ে এইরূপ করিয়াছিল। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়া-ছিলে সে কি বলিয়াছিল এবং কি বলে নাই ? আঁ-হযরত (সাঃ) এই বাক্যটি বিরতীহীনভাবে বলিতে থাকেন, "তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে, তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে ?" অন্য একটি বর্ণনায় বাক্যটি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, "কেন তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখ নাই, কেন তুমি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখ নাই যে, প্রকৃত পক্ষেই তাহার হৃদয়ে কলেমা ছিল কিনা"?

সুতরাং স্বয়ং মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ এই দাবী করেন নাই যে, প্রকৃত পক্ষেই হৃদয়ে কলেমা আছে কিনা তাহা হৃদয় চিরিয়া জানিতে পারা যায় এবং তিনি নিজ গোলামদিগকে ইহার অনুমতি দান করেন নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত আজিকার মোল্লারা এই দাবী করিয়া বসিয়াছে যে, তাহারা "আলেমুল গায়েব ওয়াশ শাহাদাত" (অর্থাৎ তাহারা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত—অনুবাদক) এবং তাহারা খোদাতায়ালার নবী (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের চাইতেও উচ্চতর মর্য্যাদা রাখে এবং মানুষের হৃদয়ের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন মুসলমানের আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত লাগিতেছেনা যে ইহা কি ধরনের তৎপরতা চলিতেছে।

এই হাদিসটির আরও একটি বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার কথাগুলি কিছুটা ভিন্নতর। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত আসামা বিন জায়েদ (রাঃ) নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে তলোয়ারের ভয়ে কলেমা পড়িয়াছিল। তখন তিনি (সাঃ) বলেন, সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়া সত্ত্বেও তুমি তাহাকে হত্যা করিলে। অতঃপর তিনি আরও বলেন, কেয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য দিতে আসিবে, তখন তুমি কি জবাব দিবে? হযরত আসামা বিন জায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহর

রসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখনও তিনি (সাঃ) এই কথাই বলিলেন, কেয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আসিয়া সাক্ষ্য দিবে তখন তুমি কি জবাব দিবে? হযরত আসামা (রাঃ) বলেন, তিনি (সঃ) ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিলেন না যে, কেয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আসিয়া সাক্ষ্য দিবে তখন তুমি কি করিবে?

১১। ইসলামী জাহানের জন্য মুহূর্তের চিন্তা

অতএব, এই অবস্থাটিই বর্তমানে পাকিস্তানে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে ইসলামের নামে ক্ষমাহীন একটি স্বৈরাচারী সরকার ইসলামের ভিত্তিমূলে নেহায়েত ভীতিপ্রদ আক্রমণ করিতেছে এবং ইসলামী জাহান আলস্যে শুইয়া রহিয়াছে। আমি যে দুইটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, এইগুলি ঐ সময় লিখিয়াছিল যখন প্যালেষ্টাইন বিপদের সম্মুখীন ছিল এবং প্যালেষ্টাইনের দরুন মক্কা-মদীনাও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। ঐ সময় হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ইসলাম জাহানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সজাগ করিতে গিয়া বলেন :—

"ইহা প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন নহে। মদীনার প্রশ্ন নহে। জেরুজালেমের প্রশ্ন নহে। প্রশ্ন এখন খোদ মক্কা মুকার্‌রমার। জায়েদ ও বকরের প্রশ্ন নহে। প্রশ্ন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর

ইজ্জতের। নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধাচারণ থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা ইসলামের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে হাজার হাজার ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা কি এই উপলক্ষে একত্রিত হইবেনা?" (আল্-কুফ্‌রো মিল্লাতুন ওয়াহেদাতুন—আলফজল, ২১শে মে ১৯৪৮)

কিন্তু আজ যখন কলেমার উপর এই নাপাক হামলা করা হইয়াছে তখন আমি ইসলামী জাহানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আজ প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন নহে, জেরুজালেমের প্রশ্ন নহে, মক্কা মুকার্‌রমার প্রশ্ন নহে। আজ ঐ এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইজ্জত ও প্রতাপের প্রশ্ন, যাঁহার নামের দরুন এই মাটির শহরগুলি মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, যাঁহার মহান নামের দরুন ইট-পাথর নির্মিত গৃহগুলির বাসিন্দারা পবিত্রতা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। আজ তাঁহার একত্বের উপর হামলা করা হইতেছে। আজ মক্কা-মদীনার প্রশ্ন নহে। আজ আমাদের প্রভু ও মওলা মক্কা মদীনার বাদশাহের (সঃ) মান-মর্যাদার প্রশ্ন। আজ প্রশ্ন এই যে, মুসলমানদের হৃদয়ে কি কোন আত্ম-মর্য্যাদাবোধ আর অবশিষ্ট নাই? কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুসলমানদের হাত উঠিতেছে ইহা দেখিয়াও কি তাহাদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয় না? তাহাদের হৃদয়ে কি আঘাত লাগেনা?

জুলুমের উপর জুলুম হইল এই যে, এই কাজের জন্য যখন কোন মুসলমানকে পাওয়া যায় না, তখন পাকিস্তানের এই স্বৈরাচারী

শাসনে ইসলামের দুশমন খৃষ্টানদিগকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যখন কোন সভ্য নাগরিক পাওয়া যায়না তখন হাজত বা জেলখানা হইতে আসামী ধরিয়া আনা হয় এবং তাহাদের মাধ্যমে পবিত্র কলেমা তৈয়্যেবা নিশ্চিহ্ন করা হয়, যে কলেমার মধ্যে এই স্বীকৃতি থাকে যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাসক নাই এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ তাঁহার দাস ও রসূল।

সুতরাং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের গর্ভ হইতে আজ যে অপবিত্র আন্দোলনের জন্ম হইয়াছে তাহার জন্য সে এই পৃথিবীতেও দায়ী থাকিবে এবং কেয়ামতের দিনও দায়ী থাকিবে। অতঃপর পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কেননা আজ সে খোদার ইজ্জত ও প্রতাপের উপর আক্রমণ করিয়াছে। আজ সে মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ এর পবিত্র নামের উপর আক্রমণ করিয়াছে।

আহমদীরা প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহারা কলেমার হেফাজতের জন্য নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং তাহারা এক ইঞ্চিও পিছনে হটিবেনা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হে ইসলামী জাহান! তোমরা কেন এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছ? তোমাদের মধ্যে কি ইসলামের জন্য কোন সহানুভূতি, কোন আত্ম-মর্য্যাদাবোধ এবং কলেমা তওহিদের প্রতি ভালবাসার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই? অতএব আমি তোমা-

দিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার একত্বের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। এই একত্ব সম্বন্ধে সমগ্র ইসলামী জাহান ঐক্যমত পোষণ করে। ইসলামী জাহানেরতো একই প্রাণ। ইহাতে কোন মতানৈক্য ও সংশয় নাই। শিয়ারাও কলেমা তওহিদের সহিত ঐ একইভবে সম্পর্কযুক্ত যেভাবে সুন্নীরা সম্পর্কযুক্ত এবং আহমদীরাও ঐ একইভাবে সম্পর্কযুক্ত যেভাবে ওহাবী ও অন্যান্য ফেরকার লোকেরা সম্পর্কযুক্ত। কলেমা ইসলামের আত্মা। কিন্তু আজ ইসলামের এই আত্মার উপর আক্রমণ করা হইতেছে। অতএব আমি তোমাদিগকে হেরা গুহার নামে আহ্বান জানাইতেছি। এই গুহা হইতে এক-বার সত্যের আওয়াজ এইরূপ শানের সহিত উত্থিত হইয়াছিল যে, ইহা সমগ্র বিশ্বকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। আমি তোমাদিগকে সৈয়্যদনা বেলাল হাবসী (রাঃ) এর নামে আহ্বান জানাইতেছি, আইস, তোমরাও এই গোলামের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তিনি কলেমার হেফাজতের জন্য সকল আরাম বিসর্জন করিয়া ছিলেন এবং এইরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন যে আজ ইহা মনে করিলেও মানুষের লোম শিহরিয়া উঠে।

অতএব হে মুসলমানেরা! যদি তোমরা আস এবং এই নেক কাজে আহমদীদের সহিত শামেল হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছি যে তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে এবং পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে

পারিবেনা তোমরা পৃথিবীতেও পুরস্কৃত হইবে এবং আকাশেও পুরস্কৃত হইবে এবং খোদাতায়ালার রহমত ও বরকত তোমাদের গৃহসমূহে সর্বদা বর্ষিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যদি তোমরা এই আওয়াজে "লাব্বায়েক" না বল তাহা হইলে এই পৃথিবীতে তোমাদের চাইতে অধিক অপরাধী আর কেহ হইবে না। কেননা মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ-এর প্রতি নিজদিগকে রুজু করা সত্ত্বেও যখন তাঁহার (সাঃ) পবিত্র নামের উপর হামলা করা হইয়াছে এবং খোদাতায়ালার একত্বের স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁহার একত্বের উপর হামলা করা হইয়াছে তখন তোমরা আরামের সহিত বসিয়া রহিয়াছ এবং নিজেদের রাজনৈতিক তাৎপরতা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই বিষয়ের এক বিন্দু পরোয়াও কর নাই। অতঃপর এই আকাশ ও পৃথিবী তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করিবেনা এবং তোমাদের নাম কখনো সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইবেনা।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
তোর	তোড়	৭	২০
গ্রন্থকার	×	১২	১৪
তৈয়াব	তৈয়াব	১৫	১৩, ২০
আহমদীয়াত	আহমদীয়া	১৮	২
রাসূল	রসূল	,,	১০
মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ	মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ	২০	৫
,, ,,	,, ,,	,,	১০
,, ,,	,, ,,	,,	১৯
হিন্দদের	হিন্দুদের	২৪	১০
গ্রন্থকার	×	২৪	১৮
সদুপথেশ	সদুপদেশ	২৭	১১
গ্রন্থাকার	×	৩০	৬
করিতেছে	করিয়াছে	৩০	১৬
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	৩১	৮
উচ্চকিত	উচ্চ	,,	১৭
উৎসর্গ	ওয়াক্‌ফ	৩২	৪
মুহাম্মাদ	মুহাম্মদ	৩৮	৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
গ্রন্থকার	×	৪০	৭
মুহাম্মাদ	মুহাম্মদ	৪১	৬
মুসলমান	মুসলমানরা	৪৪	১৮
জীবত	জীবিত	৪৪	১৪
ঐতিহাতিক	ঐতিহাসিক	৪৫	১০
করিতেছ	করিতেছে	৪৬	৬
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	৪৭	৪
আহমদীদির	আহমদীদের	৪৮	১৩
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	৫০	৯
নিচিহ্ন	নিশ্চিহ্ন	৫১	১
মুহাম্মাদ	মুহাম্মদ	,,	৪
ইসলাম	ইসলামী	৫৬	৬
করিয়াছিল	করিয়াছিল	৫৯	৭
মুস্তাফা	মুস্তফা	,,	১২
নিন্দিত	নন্দিত	৬০	১০
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	৬১	২
কয়েকঠি	কয়েকটি	৬৪	১৭
মোহাম্মাদ	মোহাম্মদ	৭২	৪
জীন্নাহ্	জিন্নাহ্	,,	৫
জীন্নাহর	জিন্নাহর	,,	৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
এই প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইঃ বলেন,		৭৭	৪
হাকিম নূরদ্দীন	হাকিম আলহাজ্জ নূরদ্দীন	৮২	২১
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	৮৪	১৬
,, ,,	,, ,,	৮৫	২
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	,,	৫
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ	মহাম্মদুর রসূলুল্লাহ	১০৩	৩
মাওলা মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মওলা মুহাম্মদ মুস্তফা	,,	৬
,, ,, ,,	,, ,, ,,	,,	১০
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	,,	১১
মুহাম্মাদ	মুহাম্মদ	,,	১৪
মুহাম্মাদ মুস্তাফা	মুহাম্মদ মুস্তফা	১০৪	৩
হিফযত	হিফাযত	১০৪	৯
মুস্তাফা	মুস্তফা	১০৫	৭
বিরোধী	বিরোধী'	১১০	৭
কিন্তা	কিন্তু	১১৩	৮
বর্তমা	বর্তমান	,,	৯
অপ-ন	অপর	,,	১৩
করিয়াছেন।"	করিয়াছেন।	১১৭	৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
করিয়া দিয়াছেন।	করিয়া দিয়াছেন।"	১১৭	৫
বলিতেছে যে,	বলিতেছে এবং ইহাও বলিতেছে যে,	১১৭	৯
নিজেদে	নিজেদের	১২৮	৫
খোৎবা প্রদানকারী		১৩২	২০
জর্ণেল	জেনারেল	২৩৮	৮
ইস্রইলের	ইস্রাইলের	১৪০	১৪
ইসলাম	ইসলামী	১৪১	৪
ইস্রালের	ইস্রাইলের	১৪৪	৭
১৯৪	১৯৪৮	১৫১	১৯
ওয়াহেদ	ওয়াহেদা	১৬৪	৮
আনায়ন	আনয়ন	১৬৫	৮
সাম্প্রাদায়িকতার	সাম্প্রদায়িকতার	১৭০	২
ইসলাম	ইসলামী	১৭১	১২, ১৩
পাঠাকারী	পাঠকারী	১৭৪	২০

———